৫৬ বছরের ঐতিহ্যবাহী সাপ্তাহিক পত্রিকা

আলিপুর বার্তা

চালু হল
আলিপুর বার্তার
নতুন নিউজ পোর্টাল
দেখুন ওয়েবসাইটে

কলকাতা ঃ ৫৬ বর্ষ, ১৭ সংখ্যা, ৬ ফাল্গুন – ১২ ফাল্গুন, ১৪২৮ ঃ ১৯ ফেব্রুয়ারি – ২৫ ফেব্রুয়ারি, ২০২২

Kolkata : 56 year : Vol No.: 56, Issue No. 17, 19 February - 25 February, 2022 ৮ পাতা, মূল্য ৩ টাকা

দিনগুলি মোর...

সাত দিন, সাত সকাল। গত সাতটা দিন কোন কোন খবর আমাদের মন রাঙালো। কোন খবরটা এখনও টাটকা। আবার কোনটা একেবারেই মুছে গেল মন থেকে। গত সাতটা দিনের রঙ বেরঙের খবরের ডালি নিয়ে এই বিভাগ। আমাদের সপ্তাহ শুরু শনিবার, শেষ শুক্রবার।

শনিবার : শহরে বেআইনি নির্মাণ নিয়ে জেরবার কলকাতা। চলতি

নিয়মে অনেকেই বেআইনি নির্মাণের জরিমানা দিয়ে তা বৈধ করে নেয়। কিন্তু নির্মাণকারীরা ক্রমশই বেপরোয়া হয়ে উঠেছে। জরিমানা তো দিচ্ছেই না বরং বিক্রি করে দিচ্ছে বেআইনি নির্মাণ। এখন কড়া হাতে বেআইনি নির্মাণ ভাঙা হবে না মরিয়া। সিকিউরিটি ডিপোজিট বাড়ানো হবে তা নিয়ে দ্বিধা পুরস্কার। হায় প্রশাসন...

রবিবার : জেল থেকে বন্দী নিখোঁজ হলেও আদালতে সিসিটিভি ফুটেজ জমা

দিতে পারে নি প্রেসিডেন্সি সংশোধনাগার কর্তৃপক্ষ। কারণ ক্যামেরা খারাপ। মিলেছে আদালতের উষ্মা। অন্য জেলগুলিতে তো ক্যামেরার বালাই নেই। ঢিলেঢালা জেল প্রশাসনের এবার বুদ্ধি বেড়েছে। সব জেলেই সিসিটিভি ক্যামেরা বসাতে উদ্যোগী হয়েছে তারা।

সোমবার : রেশন কার্ডের সঙ্গে আধার সংযুক্ত হতেই বেরিয়ে পড়েছে

সাজিয়ে রাখা খোলস। এরই মধ্যে ভুয়ো রেশন কার্ডের সংখ্যা দাঁড়িয়েছে দু কোটি। এগুলি নিষ্ক্রিয় করতে পারলেই বছরে সরকারের বাঁচবে আড়াই হাজার কোটি টাকা। প্রশ্ন এতোদিন ধরে ভুয়ো রেশন কার্ডের খাদ্য গেল কোথায়?

মঙ্গলবার: দেশের সুরক্ষা ও নিরাপত্তার আশঙ্কার কারণে আরও ৫৪টি

চিনা অ্যাপ নিষিদ্ধ করল ভারত সরকার। যার মধ্যে উল্লেখযোগ্য সুইট সেলফি, বিউটি ক্যামেরা, ডুয়াল স্পেস লাইটের মতো জনপ্রিয় অ্যাপলিকেশন।

বুধবার: কণ্ঠের জাদু স্তব্ধ করে পরলোকে পাড়ি দিলেন প্রবাদপ্রতিম সঙ্গীতশিল্পী সন্ধ্যা মুখোপাধ্যায়। বাংলা সিনেমাকে স্বর্ণযুগে উত্তরণের অন্যতম কাণ্ডারি ছিলেন

এই কিন্নরকণ্ঠী। উত্তম সুচিত্রা জুটিকে জনপ্রিয়তা শিখরে নিয়ে গিয়ে সুরদ্বয় সেই হেমন্ত সন্ধ্যা জুটির অবসান হল বাঙালিকে শোকের সাগরে ভাসিয়ে।

বৃহস্পতিবার : ফের ধাক্কা সঙ্গীতজগতে। মুম্বই-বাংলা সহ সারা

ভারতবর্ষ যাঁর সুরে ডিস্কো স্টেপে নেচে উঠত, যার সুরে রোম্যান্স তার নতুন পথ খুঁজে নিত সেই বাঙালির গর্ব গায়ক ও সুরকার বাপ্পি লাহিড়ি চলে গেলেন আমাদের ছেড়ে। রেখে গেলেন তাঁর অনন্য জীবন শৈলী।

শুক্রবার: পায়ের জাদুতে যিনি মাতিয়ে রেখেছিলেন ভারতবাসীকে,

যিনি সবুজ মাঠে ফুটবল দিয়ে অচেনা আলপনা আঁকতেন ভারতীয় ফুটবলের সেই অন্যতম সেরা বল প্লেয়ার সুরজিৎ সেনগুপ্ত পাড়ি দিলেন পরলোকে। বাঙালির বোল্ড আইকন। সুরজিৎ ভারতীয় ফুটবলারকে ভালোবেসে অনায়াসে উপেক্ষা করেছিলেন বিদেশের ডাক।

সবজান্তা খবরওয়ালা

রাজ্যে কি অর্থ সংকট আসন্ন?

ওঙ্কার মিত্র

কোভিডের ধাক্কা সামলে শেষ পর্যন্ত অর্থনীতি কতটা ঘুরে দাঁড়াবে তা ছিল লাখ টাকার প্রশ্ন। টলমল পায়ে চলা আর্থিক অবস্থায় যে নতুন করে কিছু পাওয়া সম্ভব নয় তা ইতিমধ্যেই বোঝা গিয়েছে গত কেন্দ্রীয় বাজেটে। আশা নিরাশার দোলাচলে চলতি প্রকল্পগুলোকে কোনো রকমে বাঁচিয়ে রাখার চেষ্টা করেছেন দেশের অর্থমন্ত্রী।

সামগ্রিকভাবে দেশের হাল খারাপ হলে রাজ্যগুলিও যে সংকটে পড়বে তা বলাই বাহুল্য। কিন্তু পশ্চিমবঙ্গে এই ধাক্কা লাগতে শুরু করেছে মৌলিক চাহিদাগুলিতে। শিক্ষা ক্ষেত্রে স্কুল খুলেছে ঠিকই কিন্তু পরিকাঠামোর দুর্বলতা মোটেই কাটেনি। দীর্ঘকাল বন্ধ থাকা স্কুলবাড়ি ও তার শ্রেণীকক্ষগুলি দু-তিনটি ঝড়-ঘূর্ণিঝড়ে বিপর্যস্ত। গ্রামের ক্ষেত্রে তা আরও ভয়াবহ। অ্যাডভান্সড সোসাইটি ফর হেডমাস্টারস অ্যান্ড হেডমিস্ট্রেসেস-এর রাজ্য সম্পাদক চন্দন মাইতি জানিয়েছেন, ঘূর্ণিঝড়ে সুন্দরবন সংলগ্ন স্কুল হস্টেলগুলোর বেশি ক্ষতি হয়েছে। কিছুদিন আগে স্কুল পরিকাঠামোর

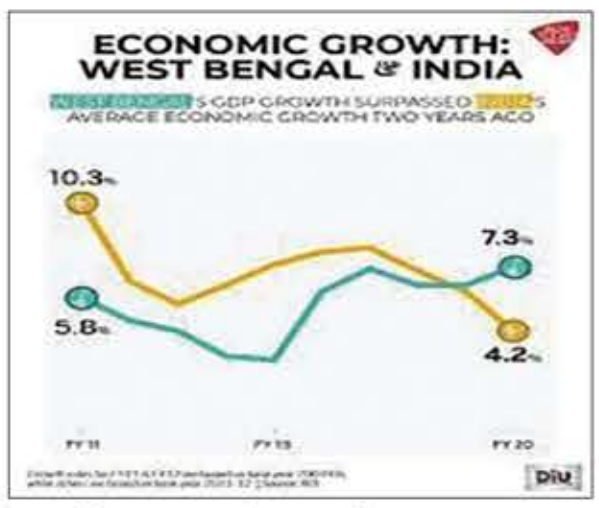

উন্নয়নে শিক্ষা দফতর যে টাকা দিয়েছিল, সব স্কুল তা পায়নি। কিন্তু স্কুলকে যতটুকু টাকা দেওয়া হয়েছে তা স্কুল মেরামত করার পক্ষে যথেষ্ট নয়। ছাত্রাবাসগুলোর অবস্থাও সংকটপূর্ণ। মেদিনীপুর, মুর্শিদাবাদ সহ অন্যান্য জেলার শিক্ষকরাও চন্দনবাবুর সঙ্গে একমত। অর্থসংকটের ছাপ শিক্ষালয়ের সর্বত্র। চন্দনবাবু বলেন সরকার হোস্টেলগুলোর পরিচালন ও পরিকাঠামোর ব্যয়ভার না নিলে ছাত্রাবাসগুলি মারাত্মক সঙ্কটে পড়বে।

শিক্ষার মতো রাজ্যের স্বাস্থ্যক্ষেত্রেও থাবা বসাতে শুরু করেছে অর্থসংকট। ইতিমধ্যে ওষুধের অভাব শুরু হয়েছে সরকারি হাসপাতালগুলিতে। মিলছে না 'ফ্রি' ওষুধ। কারণ অর্থসংকট। মেডিক্যাল কলেজগুলিতে ওষুধ ও অন্যান্য চিকিৎসাসামগ্রী কিনতে খরচ হয় মাসে তিন থেকে চার কোটি টাকা। জেলা হাসপাতালে মাসে গড়ে ১ কোটি। অথচ জেলার কোথাও পড়ে আছে ১ লক্ষ, কোথাও ৭০ হাজার। বড় বড় হাসপাতালগুলোরও একই হাল। কোথাও ওষুধ ও চিকিৎসা সামগ্রী কেনার টাকা নেই। অর্থাভাবের কথা স্বীকার করে নিয়েছেন স্বাস্থ্য অধিকর্তা অজয় চক্রবর্তীও। তিনি বলেন 'কেন্দ্র জাতীয় স্বাস্থ্য মিশন টাকা দিতে অসম্ভব দেরি করায় তহবিলে টাকার সমস্যা হচ্ছে। ভোগ্যচ্ছে 'শ্যাডো ফান্ড'-এর সমস্যাও। টাকা দেওয়ার নির্দেশিকা জারি হচ্ছে কাগজে কলমে, আসলে টাকা আসছে না। সেই অবস্থায় কলকাতা মেডিক্যাল, আরজিকর, এনআরএস সর্বত্র ওষুধ ও সরঞ্জামের ভাণ্ডার তলানিতে। ন্যাশনাল মেডিকেলে ৪ ফেব্রুয়ারি নোটিশ টাঙিয়েছে হাসপাতাল কর্তৃপক্ষ। নোটিশে বলা হয়েছে বেশ কয়েকদিনের জন্য এমারজেন্সি ও ওপিডিতে ওষুধ লেখা যাবে না। স্বাস্থ্যে যখন চরম অর্থ সংকট চলছে তখন কেন্দ্র জানিয়েছে ২০২০-২১ অর্থবর্ষে পশ্চিমবঙ্গকে জাতীয় স্বাস্থ্য মিশনে দেওয়া ১৮৯৫ কোটি টাকার মধ্যে ৮৮৩ কোটি টাকা খরচই করতে পারে নি রাজ্য সরকার। এর জবাবে স্বাস্থ্য অধিকর্তা জানিয়েছেন, এর জন্য দায়ী দেরিতে টাকা আসা। অর্থবর্ষ শেষ হওয়ার ঠিক মুখে টাকা আসায় তা খরচ করা যায় না। আসলে কেন্দ্র-রাজ্য টানাপোড়েনের মাঝে ভুগছেন সাধারণ রোগীরা।

শুধু শিক্ষা-স্বাস্থ্য নয়, নবান্ন সহ জেলার সরকারি দফতরগুলির অলিন্দে কান পাতলে শোনা যাচ্ছে অর্থসংকটের আশঙ্কা। অর্থ বিশেষজ্ঞদের মতে বিভিন্ন কল্যাণ প্রকল্পের অর্থ যোগাতে ইতিমধ্যে ঋণের আশ্রয় নিতে হচ্ছে। তার উপর কেন্দ্র নানা খাতে টাকা দিতে গড়িমসি করছে। ফলে সংকট ক্রমশ গভীরতর হচ্ছে। আধিকারিকরা ছাড়াও মুখ্যমন্ত্রীও সাম্প্রতিক প্রশাসনিক বৈঠকগুলিতে নতুন প্রকল্প চাইতে বারণ করছেন টাকা পয়সার টানাটানির জন্য। ফলে রাজ্যে অর্থসংকট যে চলছে তা ইতিমধ্যেই স্পষ্ট হয়ে গিয়েছে। একদিকে রাজ্যের রাজস্ব অনুযায়ী নানা প্রকল্পের চাপ অন্যদিকে কেন্দ্রের বরাদ্দ ছাঁটাই, সব মিলিয়ে সম্ভবত রাজ্যে ফের একটা অর্থ সঙ্কট আসতে চলেছে বলে মত অর্থনীতিবিদদের। সমীক্ষা বলছে গ্রামবাংলায় ক্রয় ক্ষমতার ক্রমশ নিম্নগতি দেখা যাচ্ছে। এর জন্য দায়ী করা হচ্ছে ১০০ দিনের কাজ প্রকল্পে অর্থ যোগানে ঘাটতি।

এরপর পাঁচের পাতায়

ধর্মঘটের পথে সাউন্ড অ্যান্ড লাইট ওনার্সরা

কুনাল মালিক

গত দু-তিন বছর ধরে করোনা কালে রাজ্যের সাউন্ড ও লাইটিং ব্যবসায়ীরা চরম সংকটের মধ্যে পড়েছে। লকডাউন এবং করোনার স্বাস্থ্যবিধির কারণে সব রকম অনুষ্ঠান উৎসব যাত্রা জলসা সবই বন্ধ হয়ে গিয়েছিল। তার

ফলে এই শিল্পের সঙ্গে জড়িত বহু শ্রমিক এবং মালিকরা চরম বিপদের মধ্যে পড়েন। অনেকে অভাবের জ্বালায় আত্মহত্যাও করেন। সেই সময় সারা রাজ্য ব্যাপী (২০২১) একটি সংগঠন গড়ে ওঠে ওয়েস্ট বেঙ্গল সাউন্ড অ্যান্ড লাইট ওনার্স ওয়েলফেয়ার অ্যাসোসিয়েশন। দক্ষিণ ২৪ পরগনা জেলাতেও এই সংগঠন শাখা বিস্তার করে। জেলার সভাপতি ও সম্পাদক হন যথাক্রমে হাবিবুর রহমান মোল্লা এবং অসিতচন্দ্র ঘোষ। সম্প্রতি বজবজ-২ নম্বর ব্লকেও এই সংগঠনের একটি সভা অনুষ্ঠিত হল ডোঙাড়িয়াতে। সংগঠনের সভাপতি ও সম্পাদক হয়েছেন যথাক্রমে সেখ গরাই এবং বিশ্বজিৎ জানা। ব্লকের ক্ষেত্রে সংগঠনের ব্যাপারে সদস্যরা জানান, তাদের জন্য সরকার কোনও ভাতা, জবকার্ড, স্বাস্থ্যসাথী কার্ডের ব্যবস্থা করুক।

এরপর পাঁচের পাতায়

ম্যানগ্রোভ ধ্বংস করে চলছে মাছের ভেড়ি

অমিত মন্ডল

নির্বিচারে ম্যানগ্রোভ ধ্বংস করে নামখানায় বিঘের পর বিঘে জমিতে গড়ে তোলা হয়েছে মাছের ভেড়ি। রাতের অন্ধকারে বনাঞ্চল ধ্বংস করে মাছের ভেড়ি গড়ে তোলা হয়েছে। নামখানার লালপুল

এলাকার সুন্দরিকা-দোয়ানিয়া খালের দুপাশে নির্বিচারে ম্যানগ্রোভ ধ্বংস করে চলছে বেনামি চিংড়ির চাষ। নামখানার দক্ষিণ চন্দ্রনগর, চন্দন পিড়ি হরিপুর এলাকাতেও একইভাবে ম্যানগ্রোভ কেটে বেআইনিভাবে মেছোভেড়ি তৈরি করা হয়েছে বলে স্থানীয়রা জানান। গাছ কেটে এইভাবে মেছো ভেড়ি তৈরি করার প্রতিবাদ করতে গেলেই মিলছে হুমকি।

পরপর প্রাকৃতিক বিপর্যয় চোখে আঙুল দিয়ে দেখিয়ে দিয়েছে, সুন্দরবনের জন্য কতটা প্রয়োজন ম্যানগ্রোভ। রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী সহ একাধিক মন্ত্রীর মুখে বারবার শোনা গিয়েছে ম্যানগ্রোভের গুরুত্বের কথা। এমনকি ২০২১ সালে স্বয়ং সুন্দরবন উন্নয়ন মন্ত্রী বঙ্কিমচন্দ্র হাজরা নামখানার ফ্রেজারগঞ্জের হেনরি আইল্যান্ডে এসে নিজের হাতে ম্যানগ্রোভ লাগিয়ে এর গুরুত্বের কথা জানিয়েছিলেন সেদিন। সুন্দরবন রক্ষায় ম্যানগ্রোভের অবদান প্রচুর।

যখন রাজ্যের বিভিন্ন জায়গায় প্রাকৃতিক বিপর্যয় এবং বিশ্ব উষ্ণায়ন থেকে বাঁচতে গাছ লাগানোর কথা বলা হচ্ছে। সেই জায়গায় নামখানার বিভিন্ন এলাকায় নির্বিচারে ম্যানগ্রোভ ধ্বংস করে চলেছে বেনামি চিংড়ি মাছের ব্যবসা।

এরপর পাঁচের পাতায়

বিধায়কের প্যাড ও সই জাল করে মোটা টাকায় বিক্রি

সুভাষ চন্দ্র দাশ

বাংলাদেশীদের কাছে মোটা টাকায় বিক্রি করা হয়েছে খোদ বিধায়কের নকল সই করা জাল প্যাড। ইতিমধ্যেই বিষয়টি নিয়ে তদন্তে নেমে এক ব্যক্তিকে গ্রেফতার করেছে ক্যানিং থানার পুলিশ। ধৃতের বাড়ি জীবনতলা থানার অন্তর্গত মনসাপুকুর এলাকায়। ধৃতের নাম মোরজান পিয়াদা। অভিযুক্তকে জিজ্ঞাসাবাদ করছে ক্যানিং থানার পুলিশ।

অভিযোগ, অভিযুক্ত ওই

যুবক ক্যানিং পশ্চিম বিধানসভার বাঁশড়া গ্রাম পঞ্চায়েতের বাসিন্দা। ক্যানিং পশ্চিম বিধানসভার বিধায়ক পরেশরাম দাসের প্যাড জাল করে এবং নকল সই করে তাতে রেসিডেন্সিয়াল সার্টিফিকেট দেওয়া হতো। মোটা টাকার বিনিময়ে তা বিক্রি করা হতো বাংলাদেশীদের কাছে।অভিযোগ শুধু ক্যানিং নয় 'মুম্বাইয়ের বেশ কয়েকজন বাংলাদেশীদের কাছে এই প্যাড বিক্রিও করা হয়েছে সাত থেকে দশ হাজার টাকার বিনিময়ে। এক ব্যক্তির থেকে অভিযোগ পেয়ে ক্যানিং থানায় অভিযোগ জানান বিধায়ক নিজেই।

এরপর পাঁচের পাতায়

আটক ৮৮ বাংলাদেশি মৎস্যজীবী

নিজস্ব প্রতিনিধি : ভারতীয় জলসীমা থেকে তিনটি বাংলাদেশি ট্রলারসহ ৮৮ জন মৎসজীবীকে আটক করল ভারতীয় উপকূল রক্ষী বাহিনীর ফ্রেজারগঞ্জ ঘাঁটির জওয়ানরা। অবৈধভাবে ভারতীয় জলসীমায় ঢুকে পড়ায় তিনটি ট্রলার সহ ৮৮ জন মৎসজীবীকে আটক করা হয়েছে। ভারতীয় জলসীমানার ৩৫ নটিক্যাল মাইল ভেতরে তিনটি মৎস্যজীবী ট্রলার আটক করা হয় মঙ্গলবার।

মঙ্গলবার দুপুরে ভারতীয় উপকূল রক্ষী বাহিনীর জাহাজ যখন ভারত-বাংলাদেশ জলসীমায় টহলদারি চালাচ্ছিল তখন কর্তব্যরত জওয়ানরা দেখেন তিনটি বাংলাদেশের ট্রলার ভারতীয় জলসীমার ভেতরে ঢুকে পড়েছে। এরপর ওই তিনটি ট্রলারসহ ট্রলারগুলোতে থাকা ৮৮ জন মৎসজীবীকে আটক করে উপকূল রক্ষী বাহিনী।

এরপর পাঁচের পাতায়

তারকাটা : কলকাতায় ১৪ ফেব্রুয়ারি থেকে শুরু হয়েছে অবাঞ্ছিত কেবল্ কর্তন, এবার হয়তো বদলাবে তারাতলার ছবিটা।

ছবি : অরুণ লোধ

তেজপাতার সুবাসে ভরছে বনগাঁর বাতাস

দেবাশিস রায়

ফুলের বাগান, ফলের বাগান। দক্ষিণ ভারতে মশলাপাতির জন্য বাগানও রয়েছে। কিন্তু, তাই বলে এই রাজ্যে যে মশলাপাতির চাষ হতে পারে না এমন তো নয়। আর সেটারও প্রচেষ্টা শুরু হয়ে গেছে। অর্থাৎ তুলনামূলক কম ঝুঁকির পাশাপাশি স্বল্প খরচে অধিক মুনাফার জন্য কৃষকদের একাংশ এখন বিকল্প তথা মিশ্র চাষের দিকে ঝুঁকতে শুরু করেছেন। এরাজ্যে বিভিন্ন জেলায় অল্পসংখ্যক কিছু জমিতে আখ, সর্ষে, তিসি, মসুরি, ছোলা, মটর প্রভৃতির পাশাপাশি নানাবিধ মরশুমি ফলেরও চাষ হচ্ছে। কয়েকটি জায়গায় শুধুমাত্র তুলসিপাতা ও আমের পল্লবের জন্যই বাগিচা তৈরি করা হয়েছে। দুই বঙ্গের চাষিরা কিছু কিছু জায়গায় হলুদ, আদা চাষের দিকেও ঝুঁকেছেন। এখনতো বেশ উৎসাহের সঙ্গেই তেজপাতার বাগিচা তৈরির কাজও চলছে উত্তর চব্বিশ পরগণা জেলার বনগাঁ মহকুমা এলাকায়। এখানকার কিছু কিছু চাষি বিকল্প তথা মিশ্র চাষের দিকে ঝুঁকতে শুরু করেছেন। তাঁদের মধ্যে অনেকেই জমিতে তেজপাতার গাছ লাগিয়েছেন। বাগিচায় সারিবদ্ধভাবে লাগানো চারা থেকে তৈরি গাছের সেই তেজপাতার সুবাসেই কার্যত ভরে উঠছে বনগাঁর বাতাস।

ভারতীয় তথা বাঙালিদের খাবারদাবারের তালিকায় থাকে হরেক রকমের পদ। সেই সকল পদ রান্নার জন্য প্রয়োজন হয় বিভিন্ন ধরনের মশলাপাতি। যার মধ্যে অন্যতম প্রধান উপকরণ হল তেজপাতা। তেজপাতাকে ইংরেজিতে বলে বেই লিফ (Bay Leaf) এবং এর বিজ্ঞান সম্মত নাম লওরাস নোবিলিস (Laurus Nobilis)। তেজপাতা মশলাপাতি রূপে ব্যাপক প্রসিদ্ধি লাভ করলেও এর ওষধি গুণও কম নেই। যে কারণে বিশ্বজুড়ে তেজপাতার কদর বাড়ছে। তাল মিলিয়ে বিভিন্ন জায়গায় প্রথামাফিক তেজপাতার চাষও চলছে জোর কদমেই। একসময় দেখা যেত এলাকার কেউ কেউ নিজেদের প্রয়োজন মেটাতে শখবশত তেজপাতার লাগাতেন। কিন্তু, এভাবে চাষের কথা ভাবতেন না। বিশেষ করে এরাজ্যের মানুষকে তো কখনও তেজপাতা চাষের কথা ভাবতে হয়নি। এখন সেই ভাবনাতেও বদল এসেছে।

উত্তর চব্বিশ পরগণা জেলার বনগাঁ মহকুমার বিস্তীর্ণ এলাকায় এই তেজপাতার চাষ শুরু হয়েছে। সেখানকার গোপালনগরের শ্রীমন্তপুর, দুর্গাপুর লাগোয়া কৃষিজমিতে দেখা মিলল তেজপাতা বাগিচার। বিস্তীর্ণ জমিতে দাঁড়িয়ে অসংখ্য তেজপাতা গাছ। আর তার ঠিক নীচেই সর্ষে চাষ করা হয়েছে। সর্ষে ফসল প্রায় কাটার মুখে। পাশাপাশি প্রতিটি পরিণত গাছ ভরে রয়েছে সবুজ তেজপাতায়। সময়মতো এই পাতা তোলার তোলার পর সেগুলি বিশেষ পদ্ধতিতে প্রক্রিয়াকরণের মধ্য দিয়ে ব্যবহারের উপযুক্ত করা হয়। তারপর বস্তাবন্দি হয়ে তেজপাতা পাঠিয়ে দেওয়া বিভিন্ন পাইকারি বাজারে। গোপালনগর থানার বহিলাপোতার বাসিন্দা বিশ্বজিৎ সরকার বলেন, আমাদের এই মহকুমার বিভিন্ন এলাকায় তেজপাতা গাছের চাষ হচ্ছে। পাশাপাশি জমিতে, জবাফুল, তুলসিপাতা, আমের পল্লবের জন্যও চাষ করা হচ্ছে। এসবের ব্যাপক চাহিদা থাকায় আর্থিকভাবে লাভবানের জন্য চাষিরা এখন বিকল্প তথা মিশ্র চাষের দিকে ঝুঁকতে শুরু করেছেন।

বাড়ছে বিকল্প চাষ

Alipur Barta: 56 year : Vol No.: 56, Issue No. 17, 19 February - 25 February 2022

সারা বিশ্বে পুঁজির ঠিকানা এখন ভারত

পার্থসারথি গুহ

বিশ্ব বাজারের প্রভাব যে ভারতীয় বাজারের ওপর ভালোরকম এটা তো সবাই মোটামুটি জানেন। শুধু ভারতের বাজার বলে নয়, আমেরিকা এবং ইউরোপের নানা ঘাত-প্রতিঘাতের সরাসরি প্রভাব পড়ে এশিয়ার অন্যান্য শেয়ার বাজারেও। এশিয়াতে এমনিতেই চিনের অর্থনীতি এখন ধুঁকছে। তাই যাবতীয় পুঁজির গন্তব্যস্থল হয়ে দাঁড়িয়েছে ভারত। এদেশের সমৃদ্ধ অর্থনৈতিক বুনিয়াদের ওপর বিদেশিদের যে কতটা ভরসা তা বোঝা গিয়েছে গত সাত-আট মাসে। মূলত ভারতের সমৃদ্ধ জিডিপিএবং সুঠাম অর্থব্যবস্থার ওপর নির্ভর করে এদেশের অর্থনীতি একটা সুদৃঢ় ভিত গড়ে তুলেছে। গত কয়েকমাসেই এই বাজার মজবুত হয়েছে। তাও এমন পরিস্থিতি এখনও তৈরি হয়নি যেখানে বিশ্ব বাজারের চূড়ান্ত সঙ্কটের মুখে ভারতের বাজার পালতোলা নৌকার মতো উঁচু মস্তকে দাঁড়িয়ে থাকে।

বেশ মনে আছে ২০০৮ সালের প্রথমার্ধে ভারতের শেয়ার বাজার যখন হুহু করে বেড়ে যাচ্ছিল তখন অনেক বুল (তেজিয়ান) বিশেষজ্ঞ মন্তব্য করেছিলেন ভারতের বাজার নিজের আঙ্গিকে চলে। বিশ্ব বাজারের কোনও প্রভাব এখানে পড়ে না। অথচ তাদের থোতা মুখ ভোঁতা করে অল্প কিছুদিনের মধ্যেই ভারতের শেয়ার বাজার ব্যাপকভাবে পড়তে শুরু করে। সেই পতন যে কতটা ভয়ঙ্কর ছিল তার দুঃস্বপ্ন এখনও বহন করে আসছেন বহু অভিজ্ঞ ট্রেডার। উল্লেখ্য সেইসময় যারা ফিউচার বা অপশন ট্রেড কিংবা ফাটকা করায় রত ছিলেন তাদের সাড়ে সর্বনাশ সংগঠিত হয়েছিল সেই মারাত্মক পতনের সময়। ২০০৮ সালের সূচনায় যে ভারতীয় নিফটি ছিল ৬ হাজারের পরে তাই চলে এসেছিল ২ হাজারের কাছে। তৎকালীন সেনসেক্স ২৩ হাজারের কাছ থেকে তলিয়ে গিয়েছিল ৮ হাজারের কাছেপিঠে। বোঝাই যাচ্ছে কতটা সাংঘাতিক আকার ধারণ করেছিল বাজারের সেই পতন। পরবর্তীকালে কালের অমোঘ নিয়মে ভারতের শেয়ার বাজার যথারীতি ঘুরে দাঁড়িয়েছে। শুধু প্রত্যাবর্তনই নয়, ভারতের শেয়ার বাজার কিছুদিন আগেই চলে গিয়েছিল ১৮ হাজারেরও ওপরে। সেনসেক্স প্রায় ৬২ হাজারের কাছে। বিশেষ করে ২০১৪ সালে নরেন্দ্র মোদি কেন্দ্রে নিরঙ্কুশভাবে ক্ষমতাসীন হওয়ার পর বাজারের তেড়েফুঁড়ে বাড়া আরও ত্বরান্বিত হয়েছে। করোনার সময়ে অল্প কিছুদিনের জন্য ১০ হাজারের

ঘর ভেঙেছিল নিফটি।সেসময় অনেক তাবড় বিশেষজ্ঞের কথায় দেখা গিয়েছিল ভারতের নিফটি আসতে চলেছে ৮হাজার-এর কাছে। ফলে আশঙ্কার দাবানল ঘনীভূত হচ্ছিল চরম আকারে। এই জায়গা থেকেই ঘুরে দাঁড়ায় ভারতের বাজার।মার্কিন দুনিয়ায় কি হচ্ছে না হচ্ছে তার প্রভাব অনেকসময় খুব গুরুতরভাবে প্রকট হয় ভারত এবং অন্যান্য দেশের শেয়ার বাজারে। আমেরিকা ছাড়াও ইউরোপ এবং এশিয়ার পুঁজিপতি দেশের নড়াচড়ার ওপরেও ভারতীয় আর্থিক বাজার কিছুসময় নির্ভরশীল হয়ে পড়ে। আসলে এর নাম বিশ্বায়ন। এতে অস্বাভাবিকতা কিছু নেই। এখন অর্থনীতির মোড়কে দুনিয়ার তামাম দেশ নিজেদের মধ্যে এক অদ্ভুত যোগসূত্র গড়ে তুলেছে। সেই নব্বইয়ের দশক থেকেই এই ধারা চলে আসছে। যার মধ্যে আষ্টেপৃষ্টে জড়িয়ে গিয়েছে ভারতের নামও। শেয়ার বাজার সবসময় সন্ধান করে কিছু উপাদানের, যা কখনও নেতিবাচক আবার কখনও বা ইতিবাচক ভূমিকা নিয়ে থাকে। কারণ খবর বা উপাদানের নিয়মিত যোগান ছাড়া বাজার এগোতে পারেনা কখনওই। এই উপাদান একাধারে মার্কিন মুলুক থেকে ইউরোপ-হয়ে নানাভাবে ভারতের মতো তৃতীয় বিশ্বের উন্নতশীল মঞ্চে বড় প্রভাব ফেলে থাকে। তবে সবসময় এইসব বিদেশের খবরাখবরের দিকে ভারতীয় অর্থনীতি বা অর্থবাজার তাকিয়ে থাকেনা। সেখানে অনেকসময় জায়গা করে নেয় ভারতের কোনও গুরুত্বপূর্ণ সমাচার। এইরকম উদাহরণ আছে ভুরিভুরি। ভারতের নিফটি এবং সেনসেক্সের ওপর এর প্রভাব মারাত্মক আকারে ঘনীভূত হয়েছে বারংবার। বিদেশের খারাপ খবর ভারতের বাজারের ওপর অনেকসময় প্রভাব ফেলেছে। তাও ভারতের পরিস্থিতি তুলনামূলকভাবে ভালো থাকায় বিদেশিরা এদেশের বাজারে কেনা শুরু করেছেন। নানা ঝড়ঝাপটা সামলে ভারতীয় শেয়ার বাজার এখন আর পিছনে ফিরে তাকাতে চাইছে না। তার সামনের লক্ষ্য এখন নয়া নয়া গিরিশৃঙ্গ। আপাতভাবে সেই পরবর্তী জংশনের নাম সেনসেক্সের ক্ষেত্রে ৭০-৯০ হাজার। আর নিফটির ক্ষেত্রে ২৪ হাজার থেকে ৩০ হাজার। আমেরিকা-ইউরোপেও বাজার চাঙ্গা থাকা, সর্বোপরি চিন ও এশিয়ার থিতু হওয়ার ইঙ্গিত সবের মিলিত ফল ভারতের বাজারের বৃদ্ধি। একে ঘুরে দাঁড়ানো বলা যেতে পারে। বিশেষ করে ১০ হাজার-এর কাছেই ভারতীয় নিফটি বটমআউট করেছে বলে মনে করছে একদল বিশেষজ্ঞ। এর সঙ্গে বিশ্বের সার্বিক পরিস্থিতি ভালো থাকলে এই উন্নয়নের ধারা চালু থাকবে। যদি মাঝখানে অবশ্য কোনও বড়সড়ো খারাপ ঘটনা অর্থ বাজারের পক্ষে নেতিবাচক বার্তা নিয়ে আসে তবেই বাজার ফের নিচের দিকে ধাবিত হতে পারে। সেই সম্ভাবনা আপাতত সব দিক থেকে অনেক কম। বিশেষ করে ভারতের অর্থনীতি যে প্রবাহে এগোচ্ছে তাতে এর থমকে যাওয়ার সম্ভাবনা আপাত দৃষ্টিতে কম।

সাপ্তাহিক রাশিফল

প্রিয়া জ্যোতিঃশাস্ত্রী

১৯ ফেব্রুয়ারি – ২৫ ফেব্রুয়ারি ২০২২

মেষ রাশি ঃ চাকরীতে সাফল্য এলেও সঞ্চিত অর্থ ব্যয় হওয়ার সম্ভাবনা। ব্যবসায় অগ্রগতির ক্ষেত্রে বাধা আসবে। বিবাহে বাধা, উচ্চবিদ্যা ও গবেষণায় সাফল্য, চিকিৎসা ক্ষেত্রে শুভ। স্বাস্থ্য সচেতনতা আবশ্যক।
প্রতিকার ঃ- শুক্রবার মা লক্ষী ও কুবেরের পুজো করুন।

বৃষ রাশি ঃ নিজের সিদ্ধান্তে দ্বিধাগ্রস্তভাব। ব্যয় বৃদ্ধি। উচ্চশিক্ষার ক্ষেত্রে সাফল্য। চাকরী ও ব্যবসায় বাধার সম্মুখীন হলেও তা কাটিয়ে উঠতে পারবে। কর্মে সাফল্য, বিবাহিত জীবনে তৃতীয় ব্যক্তির আনাগোনা থেকে সাবধান।
প্রতিকার ঃ প্রতিদিন সূর্য দেবের মন্ত্র পড়ুন।

মিথুন রাশি ঃ চাকরী, ব্যবসা ও কর্মে সাফল্য। সঞ্চয়ের ক্ষেত্রে সুবর্ণ সুযোগ। পুরনো কোনো রোগের বৃদ্ধি পেতে পারে। বাতের ব্যথা, পেটের রোগ হওয়ার সম্ভাবনা। কিন্তু রোগ থেকে অব্যাহতি হতে পারে।
প্রতিকার ঃ প্রতিদিন ১১ বার 'ওঁ ভৈরবায় নমঃ' জপ করুন।

কর্কট রাশি ঃ অকারণে মানসিক উদ্বেগ বাড়বে। চাকরী ও ব্যবসার ক্ষেত্রে শুভ। হঠাৎ অন্য কোনো ক্ষেত্র থেকে অর্থ প্রাপ্তির সম্ভাবনা। ব্যবসায় বিনিয়োগের ক্ষেত্রে ভুল সিদ্ধান্তের সম্ভাবনা।
প্রতিকার ঃ প্রতিদিন ১৭ বার 'ওঁ শং শ্রেনশ্রয় নমঃ' জপ করুন।

সিংহ রাশি ঃ চাকরীতে উন্নতি ও বেকারদের চাকরী পাওয়ার সম্ভাবনা। ব্যবসায় প্রসারতা। কিন্তু চাকরীতে উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের বিরাগভাজন হওয়ার সম্ভাবনা। সন্তানের কর্মে সাফল্য। স্বাস্থ্যের প্রতি যত্নবান হোন। আয়ভাব শুভ।
প্রতিকার ঃ প্রতিদিন শিবের পূজো করুন।

কন্যা রাশিঃ এই সপ্তাহটি চাকরী পাওয়ার প্রবল সম্ভাবনা। ব্যবসার ক্ষেত্রেও প্রবল উন্নতির যোগ রয়েছে। আর্থিক বিনিয়োগের ক্ষতির সম্ভাবনা খুব কম। আর্থিক দিক থেকে অনেকটা শুভ ফল পাওয়ার সম্ভাবনা। কর্মে সাফল্য। স্বাস্থ্যে পীড়া তুলনামূলক হ্রাস পাবে। তবে উচ্চশিক্ষায় পরীক্ষায় সাফল্যে বাধা।
প্রতিকার ঃ নৃসিংহের পুজো করুন।

তুলা রাশি ঃ কর্মক্ষেত্রে অধিক চাপের ফলে জেদের বশে অন্যের সাথে রূঢ় আচরণ থেকে বিরত থাকুন। এই সপ্তাহে আয় ভাব খুব শুভ নয়। সঞ্চয়ে বাধা, সন্তানের কৃতিত্বে খুশির জোয়ার। কর্মে সাফল্যে বিলম্ব।
প্রতিকার ঃ মঙ্গলবার রাহু বা কেতুর মন্ত্র পড়ুন।

বৃশ্চিক রাশি ঃ মানসিক চাপ বৃদ্ধি পাবে। আপনি নিজের মতো কাজ করার জন্য নিজে যা ভাবেন তাই করেন। চাকরীতে সতর্কতার প্রয়োজন। ব্যবসায় উন্নতি ও প্রসারতার ক্ষেত্রে বাধা। কর্মচারীর সঙ্গে বাকবিতন্ডা হওয়ার সম্ভাবনা। রক্তচাপ সংক্রান্ত রোগের আশঙ্কা।
প্রতিকার ঃ সাদা ফুল, দুধ, দই দিয়ে পুজো করুন।

ধনুরাশি ঃ চাকরীতে সাফল্যের ক্ষেত্রে বাধা আসবে। ব্যবসার ক্ষেত্রে তুলনামূলক শুভ। বিলাসিতা বৃদ্ধি পাবে। দাম্পত্য শুভ। কর্মক্ষেত্রে বাধা। চিকিৎসকদের শুভ। বিদ্যায় আগ্রহ বৃদ্ধি।
প্রতিকার ঃ নীচ জাতির মানুষদেরও সম্মান করুন।

মকর রাশিঃ চাকরীতে উন্নতি। ব্যবসায় সাফল্য। কর্মে সাফল্যে বিড়ম্বনা। সন্তানকে নিয়ে দুঃশ্চিন্তা বৃদ্ধি পাবে। পিতার সঙ্গে বিরোধ।
প্রতিকার ঃ স্নানের জলে লাল চন্দন মিশিয়ে স্নান করুন।

কুম্ভ রাশি ঃ দাম্পত্য কলহ হলেও তা বিশেষ মাত্রা নেবে না। সন্তানের কর্ম নিয়ে চিন্তার কারণ। ব্যবসায় বিনিয়োগ থাকা সতর্কতা অবলম্বন করুন। চাকরীতেও উন্নতিতে বাধা। মানসিক অস্থিরতা বৃদ্ধি পাবে। বিদ্যায় বাধা। কর্মে সাফল্যে বাধা। শরীর নিয়ে চিন্তা।
প্রতিকার ঃ একটি কালচে নীল কাপড়ে ৭টি মরিচ, ৭টি ছোলা, ১টি কাঁচা কয়লার টুকরো বেঁধে মাটিতে পুঁতে দিন।

মীন রাশি ঃ কর্মস্থলে বিপত্তি। সকলের সাথে সুসম্পর্ক রাখার চেষ্টা করুন। ব্যবসায় সাফল্য। চাকরীতে শুভ। সঞ্চিত অর্থ ব্যয়ের সম্ভাবনা। স্বাস্থ্যের প্রতি সতর্কতার প্রয়োজন। অপরকে সাহায্যে আগ্রহী হবেন।
প্রতিকার ঃ সাদা বা ক্রিম রঙের পর্দা টাঙ্গান।

শব্দবার্তা ১৮৭

শুভজ্যোতি রায়

পাশাপাশি

১। শব্দ-সম্বন্ধীয় ৪। ভাগ, বণ্টন ৫। বন্ধকি দলিল ৬। এম.পি ৭। 'নবরত্ন'-এর অন্যতম ৯। উৎপত্তি ১১। '— মন আনমনা হয়' ১২। মধ্য এশিয়ার জাতিবিশেষ।

উপর-নীচ

১। চেলা ২। উক্তি, বিবৃতি ৩। আধ্যাত্মিক ৪। বিশদ বিবরণ ৬। সকলের সঙ্গে সম্বন্ধযুক্ত ৭। অল্পকালস্থায়ী ৮। অন্য বর্ণের সঙ্গে ণ-এর যোগ ১০। গ্রাহক।

সমাধান : ১৮৬

পাশাপাশি : ১। বাণপ্রস্থ ৪। কিল ৫। সংকোচন ৭। ডবল ৯। শ্রীমতী ১০। আস্তিকতম ১১। আর ১২। মাথামোটা।
উপর-নীচ : ১। বাল ২। প্রশংসা ৩। নির্ধান ৪। কিংবদন্তি ৬। চশমখোর ৮। হিতকথা ১০। অঘোর ১১। আটা।

আলিপুর বার্তার সার্কুলেশনের জন্য যোগাযোগ করুন
এই নম্বরে ৯৮৭৪০১৭৭১৬

পাঠকের কলমে

বইমুখর হোক বইমেলা

বইমেলা বাঙালি জাতির কাছে এক অন্যরকম আবেগ ও ভালবাসার জায়গা। আমরা বাঙালিরা কর্ম ব্যস্ত জীবনের অবসরে বা দিনের একটা নির্দিষ্ট সময়ে বই পড়ার অভ্যাস রয়েছে। শীতের মৌসুম পড়তেই বাংলা জুড়ে শুরু হয় বইমেলা আর বই প্রেমী মানুষরা ভিন্নরকম বইয়ের স্বাদ গ্রহণ করতে ছুটে চলে শহর থেকে গ্রামের বিভিন্ন প্রান্তে।

তবে এই চিত্রের রূপ বর্তমানে পরিবর্তন হয়েছে। প্রতিবছরই অনুষ্ঠিত হচ্ছে বইমেলা সেখানে প্রশাসকরা নিজেদের স্টল দিচ্ছেন বইও বিক্রি হচ্ছে। কিন্তু যে আশা নিয়ে বই প্রকাশকরা বইমেলায় বই বিক্রি করতে আসেন তাতে তাদের বাণিজ্যিক লাভ পূরণ হচ্ছে না। বইমেলার যে মূল উদ্দেশ্য বই কেনা তাকে গ্রাস করছে বিভিন্ন রকম বিনোদনমূলক অনুষ্ঠান, খাবারের স্টলে যেভাবে মানুষের ভিড় থাকে সেই তুলনায় বইয়ের স্টল শূন্য। একদল তরুণ-তরুণী, যুবক-যুবতীরা বইমেলায় আসেন আড্ডা দেওয়ার সাথে সেলফি পয়েন্টে ছবি তুলতে। আর স্মার্টফোন যে কীভাবে আমাদের বইমুখরতা থেকে দূরে সরিয়ে দিচ্ছে ক্রমশ তা আমরা অনেকেই বুঝতে পারলেও অনেকেই তা বুঝতে চাই না। আর যদি এভাবেই চলতে থাকে আমরা খুব শীঘ্রই হারিয়ে ফেলবো আমাদের ঐতিহ্যকে আর তার সাথে হেঁটে যাবো অন্ধকারের দিকে। তাই প্রতিটি বইমেলা কমিটির কর্তৃপক্ষের কাছে আমার বিনীত অনুরোধ আপনারা যেভাবে আমাদের বইমেলার আনন্দ এনে দেন, ঠিক সেইভাবে একটু ভেবে দেখুন কিভাবে মানুষকে বই মুখর করে তুলে অন্ধকার থেকে আলোতে ফেরানো যায়।

রাজ্যের খাদ্যমন্ত্রীর কাছে আমার আবেদন

রেশন : ৪০বি/১এ, সাউথ সিঁথি রোড, কলকাতা ৫০ (প্রোঃ প্রবীর দত্ত। F.P.S 2673 সাব এরিয়া কাশীপুর) গত দুই বছর আগে সংবাদপত্রে বিজ্ঞপ্তি দেওয়া হয়েছিল কলকাতার প্রতিটি মানুষ ডিজিট্যাল রেশন কার্ড পাবেন ও বিনামূল্যে মাসে চার কিলো চাল ও গম পাবেন মাথা পিছু। আমরা ছয়জন সদস্য। মাত্র দুজন সদস্য ডিজিট্যাল রেশন কার্ড। তারা মাসে চাল ও গম নিয়মিত পাচ্ছেন। বাকি চারজন ডিজিটাল রেশন কার্ড পাওয়া থেকে বঞ্চিত হয়েছি। জানি না ভবিষ্যতে আমরা আদৌ পাব কিনা! রাজ্যের মাননীয়া মুখ্যমন্ত্রী ও খাদ্যমন্ত্রীর কাছে অনুরোধ খুব শীঘ্রই যাতে ওই রেশন কার্ডে পাওয়া যায় তার সুব্যবস্থা করে দেবেন এই আশাক করি। সাথে চার বছর হল কেরোসিন তেল পাচ্ছি না। (খাদ্যসাথী)

বিনীত পূর্ণিমা চন্দ্র, কুমারী অনিমা চন্দ্র, জয়ন্ত চন্দ্র, পূর্ণিমা চন্দ্র ও ঐন্দ্রিলা চন্দ্র পাইনি কাড

আপনারাও চিঠি পাঠান আমাদের দফতরে। পাঠাতে পারেন ইমেলে, ফেসবুক ম্যাসেঞ্জারে বা হোয়াটসঅ্যাপ নম্বরে।

সমস্ত বক্তব্য পাঠকের নিজের, এতে সম্পাদক বা কর্তৃপক্ষ দায়ী নয়।

জওয়ানদের শ্রদ্ধা জানাতে কালো পোশাক পরে রাজপথে

নিজস্ব প্রতিনিধি : শতরূপা বায়েন, পূজা নস্কর, স্বপ্না মন্ডল, শর্মিষ্ঠা দাস, সাহানাজ মোল্লা, পিয়া সা, দেবিকা সরদার, টিনা সরদার, রোবেকা সুলতানা, পৌলমী বেরা, সাহিনা সরদার। ওরা সকলে বিভিন্ন কলেজে প্রথম বর্ষের ছাত্রী। ২০১৯ সালে পুলওয়ামা ঘটনায় ৪৪ জন শহিদ সেনার আত্মবলিদান ওদের মনে গভীর ভাবে রেখাপাত করে। সেই থেকেই ওরা সকলে মিলে প্রতিটি ১৪ ফেব্রুয়ারি সিআরপিএফ জওয়ানদের প্রতি শ্রদ্ধা জ্ঞাপন করে আসছে। পাশাপাশি দুঃস্থ অসহায় মানুষের পাশে দাঁড়িয়ে সাহায্যের হাত বাড়িয়ে দিয়ে পালন করে থাকে ১৪ ফেব্রুয়ারি সেনা শহিদ দিবস। অন্যান্য বছরের ন্যায় এবছর ও তার অন্যথা হয়নি। রীতিমতো সোমবার সকাল

থেকে সকলেই একত্রিত হয়েছিল কালো পোশাক এবং কালো ব্যাচ পরে। সেখানে একটি ক্ষুদ্র অনুষ্ঠানের মধ্যে সন্ত্রাসবাদী হামলায় নিহত ৪৪ জন শহিদের প্রতিকৃতিতে মাল্যদান ও পুষ্পস্তবক প্রদান করে মোমবাতি জ্বালিয়ে শ্রদ্ধা জ্ঞাপন করে। পাশাপাশি ১ মিনিট নীরবতাও পালন করে। এরপরই সকলেই বেরিয়ে পড়ে ক্যানিং ও তালদির বিভিন্ন এলাকা। সেখানে দুঃস্থ অসহায় মানুষদের প্রতি পুলওয়ামা হত্যাকান্ডের সেনা জওয়ানদের আত্মবলিদানের কথা তুলে ধরেন। এবং তাঁদের হাতে মাস্ক, স্যানিটাইজার তুলে দিয়ে সিআরপিএফ সেনা জওয়ানদের আত্মার শান্তি কামনা করেন। ছোট ছোট কলেজ পড়ুয়াদের এমন দেশভক্তি সাধারণ মানুষের মনে রেখাপাত করে।

কুমির ছাড়া হল সুন্দরবনের নদীতে

নিজস্ব প্রতিনিধি : জীববৈচিত্র্য রক্ষা করতে কুমির ছাড়া হল সুন্দরবনের নদীতে। রবিবার সুন্দরবন বন বিভাগের উদ্যোগে কুমিরগুলিকে নদীতে ছাড়া হয়। ৩৫ টি কুমির ছাড়া হয়েছে এদিন। যার মধ্যে ৩টি পুরুষ কুমির ও ৩২ টি মহিলা কুমির রয়েছে। বনদপ্তর সূত্রে খবর, এই কুমিরগুলি ভগবাতপুর কুমির প্রকল্পে বেশ কয়েক বছর ধরে বড় হচ্ছিল। অবশেষে সেগুলিকে নিয়ে ছাড়া হয় সুন্দরবনের গভীর জঙ্গলের নদীতে। মূলত কলমি নদী, ভাইজোড়া খাল, এবং লুথিয়ান নদীতে বনবিভাগের আধিকারিকরা এইগুলি ছেড়ে দেন। এর আগেও একাধিকবার সুন্দরবনের নদীতে কুমির ছাড়া হয়েছে। মাস কয়েক

আগেই সুন্দরবনের নদীতে ২৩টি কুমির ছাড়া হয়। এ বিষয়ে ২৪ পরগনা ডিভিশনের বনবিভাগের অধিকারিক মিলনকান্তি মন্ডল বলেন, গত বছর সব মিলিয়ে ৫৫টি কুমির ছাড়া হয়েছিল সুন্দরবনের নদীতে। এবছর ৩৫ টা ছাড়া হলো। কুমির গুলি প্রায় চার ফুট করে লম্বা। মূলত সুন্দরবনের নোনা জলে কুমিরের প্রজনন বাড়াতেই এই সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে বনদপ্তর এর তরফ থেকে।

পঞ্চানন বর্মা স্মৃতির সরণি পেরিয়ে

শুভময় রায়

১৪ ফেব্রুয়ারি, ২০২২ এ রাজ্যে পঞ্চানন বর্মার স্মৃতি তর্পণের দিন হিসেবে ছুটি ঘোষণা করা হল। কিন্তু রাঢ় বাংলা কিম্বা রাজধানী কলকাতা সহ সংশ্লিষ্ট জেলাগুলিতে এই পঞ্চানন বর্মা সম্পর্কে তেমন সুস্পষ্ট ধারণা নেই। পঞ্চানন বর্মা ১৮৬৬ সালে কোচবিহার রাজ্য (জেলা নয়) খালিসামারী গ্রামে সম্পন্ন পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন। মূল পদবী সরকার। তাঁর বাবা খোসাল সরকার মাথাভাঙা মহকুমাতে কাছারির মোক্তার ছিলেন। মা, চম্পলা সরকার, সাধারণ গৃহবধূ হলেও পুত্রকে শ্রদ্ধার শিক্ষায় দীক্ষিত করেছিলেন। ১৮৯৩ সালে সংস্কৃত ভাষার সাম্মানিক ডিগ্রি অর্জন করেন। পরে তিনি ১৮৯৬ সালে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে মানসিক ও নৈতিক দর্শন বিষয়ে এমএ পাশ করেন। পরবর্তীতে ১৯০০ সালে কলকাতার সুরেন্দ্রনাথ কলেজ থেকে এলএলবি ডিগ্রি অর্জন করেন। রাজবংশী সম্প্রদায়ের মধ্যে তিনিই তখন ছিলেন সর্বোচ্চ শিক্ষিত। কর্ম জীবনের প্রথমে তিনি রংপুর আদালতে আইন অনুশীলন করেন। সেখানেই তিনি তার বিপ্লবী সত্ত্বাকে প্রথম খুঁজে পান। তিনি পূর্বে ব্যবহৃত টোগা (উকিলের গাউন) ব্যবহারে উচ্চবর্ণের আইনজীবীদের অস্বীকৃতি দেখে হতবাক হয়েছিলেন। তখন থেকেই শুরু হল তার আন্দোলন। বাংলার বর্ণবাদী হিন্দুত্ববাদের দৌরাত্ম্যে ও নির্যাতনের শিকার রাজবংশী সম্প্রদায়ের মধ্যে ক্ষত্রিয় আন্দোলনের নেতৃত্ব দিতে শুরু করেন। তিনি উত্তরবঙ্গের ক্ষত্রিয়দের অবহেলিত আর্য জাতির পৌন্ড ক্ষত্রিয় হিসেবে রাজবংশীদের স্বীকৃতি আদায় করে ছেড়েছিলেন। উচ্চবর্ণের ব্রাহ্মণ্যবাদের বিরুদ্ধে তাঁর এই আন্দোলনে ব্রিটিশদের সহযোগিতা তিনি গ্রহণ করেছিলেন। তিনি মনে করতেন রাজবংশীদের অবশ্যই সংগঠিত ও শিক্ষিত হওয়া উচিত।

'ক্ষত্রিয়সভা' শীর্ষক একটি সভামঞ্চে তিনি রাজবংশীদের সংগঠিত করেন। এই সমিতি প্রমাণ করে দেয় যে রাজবংশীরা রাজকীয় বংশের ক্ষত্রিয় ছিলেন এবং ব্রিটিশ শাসিত ভারতে কোচবিহার রাজ্যের রাজা বিশ্বসিংহের সাথে তাদের ঐতিহাসিক যোগাযোগ রয়েছে। এই যোগসূত্র প্রমাণ করতে গিয়ে তিনি নানা সংস্কৃত সাহিত্য ও ব্রাহ্মণ পণ্ডিতদের লেখার ওপর গবেষণা করেন। এই দাবির সমর্থনে যে আন্দোলন গড়ে ওঠে তা ক্ষত্রিয়করণ প্রক্রিয়া বলে পরিচিত হল। ১৩১৯ সালের ২৭ মাঘ পঞ্চগড়ের দেবীগঞ্জের লক্ষাধিক রাজবংশীর গণ উপনয়ন করা হয়। এর প্রতিক্রিয়ায় উত্তরবঙ্গের গ্রামগুলিতে হাজার হাজার রাজবংশী মানুষ তাদের 'ক্ষত্রিয় রাজবংশী' হিসেবে প্রমাণ করেন ও ব্রাহ্মণবাদের সমতুল্য সম্মান ও শ্রদ্ধা অর্জনে সক্ষম হন। পঞ্চানন বর্মা ১৯১০ সালে সর্বপ্রথম সাধারণ নির্বাচনে বিজয়ী হয়ে বঙ্গীয় প্রাদেশিক আইনসভার সদস্য নির্বাচিত হন এবং ধারাবাহিক ভাবে ১৯২৩ ও ১৯২৬ সালেও তিনি নির্বাচনে জয় লাভ করেন। সমাজ সংস্কারক হিসাবে নিম্নবর্গীয় মানুষদের যথার্থ শিক্ষিত করে তোলায় তাঁর ভূমিকা ছিল। তিনি রংপুর সাহিত্য পরিষদের প্রতিষ্ঠাতা সম্পাদক ছিলেন আমৃত্যু। রাজবংশী সম্প্রদায়ের অধিকার আদায় এবং তাদের অবস্থার উন্নতি কল্পে তাঁর নিঃস্বার্থ অবদানের জন্য তাঁকে স্বীকৃতি দেয় তৎকালীন ব্রিটিশ সরকার। তিনি 'রায় সাহেব' এবং মেম্বার অফ ব্রিটিশ এম্পায়ার উপাধিতে ভূষিত হন। অনেকেই তাকে রাজবংশীদের 'জাতির জনক'- এই অভিধায় ভূষিত করেন। কোচবিহারে অবস্থিত পঞ্চানন বর্মা বিশ্ববিদ্যালয়ের নামটি তাঁর প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদনের জন্যই ওই নামে নামাঙ্কিত হয় 'ঠাকুর পঞ্চানন', 'পঞ্চানন বর্মা', 'পঞ্চানন সরকার'- আসলে নানা বিশেষণের বন্ধনীতে তাঁকে স্মরণ করেন রাজবংশী সম্প্রদায়ের মানুষেরা। তাঁর মৃত্যু হয় ১৯৩৩ সালের ৯ সেপ্টেম্বর কলকাতা শহরে। মুখ্যমন্ত্রীর সাম্প্রতিক উত্তরবঙ্গ সফর এই কারণেই রাজনৈতিক তাৎপর্যপূর্ণ।

অভিনব উপায়ে বাইক চুরির সমাধান করলো পুলিশ

নিজস্ব প্রতিনিধি : লাগাতার বারুইপুর পুলিশ জেলার বিভিন্ন থানার সাফল্য লেগে আছে। এবার বারুইপুর পুলিশ জেলার নরেন্দ্রপুর থানার পুলিশ দীর্ঘদিন ধরে এলাকায় বাইক চুরির সমাধান করলো। ধরা পড়লো বাইক চুরি চক্রের দুই পান্ডা। পুলিশ সূত্রে জানা গেল, অভিনব কৌশলে চোখের নিমেষে ভ্যানিশ হয়ে যেত পথচলতি মানুষের মোটর বাইক। একটি স্ক্রু ব্যবহার করেই খুলে ফেলা হতো বাইকের লক। তারপর চোখের নিমেষে বাইক হাওয়া। এতদিন এভাবেই রমরমিয়ে বাইক পাচার চলছিল নরেন্দ্রপুরে। কিন্তু সোমবার নরেন্দ্রপুরে পুলিশের জালে ধরা পড়ল বাইক চুরি চক্রের দুই পান্ডা। সোমবার রাতে নরেন্দ্রপুর থানার বোড়ালের কালী বাজার এলাকা থেকে বাইকচুরি চক্রে জড়িত দুই ব্যক্তিকে গ্রেফতার করে পুলিশ। ধৃত যুবকদের কাছ থেকে উদ্ধার করা হয় চারটি বাইক। ধৃতরা হল, আদিল পারভেজ শেখ ও সাফিকুল হালদার। ধৃতদের মঙ্গলবার বারুইপুর মহকুমা আদালতে তোলা হলে পুলিশ হেফাজতের নির্দেশ দেন বিচারক। এদের সঙ্গে অন্য বাইক চুরি চক্রের যোগ আছে কিনা তা খতিয়ে দেখা হচ্ছে বলে নরেন্দ্রপুর থানার পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে। ধৃতদের জেরা করে জানা গেছে, একটি স্ক্রু ব্যবহার করেই খুলে ফেলা হত বাইকের

লক। তারপর মোটর সাইকেল চুরি করে সস্তায় অন্যত্র বিক্রি করে দিত তাঁরা। জানা গিয়েছে, করোনা লকডাউন পর্বে ডেলিভারির কাজের জন্য হঠাৎই বেড়ে যায় বাইকের চাহিদা। আর সেই সুযোগকে কাজে লাগিয়ে গত দু'আড়াই বছর ধরে ওই এলাকায় চোরাই বাইকের রমরমা ব্যবসা চালিয়ে গিয়েছে বলে অনুমান পুলিশের।পুলিশ সূত্রে এও জানা গেল, এলাকায় দীর্ঘদিন ধরেই সক্রিয় ছিল এক চক্রটি। একটি মাত্র স্ক্রু ব্যবহার করেই বাইকের লক খুলতে পারত তারা। তারপর সেই বাইক নিয়ে নিজেদের ডেরাতে চম্পট দিতো অভিযুক্তরা। সন্দেহ এড়াতে প্রথমেই নাম্বার প্লেট খুলে দিত ও নকল নাম্বার প্লেট ব্যবহার করত। তারপর সুযোগসুবিধে মতো ক্রেতা খুঁজে বিক্রি করে দেওয়া হত চোরাই বাইকগুলি । ধৃতদের কাছ থেকে পুলিশ এও জানার চেষ্টা করছে এত দিনে কত বাইক তারা এভাবেই চুরি করেছে আর কতজন তাদের এই কাজে যুক্ত আছে।

৪ কেজি গাঁজা সহ ধৃত

নিজস্ব প্রতিনিধি : বারুইপুর পুলিশ জেলার লাগাতার বেআইনি কার্যকলাপ বন্ধে অভিযান চলছে। এবার এই অভিযানে সাফল্য উঠে এলো জয়নগর লাগোয়া বকুলতলা থানা এলাকায়। গোপন সূত্রে খবর পেয়ে মঙ্গলবার রাতে বকুলতলা থানার ৬ নং মনিরতট বাজার এলাকা থেকে ৪ কেজি গাঁজা সহ দুজনকে গ্রেফতার করে পুলিশ। ধৃতদের নাম সফি আলম মোল্লা ও সাহেবুর রহমান সরদার অরফে ছট্টু। ধৃত দুজনেরই বাড়ি মগরাহাট থানা এলাকায়। ধৃতদের বুধবার আলিপুর

আদালতে পাঠানো হয়। ধৃতদের নিজেদের হেফাজতে নিয়ে তদন্ত চালাতে চায় পুলিশ। তাঁরা এই গাঁজা কোথায় থেকে এনেছিলো আর এই কাজে কতজন আছে কিভাবে তাঁরা এই কাজ চালাতো সব কিছু জানার চেষ্টা করছে বকুলতলা থানার পুলিশ।

থানার দ্বারস্থ বৃদ্ধা

নিজস্ব প্রতিনিধি : দুই ছেলে আর বৌমার হাতে বেধড়ক মার খেয়ে প্রতিকার চেয়ে থানার দ্বারস্থ হলেন এক বছর পঁয়ষট্টির বৃদ্ধা।

ঘটনাটি ঘটেছে ক্যানিং থানার আদ্ধারিয়া গ্রামে। বৃদ্ধা ইতিমধ্যে ক্যানিং থানায় দুই ছেলে ও ছোট ছেলের স্ত্রী'র নামে অভিযোগ দায়ের করেছেন। অভিযোগ পেয়ে ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে পুলিশ। স্থানীয় সূত্রে জানা গিয়েছে ক্যানিং থানার তালদির চাঁদখালি এলাকার আদ্ধারিয়া গ্রাম। সেখানেই বসবাস করেন পঁয়ষট্টি বছর বয়স্কা বৃদ্ধা মালতি সরদার। তাঁর স্বামী পেশায় মাছ ব্যবসায়ী দুখিরাম সরদার গত প্রায় তিন বছর আগে মারা যায়। স্বামী মারা যাওয়ার পর থেকে বৃদ্ধার তিন ছেলের পরিবার পৃথক হয়ে যায়। কোনও ছেলে দেখভাল না করায় বৃদ্ধা একাই হাঁস-মুরগি চাষ করে দিন গুজরান করেন। অভিযোগ স্বামী মারা যাওয়ার পর থেকেই মেজো ছেলে ও ছোট ছেলে ও ছোট ছেলের স্ত্রী প্রতিনিয়ত নানান অছিলায় তাঁকে মারধর করে। ধারাবাহিক ভাবে এমন চলছিল। ছেলেদের মুখের দিকে তাকিয়ে কাউকে কিছু বলতেন না ওই বৃদ্ধা।

সোমবার সকালে আবারও বৃদ্ধা মাকে মারধর করে মেজো ছেলে সুখদেব,ছোট ছেলে জয়দেব ও তার স্ত্রী মাম্পী সরদার'রা। সহ্যের মাত্রা অতিক্রম হয়ে ধৈর্যের বাঁধ ভাঙে। বৃদ্ধা মালতি দেবী কাঁদতে কাঁদতে সোজা ক্যানিং থানায় হাজির হয়। সেখানে কর্তব্যরত পুলিশের কাছে সমস্ত ঘটনার কথা খুলে বলেন। পরে থানায় অভিযোগ দায়ের করেন দুই ছেলে ও বৌ'মার নামে। বৃদ্ধার অভিযোগ পেয়েই ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে ক্যানিং থানার পুলিশ। যদিও অভিযুক্তদের আটক কিংবা গ্রেফতার করতে পারেনি পুলিশ।বৃদ্ধা মালতি দেবী জানিয়েছেন, যাদের দশ মাস দশ দিন গর্ভে ধারণ করে বড় করেছি তারাই আজ অত্যাচার করছে। সহ্য করতে না পেরে পুলিশের দ্বারস্থ হই। ওদের উপযুক্ত শাস্তি চাই।' অন্যদিকে অভিযুক্ত দুই ছেলে ও বৌমা বাড়িতে না থাকায় তাদের কোনও প্রতিক্রিয়া পাওয়া যায়নি।

আগুনে ভস্মীভূত বাড়িঘর

নিজস্ব প্রতিনিধি : ভয়াবহ অগ্নিকান্ডে একটি পরিবারের বাড়িঘর পুড়ে ভস্মীভূত হয়ে গেল। ঘটনাটি ঘটেছে রবিবার ক্যানিং থানা অন্তর্গত ইটখোলা গ্রামের ডাবু গড়খালি গ্রামে।

স্থানীয় সূত্রে জানা গিয়েছে গড়খালি গ্রামের বাসিন্দা পেশায় অটোচালক তপন মাইতি। পরিবারের স্ত্রী ও দুই ছেলেকে নিয়ে বসবাস করেন। এদিন দুপুরে তপনবাবু অটো নিয়ে বাইরে গিয়েছিলেন। দুই সন্তানকে নিয়ে দুপুরের খাওয়া সেরে ঘুমিয়েছিলেন তাঁর স্ত্রী মিতালি মাইতি। আচমকা তাঁর খড়ের ঘরে আগুন লেগে যায়। আগুনের ফুলকি দ্রুত ছড়িয়ে পড়ে। প্রতিবেশীরা আগুনের লেলিহান শিখা দেখতে পেয়ে দৌড়ে আসেন। মুহূর্তে আগুনের লেলিহান শিখা সমগ্র ঘর গ্রাস করে নেয়। প্রতিবেশীরা আগুন আয়ত্বে আনার জন্য বালতি করে জল নিয়ে নেভানোর চেষ্টা করে। সেই মুহূর্তে অন্য কয়েকজন জীবনের ঝুঁকি নিয়ে ঘরে মধ্যে ঢুকে দুই শিশু ও তপন বাবুর স্ত্রীকে কোন রকমে অক্ষত অবস্থায় উদ্ধার করে। অটো চালকের পরিবার প্রাণে বাঁচলেও আগুনের আগ্রাসী লেলিহান শিখা থেকে কোনও আসবাবপত্র বাঁচাতে পারেননি। কয়েক মিনিটের মধ্যে পুড়ে ছাই হয়ে যায়। বর্তমানে অসহায় পরিবারটি চাতকের মতো তাকিয়ে খোলা আকাশের নীচে রয়েছেন।

প্রতিবেশী সহ অটো চালকের স্ত্রী মিতালী মাইতির আবেদন এই মুহূর্তে যদি সরকার কিংবা কোনও সহৃদয় ব্যক্তি সাহায্যের হাত বাড়িয়ে দেয় তাহলে ভালো হয়। না হলে শিশু সন্তানদের নিয়ে খোলা আকাশের নীচে থাকতে হবে'।

যুব নেতা কুপিয়ে খুনের ঘটনায় চাঞ্চল্য

অরিজিত মন্ডল : সুস্থ অবস্থায় বাজারে এসেছিলেন। কিন্তু ভাবতে পারেননি তার জন্য অপেক্ষা করে আছে সাক্ষাত মৃত্যু। কী ঘটতে চলেছে , তা আঁচও করতে পারেননি প্রত্যক্ষদর্শীরা। হঠাৎ হাঁসুয়ার কোপ , সাত সকালে প্রকাশ্যে বাজারের মধ্যে এলোপাথাড়ি কুপিয়ে এক ব্যক্তিকে খুনের অভিযোগ। নিহত যুবকের নাম নুর সালাম বেগ। চাঞ্চল্যকর ঘটনাটি ঘটেছে ডায়মন্ড হারবারের সরিষা হাটে। খুনের পরে অভিযুক্ত শরিফ উদ্দিন বেগকে ঘিরে ধরেন স্থানীয়রাই। গণপিটুনিতে মৃত্যু হয় তারও। জোড়া খুনের খবর পেয়ে এলাকায় পৌঁছয় ডায়মন্ড হারবার থানার পুলিশ বাহিনী। স্থানীয় সূত্রে খবর , নিহত নুর সালাম বেগ ও শরিফউদ্দিন মোল্লা দুজনেই চাঁদনগরের মল্লিক পাড়ার বাসিন্দা। এদিন সকালে সরিষা হাটে বাজার করার সময়ে নুর সালাম বেগের পথ আটকায় শরিফ উদ্দিন বেগ সহ বেশ কয়েকজন। অভিযোগ , দুষ্কৃতীদের কাছে ছিল ধারালো অস্ত্র। ১১৭ নম্বর জাতীয় সড়কের উপর প্রকাশ্য রাস্তায় নুর সালামকে এলোপাথারি কোপাতে থাকে তারা। জনরোষ থেকে বাঁচতে পালানোর চেষ্টা করে তারা। দুই দুষ্কৃতী বাইকে চড়ে চম্পট দেয়। কিন্তু বাকি ২ জন বাইকে উঠতে পারেনি। দৌড়ে পালানোর চেষ্টা করে তারা। উত্তেজিত জনতা ধরে ফেলে তাদের। শুরু হয় গণপ্রহার। পাশাপাশি ঘটনাস্থল পরিদর্শনে আসেন ডায়মন্ড হারবার পুলিশ জেলার অতিরিক্ত পুলিশ সুপার পলাশ চন্দ্র ঢালী। ঘটনাস্থল থেকে উদ্ধার হয়েছে খুনে ব্যবহৃত ধারালো অস্ত্র। প্রাথমিক তদন্তে পুলিশের অনুমান , জমি সংক্রান্ত বিরোধ ছিল দুজনের মধ্যে। একটি জমি দখল করতে চেয়েছিলেন দুজনেই। এর আগেও এই নিয়ে দুজনের মধ্যে বচসা হয়েছে একাধিকবার। এ বিষয়ে নুর সালামের স্ত্রী রেনুজা বিবি জানিয়েছেন, তাঁর দেবরের শ্যালক শরিফুদ্দিন। রেনুজার বোনের সঙ্গে বিয়ে হয়েছিল ওই যুবকের। প্রসঙ্গত , নুর সালাম বেগ ও শরিফুদ্দিন মোল্লা সম্পর্কে ভায়রা ভাই। এ বিষয়ে ডায়মন্ড হারবার পুলিশ জেলার এসপি অভিজিত বন্দ্যোপাধ্যায় জানিয়েছেন, 'খুনের ঘটনায় নুরুদ্দিন বেগ ও মইনুল মোল্লা কে গ্রেফতার করা হয়েছে। বাকিদের খোঁজ চলছে। পুরনো শত্রুতার জেরে এই খুন হতে পারে। ধৃতকে জেরা করে বাকি দুই পলাতকের খোঁজ শুরু করেছে ডায়মন্ড হারবার থানার পুলিশ। ঘটনার জেরে এলাকায় উত্তেজনা থাকায় পুলিশ মোতায়েন করা হয়েছে। ঘটনার পর বেশ কিছুক্ষণ পেরিয়ে গেলেও উত্তেজনা এলাকায়। দেহ দুটি ময়নাতদন্তের জন্য পাঠানো হয়েছে।

বেঙ্গালুরু থেকে ধৃত নারী পাচার চক্রের দুই মাথা

উজ্জ্বল বন্দ্যোপাধ্যায় : আবার বারুইপুর পুলিশ জেলার সাফল্য। এবার সদূর ব্যাঙ্গালুরু থেকে গ্রেফতার নারী পাচার-চক্রের দুই পাণ্ডা। রামমূর্তিনগর এলাকা থেকে ওই দুই জনকে হাতে নাতে ধরলো বারুইপুর মহিলা থানার পুলিশ। গ্রেফতার করে নারী পাচার-চক্রে দুই অভিযুক্তকে বারুইপুরে এনে তাঁদের আলিপুর আদালতে তোলা হয়। পুলিশ সূত্রে খবর, অভিযুক্তদের নাম কিরণ কুমার ও গোমতি ঈশ্বরী ওরফে নিশা কুমারী।পুলিশ ও স্থানীয় সূত্রে জানা গেল, ২০১৯ সালের ঘটনা। বাসন্তী থানা এলাকার এক নাবালিকাকে প্রথমে বেহুঁশ করে মুখে কাপড় বেঁধে অপহরণ, তার পর কয়েক লক্ষ টাকায় ব্যাঙ্গালুরু নিয়ে গিয়ে দেহ ব্যবসায় নামানোর অভিযোগ ওঠে আবেদ মোল্লা নামে এক ব্যক্তির বিরুদ্ধে। নাবালিকার পরিবারের অভিযোগের ভিত্তিতে আবেদনকে গ্রেফতার করে বাসন্তী থানার পুলিশ। কিন্তু আদালতে অভিযুক্তের জামিন হয়ে যায়। এর পরেই কলকাতা হাই কোর্টের দ্বারস্থ হয় নাবালিকার পরিবার। উচ্চ আদালতের নির্দেশেই নতুন করে শুরু হয় তদন্ত। বারুইপুর মহিলা থানার আইসি কাকলি ঘোষ কুণ্ডুর হাতে তদন্তের ভার পড়ে। আর এই তদন্তে সাহায্য করে এক বেসরকারি সংস্থাও।ওই ঘটনার তদন্তে নেমেই কাকলির ঘোষ কুন্ডুর নেতৃত্বে তদন্তকারীদের দল ব্যাঙ্গালুরুর রাম মূর্তিনগরের এক অভিজাত আবাসন থেকে গত ১০ ফেব্রুয়ারি অভিযুক্ত কিরণকে পাকড়াও করে। তার পরেই পুলিশের জালে ধরা দেয় তাঁর সঙ্গী গোমতী। ১১ ফেব্রুয়ারি তাদের ব্যাঙ্গালুরুর আদালতে তোলা হয়। ট্রানজিট রিমান্ডে ১২ ফেব্রুয়ারি রাতে অভিযুক্ত দের ফিরিয়ে আনা হয় বারুইপুরে। এক তদন্তকারী অফিসার জানান, ওই নাবালিকাকে জয়ন্তীনগরে বিক্রি করা হয়েছিল। রাতে অপারেশন চালাতো দুই অভিযুক্ত। পশ্চিমবঙ্গ ছাড়াও বেশ কিছু রাজ্য থেকে নাবালিকাদের অপহরণ করে এনে এই দেহ ব্যবসায় নামাতেন অভিযুক্তরা।

বিজেপির ব্যানার ছেঁড়ার অভিযোগ

নিজস্ব প্রতিনিধি : এবার বারুইপুরে বিজেপির ফ্লেক্স, ব্যানার ছিঁড়ে ফেলার অভিযোগে চাঞ্চল্য ছড়ালো এলাকায়। বারুইপুর পুরসভার ১৫ নম্বর ও ১৬ নম্বর ওয়ার্ডে বিজেপির ফ্লেক্স ও ব্যানার ছিঁড়ে ফেলে দেওয়ার অভিযোগ উঠল তৃণমূল কংগ্রেসের বিরুদ্ধে। এর জেরে মঙ্গলবার সকালে এলাকায় উত্তেজনা ছড়ায়। যদিও তাদের বিরুদ্ধে তোলা অভিযোগ অস্বীকার করেছে তৃণমূল। এদিন দুপুরে বারুইপুর ও রাজপুর-সোনারপুর পুরসভায় শান্তিপূর্ণ নির্বাচনের দাবি ও বিজেপি প্রার্থীদের প্রচারে বাধা দেওয়ার অভিযোগ এনে বারুইপুর মহকুমাশাসকের অফিসে ডেপুটেশন দেয় বারুইপুর পূর্ব বিজেপি সাংগঠনিক জেলা নেতৃত্ব। বিজেপির সভাপতি উত্তম কর বলেন, আমরা প্রার্থী ঘোষণার পরেই তাঁরা প্রচারে নামতে হুমকি দেওয়া হচ্ছে। আমরা চাই বারুইপুর ও রাজপুর- সোনারপুরে পুরভোটে মানুষ শান্তিতে ভোট দিক। তাই এই ডেপুটেশন দেওয়া হল।

কংগ্রেসের অভিযোগ দায়ের

নিজস্ব প্রতিনিধি : জয়নগর-মজিলপুর পুর এলাকায় বহিরাগতদের আনার অভিযোগ দায়ের নির্বাচন কমিশনে। ভোটের মুখে জয়নগর-মজিলপুর পুরসভা এলাকায় তৃণমূল কংগ্রেসের বিরুদ্ধে প্রচারে বহিরাগতদের আনার অভিযোগ আনলো জয়নগর-মজিলপুর টাউন কংগ্রেস। এই মর্মে টাউন কংগ্রেসের সভাপতি কুমারেশ ঘোষ মঙ্গলবার রাজ্য নির্বাচন কমিশনে অভিযোগ দায়ের করেছেন। এই প্রসঙ্গেই জয়নগর-মজিলপুর পুরসভার কংগ্রেসের প্রাক্তন চেয়ারম্যান ও প্রাক্তন প্রশাসক সুজিত সরখেল বলেন, প্রচুর সংখ্যক বহিরাগতদের কুলতলি, ক্যানিং, কুলপি, মগরাহাট থেকে এনেছে তৃণমূল কংগ্রেস। এতে স্থানীয় মানুষজন ভয় পাচ্ছে। প্রচারেও প্রচুর বহিরাগতদের ব্যবহার করা হচ্ছে, যা নির্বাচনী বিধিভঙ্গ করছে। এই নিয়েই অভিযোগ দায়ের করা হয়েছে। বহিরাগতদের এনে এলাকার মানুষকে ভীতি প্রদর্শন করছে শাসক তৃণমূল। আমরা তাই নির্বাচন কমিশনের কাছে দাবি জানিয়েছি শান্তিতে নির্বাচন সম্পন্ন হোক, এর জন্য কমিশনকে ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে।

সিভিকদের প্রশিক্ষণ বন দফতরের

নিজস্ব প্রতিনিধি : সুন্দরবনের উপকূল এলাকার থানার পুলিশদের বাঘের মুখোমুখি এখন যেন নিত্যনৈমিত্তিক ঘটনা হয়ে দাঁড়িয়েছে। প্রায়ই জঙ্গলের মহারাজ লোকালয়ে ঢুকে আসছেন। তাকে ধরে আবার জঙ্গলে ফেরত পাঠানো হচ্ছে। এক নতুন অভিজ্ঞতার মধ্যে দিয়ে যেতে হচ্ছে ওই সব থানার পুলিশদের। তাই ওই সব থানার আধিকারিক ও সিভিক পুলিশদের প্রশিক্ষণ দিতে বারুইপুর পুলিশ জেলা এক নতুন পদক্ষেপ নিলো। এই নিয়ে বুধবার আয়োজন করা হলো একটি সেমিনারের। বারুইপুর পুলিশ জেলার সুপার বৈভব তিওয়ারি, এই উদ্যোগ নেন। সুন্দরবন লাগোয়া সংশ্লিষ্ট পাঁচটি থানার পুলিশকে ফরেস্ট বিভাগের মাধ্যমে ওই অবস্থায় পুলিশের করনীয় কাজের বিষয়ে আরো প্রশিক্ষিত করা হয়েছে। বুধবার বারুইপুর এস পি অফিসের কনফারেন্স হলে এই প্রশিক্ষণ কর্মশালায় অংশগ্রহণ করেন ডি এফ ও মিলন কান্তি মণ্ডল এবং সহকারী ডি এফ ও অনুরাগ চৌধুরী,পুলিশ সুপার বৈভব তিওয়ারি। ডিজিটাল স্ক্রিনের মাধ্যমে তাঁরা ট্রেনিং দিলেন উপস্থিত পাঁচ থানার অফিসার ও সিভিকদের। জেলা পুলিশের তরফে এই উদ্যোগের প্রশংসাও করেন তাঁরা। পুলিশের তরফে জানানো হয় ইদানীং সুন্দরবনের জঙ্গল থেকে বাঘের লোকালয় আগমন নিত্য ঘটনা হয়ে দাঁড়িয়েছে। গোসাবা,সুন্দরবন উপকূল থানা,কুলতলি থানা,মৈপীঠ উপকূল থানা, ঝড়খালি উপকূল থানার বন সংলগ্ন কয়েকশো গ্রামের বাসিন্দা এই ঘটনায় রীতিমতো ভীত সন্ত্রস্ত হয়ে পড়ছেন। ফলে যেকোনও সময়ে ঘটে যেতে পারে কোনও দুর্ঘটনা। আক্রান্ত হতে পারেন মানুষ। আবার বাঘেরও ক্ষতি হতে পারে। যদিও ইদানিং সময়ে লোকালয়ে ঢুকে পড়া সব বাঘেদেরই জেলার বন বিভাগ এবং পুলিশ কর্মীদের সহযোগিতায় সার্থক ভাবে মোকাবিলা করা সম্ভব হয়েছে। ধরা পড়েছে বাঘ এবং কোনও মানুষের শারীরিক ক্ষতিও হয়নি। তাই এই প্রশিক্ষণের মাধ্যমে তাঁদের আরোও প্রশিক্ষিত করা হলো। বন দফতর ও পুলিশের এই উদ্যোগকে সাধুবাদ জানিয়েছেন পরিবেশ প্রেমীরা।

গোঁজ প্রার্থীর বিরুদ্ধে দল কী ব্যবস্থা নেয় জল্পনা তৃণমূলে

নিজস্ব প্রতিনিধি : কারও 'অভিমান' দল টিকিট না দেওয়ায়। কারও ক্ষোভ প্রার্থী পছন্দ না হওয়ায়। এই অবস্থায় প্রার্থী নিয়ে দলের নেতা-কর্মীদের মানভঞ্জন হুগলির আসন্ন চাঁপদানী পুরসভায় ১০ নম্বর ওয়ার্ডে তৃণমূলের কাছে

বড় চ্যালেঞ্জ হয়ে দাঁড়িয়েছে। এই ওয়ার্ডে এমন অনেক নেতা-কর্মী আছেন যাঁরা স্থানীয়ভাবে জনপ্রিয়। দীর্ঘদিন দলের হয়ে কাজ করছেন আন্তরিকভাবে। সেই কারণে অনেকেই পুরসভা ভোটে এবার টিকিটের প্রত্যাশা করেছিলেন। কিন্তু পাননি। তাতে দলের ঘোষিত প্রার্থীর হয়ে কাজের ক্ষেত্রে তাঁরা অনেকটাই দ্বিধাগ্রস্ত। শাসকদলের প্রার্থীরা প্রতীক না পাওয়ায় ২ জন নির্দল হিসাবে লড়াইতে রয়ে গেলেন। এই আসনটিতে বিরোধীদের পাশাপাশি গোষ্ঠী কোন্দলের জন্য শাসকদলের প্রার্থীরা লড়াইতে রয়েছেন। গোঁজ প্রার্থীরা মনোনয়ন পত্র প্রত্যাহার না করায় এই ওয়ার্ডে নির্বাচন জমে উঠেছে। এখানে লোকসংখ্যা প্রায় ১৫ হাজার। ভোটার সাড়ে দশ হাজার এবং বুথ রয়েছে ১২টি। এলাকাতে অ্যাঙ্গাস জুট মিল রয়েছে। পার্শ্ববর্তী অঞ্চলে বিরাট মসজিদ। পুরো অঞ্চলটা ৭৫ শতাংশ বিহারী মুসলমানদের বসতি। ২৫ শতাংশ হিন্দুদের বসবাস। বেশিরভাগ জুট মিলের শ্রমিকরা জুট মিলের কোয়ার্টারে থাকে। এখানে সব জাতি মিলে মিশে রয়েছে। এককথায় 'মিনি ভারতবর্ষ'। চাঁপদানী পুরসভায় ১০ নম্বর ওয়ার্ডে নির্দল প্রার্থী হিসাবে লড়াইতে রয়েছেন বর্ষীয়ান নেতা লিয়াকৎ আনসারি। বহুদিনের পোড় খাওয়া রাজনীতিবিদ। দুবার বিভিন্ন দলের কাউন্সিলার ছিলেন। এছাড়া নির্দল গোঁজ প্রার্থী সেলিম কুরাশি, আখতার আলি মহম্মদ আলম, মহম্মদ কাদির হুসাইন। পাশাপাশি ওই আসনে শাসকদলের তৃণমূল প্রার্থী তালিকায় রয়েছেন ওমর আনসারি। তিনি চন্দননগর কোর্টের আইনজীবী। ২০১০ সালে মহিলা সংরক্ষিত হওয়ায় তাঁর বিবি প্রথম আমিদা খাতুন তৃণমূল কংগ্রেস থেকে জয়ী হন। পুনরায় ২০১৫তে ওমর আনসারি প্রার্থী হয়ে নির্বাচনে জয়লাভ করেন। এবারও তৃণমূল কংগ্রেস ওমর আনসারিকে দলীয় প্রতীকে টিকিট দিয়েছেন। এখানে কংগ্রেসের প্রার্থী রয়েছে জাভেদ আনসারি, এবং বিজেপির প্রেম চৌরাশিয়া। ইতিমধ্যেই ভোটে লড়তে সকল প্রার্থীরা এককাট্টা। অন্যদিকে, তৃণমূল সুপ্রিমো তথা মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের নির্দেশ অমান্য করে নির্দল গোঁজ প্রার্থী হিসাবে রয়ে গিয়েছে। এ বিষয়ে নির্বাচনী লড়াই থেকে কেউ সরিয়ে নিচ্ছেন না বলে রাজনৈতিক মহলের ধারণা।

ফের চন্দননগরে সবুজ আবির

নিজস্ব প্রতিনিধি : নিজেদের মধ্যে গোষ্ঠীদ্বন্দ্বতে গত ২০১৫তে জিতেও পুরবোর্ড পুরো চালাতে পারেনি তৃণমূল। মাঝপথে তা ভেঙে দিয়েছিল রাজ্য সরকার। বিরোধীদের সেই প্রচারেও চিঁড়ে ভিজল না। তৃণমূলের উপরে এবারেও ভরসা রাখলেন চন্দননগরবাসী। আসন সংখ্যার নিরিখে আরও বড় ব্যবধানে এই চন্দননগর পুরনিগম ক্ষমতায় ফিরল তারা। সবুজ ঝড়ে উড়ে গেল লাল ও গেরুয়া বাহিনী। সোমবার কানাইলাল বিদ্যামন্দিরে (ইংরাজি বিভাগে) গণনা কেন্দ্রে ভোট গোনার শুরু থেকেই একের পর এক ওয়ার্ডে এগিয়ে যেতে শুরু করে তৃণমূল। শেষ পর্যন্ত ৩২টি ওয়ার্ডের মধ্যে ৩১টিতেই জিতে যান তৃণমূল প্রার্থীরা। বিরোধী বলতে শুধুমাত্র ১৬ নম্বর ওয়ার্ডের সিপিএম প্রার্থী অভিজিৎ সেন (হাঁদা)। ১৭ নম্বর ওয়ার্ডের বিজেপি প্রার্থী গোকুল পাল মারা যাওয়ায় ভোট হয়নি। সকালে প্রথম রাউন্ডের গণনার পর থেকেই ভোট কেন্দ্রের আশেপাশের রাস্তায় তৃণমূলকর্মী সমর্থকদের ভিড় বাড়তে থাকে। সবুজ আবির মেখে শুরু হয়ে যায়। সাধারণ মানুষের একটি বড় অংশ মনে করছে তৃণমূলের জয়ের মূলে রয়েছে রাজ্য সরকারের জনমুখী বিভিন্ন। প্রকল্প বিদায়ী মেয়র রাম চক্রবর্তী এ প্রসঙ্গে বলেন, 'মানুষ দেখেছেন, আপদে বিপদে তৃণমূল কর্মীরা ছাড়া কেউ পাশে ছিল না। আমফান ঝড়, করোনা পরিস্থিতি, লকডাউনের মতো কঠিন সময়ে মানুষ আমাদের পরীক্ষা করেছে। মানুষের পাশে থেকেছি। যে সব কাজ শেষ হয়নি হবে। নতুন নতুন কাজও করা হবে। ২০১৫ সালের পুরভোটে ২১টি ওয়ার্ডে তৃণমূল জিতেছিল। বামেরা পেয়েছিল ৮টি ওয়ার্ড। বিজেপি একটি এবং নির্দল তিনটি ওয়ার্ডে জিতেছিল। পরে মুন্না আগরওয়ালসহ দুই নির্দল প্রার্থী তৃণমূলে যোগ দেন। তবে বোর্ড চালানোর অভিজ্ঞতা সুখকর হয়নি।

বামেদের অস্তিত্ব রক্ষায় অভিজিৎ

মলয় সুর, চন্দননগর : চন্দননগর পুরসভায় বামেদের মান রাখলেন অভিজিৎ সেন ওরফে হাঁদা। পুরসভার ভোটে বামেরা বিধানসভা ভোটের নিরিখে ভাল ফল করলেও তাদের মাত্র একজন প্রার্থীই জিতেছেন। বাম সদস্য হিসাবে এবার পুরসভায় যাচ্ছেন চন্দননগরের ওরফে হাঁদা। তাঁর নিকটতম প্রতিদ্বন্দ্বী সমীর গুহ নিয়োগী (কালুয়া)কে ১২৩ ভোটে হারিয়েছেন তিনি। এই ওয়ার্ডের রথের সড়ক এলাকায় হাঁদাকে সবাই এক ডাকে চেনে। পেশায় পার্শ্বশিক্ষক। কানাইলাল বিদ্যামন্দিরের এই প্রাক্তনী স্থানীয় সাধুচরণ স্মৃতি প্রাথমিক বিদ্যাপীঠে ২০০৭ সাল থেকে শিক্ষক হিসাবে রয়েছেন। বাবা দুলাল সেন ট্রলি ভ্যান চালাতেন। ২০০৮ সাল থেকেই তিনি অসুস্থ। রথের সড়কে ভাড়া বাড়ির বাসিন্দা পুরো সংসারের দায়িত্ব তাঁর নিজের কাঁধে রয়েছে। প্রাইভেট টিউশন আর শিক্ষকতার সামান্য আয়ে কোনওরকমে মা বাবাকে নিয়ে চলে যা। তাঁর মামা সুশীল ভাদুড়ি জ্যোতি মোড়ে খবরের কাগজের এজেন্ট। গতবার এই পুরসভায় বামেরা ৯টি আসনে জিতেছিল। এবার একটিতে। তবে এবার বামেদের ভোট অনেক বেড়েছে।

চন্দননগরে ভোটের দিনের চিত্র

১) ২৪ নম্বর ওয়ার্ডে গোন্দলপাড়া লাইব্রেরিতে ভোট দেওয়ার লাইন।

২) গোন্দলপাড়া মরান রোডে সব রাজনৈতিক দলের পতাকা।

৩) বাগবাজারে সিপিএমের গণতান্ত্রিক মহিলাসমিতি ভোট ময়দানে শ্রদ্ধেয় সুরসম্রাজ্ঞীকে স্মরণ করেন।

৪) বিদায়ী মেয়র রাম চক্রবর্তী নিজের এলাকায়

৫) বিজেপি নেতা কর্মীরা চন্দননগর মহকুমা শাসক অফিসে অবস্থান

৬) গণ্ডগোলে তর্ক বিতর্ক চলছে।

তথ্য ও ছবিগুলি তুলেছেন : মলয় সুর ও ডক্টর নীলার্ড মণ্ডল।

উত্তিষ্ঠিত জাগ্রত প্রাপ্য বরাণ নিবোধত

আলিপুর বার্তা

কলকাতা : ৫৬ বর্ষ, ১৭ সংখ্যা, ১৯ ফেব্রুয়ারি –২৫ ফেব্রুয়ারি, ২০২২

সুরলোকের জলসায়

বিষণ্ণ ফেব্রুয়ারিতে ভারতের তিন ভ্যালেন্টাইন্সের মহাপ্রস্থান একদিকে যেমন রিক্ত করলো দেশের সাংস্কৃতিক পরম্পরার তেমনি সমৃদ্ধ হলো সুরলোকের জলসা।

শিল্পীর পরিচয় তাঁর শিল্প সৃষ্টির মধ্যেই। এই সৃষ্টি প্রজন্মের পর প্রজন্মকে মুগ্ধ করতে পারে। লতা মঙ্গেশকর, গীতশ্রী সন্ধ্যা মুখোপাধ্যায় কিংবা বাপ্পী লাহিড়ির সাম্প্রতিক প্রয়াণ সেই অমোঘ সত্যকে আরও একবার প্রমাণ করলো। বাংলার সঙ্গে এই ত্রয়ী শিল্পীদের গভীর সংযোগ নাড়া দিয়ে গেল সাংস্কৃতিক মহলকে। সাম্প্রতিক অতীতে বাঙালির বেড়ে ওঠা সুরজগতে ভেসে যাওয়া সবটাই এঁনাদের সৃষ্টির ছন্দে। হেমন্ত, মান্না, কিশোর, সন্ধ্যাদের সুবর্ণ যুগ আজও বাঙালির স্মৃতিকে দোলা দিয়ে যায়।

লতা এবং সন্ধ্যা মুখোপাধ্যায়ের দুজনেরই জীবন সংগ্রাম খুবই সংঘর্ষময় ছিল। বাংলার ঘরে ঘরে এক সময় লতা এবং সন্ধ্যা কণ্ঠীদের দেখা মিলত। আজও বিভিন্ন জলসায় লতা সন্ধ্যা কণ্ঠীদের চাহিদা তুঙ্গে। বাপ্পী লাহিড়ির পারিবারিক পরম্পরা থাকলেও মা সরস্বতীর দুই বর পুত্রী লতা এবং সন্ধ্যা সেভাবে সঙ্গীত ঘরানা গড়ে ওঠার আবহ ছিল না।

আজ বাপ্পী লাহিড়ি, লতা মঙ্গেশকর কিংবা সন্ধ্যা মুখোপাধ্যায়ের পার্থিব শরীর না থাকলেও তারা আজ প্রকৃত অর্থেই শিল্প বা ইন্ডাস্ট্রি। এই ইন্ডাস্ট্রির ওপর ভিত্তি করেই অগণিত ভক্ত শ্রোতাদের মতোই বহু পরিবার জীবন জীবিকার প্রশ্নে যুক্ত আছেন।

বাংলার রবি ঠাকুর যেন পথ দেখিয়ে গিয়েছিলেন সাংস্কৃতিক জগৎকে। সঙ্গীতের ধারায় কিভাবে দেশের সংস্কৃতির সঙ্গে অর্থনীতিও ঋদ্ধ হতে পারে তার জ্বলন্ত দৃষ্টান্ত অগণিত ক্যাসেট কোম্পানি এবং বিশ্ব ভারতীর বিপণন কেন্দ্র।

বাংলার শুদ্ধ ভাষা হয়তো আগামী দিন সীমাবদ্ধ থেকে যাবে লতা সন্ধ্যার যুগান্তকারী কণ্ঠের মাধুর্যে আর স্বর্ণ যুগের গীতিকারদের অসামান্য সৃষ্টির মধ্যে। সাম্প্রতিককালে বাংলা চলচ্চিত্রের তৎকালীন বিনোদনের দৈন্যতা শুধুমাত্র গল্প বা দৃশ্যায়ণের মধ্যে সীমাবদ্ধ নয় সামগ্রিকভাবে সঙ্গীতের ওপরেও ছায়াপাত করেছে। যে সঙ্গীতের ভাব ভাবনা মানুষকে ভাবায় না, মানুষকে কাঁদায় না, মানুষকে হাসায় না সেই সঙ্গীত চিরকালীন হতে পারে না। লঘু এবং চটুল কথা এবং সুরে সেই সঙ্গীত মূর্ছনা বাঙালিকে ঋদ্ধ করতে পারছে না। এই অভিযোগ শুধু সাংস্কৃতিক পরিমণ্ডলের সমালোচকদের নয় সামগ্রিকভাবে বঙ্গ সমাজের আমজনতার। গুণী শিল্পী গায়ক গীতিকার কিংবা পরিচালকের অভাব বাংলায় কোনও দিনই হয়নি তবুও কোথায় যেন তীব্র সাংস্কৃতিক দৈন্যতা সাম্প্রতিক কালে বিস্তার লাভ করছে। এই সংস্কৃতির শূন্যতার নেপথ্যে কার্যকারণের সঠিক অনুসন্ধান হওয়া জরুরি নইলে অনেক বিলম্ব হয়ে যাবে। একটি জাতিকে, একটি সমাজকে তার সাংস্কৃতিক চিন্তা চেতনা এগিয়ে নিয়ে যায়, বহন করে পরম্পরা ও ঐতিহ্যকে। অর্থনৈতিক কিংবা রাজনৈতিক রেষারেষি যাত্রা থিয়েটার চলচ্চিত্রের মতো সংবেদনশীল মানবিক আবেদন ধর্মী স্থানগুলিকে স্পর্শ করে যায়। বর্তমানে বহু শিল্পী রাজনৈতিক রসায়নের আবর্তে কোথাও স্তিমিত কিংবা কোথাও বেশি রাজনৈতিক অনুসঙ্গে প্রকট। জীবনের ছন্দে এবং বাংলার বহমান সাংস্কৃতিক ধারায় আজ এই অপসংস্কৃতিগুলি ক্রমশ কচুরিপানার মতো বংশ বিস্তার করছে। শুধু টলিউড নয় বলিউডেও এমন তাৎক্ষণিক বিনোদনের ক্ষয়িষ্ণু ভাবনা লক্ষ্য করা যাচ্ছে। লতা–সন্ধ্যা–বাপ্পী লাহিড়িদের প্রকৃত উত্তরসূরী হয়ে উঠুক আগামী প্রজন্মের শিল্পীরা এই ভাবনাই তাদের প্রতি শ্রদ্ধা জ্ঞাপনের শ্রেষ্ঠ পথ হোক।

শ্রীঈশোপনিষদ

মন্ত্র ষোল

পূষন্নেকর্ষে যম সূর্য প্রাজাপত্য
ব্যূহ রশ্মীন সমূহ তেজো।
যৎ তে রূপং কল্যাণতমং তৎ তে পশ্যামি
যোহসাবসৌ পুরুষঃ সোহমস্মি ।।১৬।।

অনুবাদ

হে প্রভু, হে আদি কবি ও বিশ্বপালক, হে যম, শুদ্ধ ভক্তদের পরমগতি এবং প্রজাপতিদের সুহৃদ– কৃপা করে আপনার অপ্রাকৃত রশ্মির জ্যোতি অপসারণ করুন যাতে আপনার আনন্দময় রূপ আমি দর্শন করতে পারি। আপনি সনাতন পুরুষোত্তম ভগবান। সূর্য ও সূর্যকিরণের সম্বন্ধের মতো আপনার সাথে আমি সম্বন্ধযুক্ত।

তাৎপর্য

বাস করেন। পক্ষান্তরে, অপ্রাকৃত শব্দ ভগবান সম্পূর্ণভাবে জড় হেয়তাশূন্য অসীম জ্ঞান, বিভূতি, শক্তি, ঐশ্বর্য, বল এবং প্রতিপত্তির প্রতীক।'

ভগবান তাঁর শুদ্ধ ভক্তবৃন্দকে পূর্ণভাবে প্রতিপালন করেন এবং ভগবদ্ভক্তির সাফল্যের পথে ক্রমশ উন্নতি সাধনের জন্য তিনি তাঁদেরকে পরিচালিত করেন। তাঁর ভক্তদের পরিচালক হিসাবে নিজেকে স্বয়ং তাঁদের দান করে, তিনি চরমে ভগবদ্ভক্তির বাঞ্ছিত ফল প্রদান করেন। ভগবানের অহৈতুকী কৃপায় ভগবদ্ভক্তেরা সরাসরিভাবে ভগবানকে চাক্ষুষ দর্শন করেন ; এভাবেই সর্বশ্রেষ্ঠ গ্রহলোক গোলোক বৃন্দাবন পৌঁছতে ভগবান তাঁর ভক্তদের সহায়তা করেন। শ্রষ্টা হওয়ার ফলে তাঁর ভক্তদের তিনি সকল প্রকার প্রয়োজনীয় যোগ্যতা প্রদান করতে পারেন, যাতে ভক্ত পরিশেষে তাঁর কাছে পৌঁছতে পারেন। ভগবান সর্বকারণের কারণ, এবং যেহেতু তাঁর কোন কারণ নেই, তাই তিনিই হচ্ছেন আদি কারণ। সুতরাং তাঁর নিজের অন্তরঙ্গা শক্তিকে আত্মমায়া প্রকাশ করে তিনি নিজেকেই উপভোগ করেন। বহিরঙ্গা শক্তি ঠিক তাঁর দ্বারা প্রকাশিত হয় না, কেন না তিনি নিজেকে পুরুষরূপে বিস্তার করেন এবং এই সকল রূপেই তিনি জড় প্রকাশকে তিনি জড় প্রকাশকে প্রতিপালন করেন। এই প্রকার অংশ–বিস্তার দ্বারা

ফেসবুক বার্তা

পৃথিবীর সমুদ্র তলদেশে প্রায় ৩০ লক্ষ জাহাজ পড়ে আছে। আর সেইসব জাহাজের সাথে আছে কোটি কোটি টাকার সম্পদ!

www.TheEarthBangla.com

গোপাল উদ্ধারণ দত্ত

নির্মল গোস্বামী

এখনকার দিনে খরা, বন্যা, দুর্ভিক্ষ হলে অনেক সংস্থা নিরন্ন মানুষদের খাবার দাবার নিয়ে সাহায্যে ঝাঁপিয়ে পড়ে। এই কাজে সর্বাগ্রে যে দুটি প্রধান নাম আসে, তারা হল রামকৃষ্ণ মিশন ও ভারত সেবাশ্রম সংঘ। মধ্য যুগে এমন কোনও সেবা প্রতিষ্ঠান কি ছিল? ইতিহাসে তার খবর পাওয়া যায় না। তবে ইতিহাসের কিছু অবশেষ ঘাঁটাঘাটি করলে কিছু সত্য উঠে আসে। যেমন ঘোল মুইয়ে মাখন তোলা। অথচ আমরা জানি যে সে যুগে দুর্ভিক্ষ ছিল বাংলার নিত্য সঙ্গী। এবং ১৫০৭ খ্রিস্টাব্দে বাংলায় এক ভয়াবহ দুর্ভিক্ষ হয়েছিল। দুর্ভিক্ষ মোকাবিলায় তৎকালীন নবাবী শাসকরা ছিল উদাসীন। কিন্তু লক্ষ লক্ষ নিরন্ন মানুষদের সাহায্যে কে এগিয়ে এসেছিলেন তার ইতিহাস বড়ই চমকপ্রদ।

পূর্ব রেলের বর্তমান একটি স্টেশনের নাম হল আদি সপ্তগ্রাম। এই আদি সপ্তগ্রাম স্টেশনের পূর্বের নাম ছিল 'ত্রিশ বিঘা'। কেন এই ত্রিশ বিঘা নাম হয়েছিল তার উৎস খুঁজতে গিয়ে জানা গেল যে, ১৫০৭ সালে উদ্ভূত দুর্ভিক্ষ মোকাবিলার ইতিহাসের সঙ্গে ছড়িয়ে রয়েছে ওই ত্রিশ বিঘার নাম। নিত্যানন্দ প্রভুর বহুমুখী জনকল্যাণকর কাজের মধ্যে বিশেষভাবে উল্লেখ থাকে এই দুর্ভিক্ষ মোকাবিলা কাজ। শুধু হরি নাম আর পতিত উদ্ধার করেই নিত্যানন্দ অমর হননি। মানুষের মুখে দুমুঠো অন্ন তুলে দেওয়া যে ভগবত সেবার অঙ্গ সে কথা প্রভু ও তাঁর দলবলেরা মর্মে মর্মে উপলব্ধি করেছিলেন বলেই সবশক্তি দিয়ে বৈষ্ণব ঠাকুরেরা সেদিন দুর্ভিক্ষের সঙ্গে লড়াই করেছিলেন!

সরস্বতী নদীর তীরে আদি সপ্তগ্রাম তখন বন্দর নগরী। চিন, ইরান, ইরাক আর পারস্যের পণ্যবাহী জাহাজ নিত্য যাতায়াত করে এই বন্দরে। এছাড়া দেশের বিভিন্ন শহর থেকেই পণ্য আমদানী, রপ্তানির জন্য সদা ব্যস্ত থাকে এই বন্দর। সুবর্ণ বণিক ব্যবসায়ী সম্প্রদায়ের হাতেই ছিল ব্যবসার দখলদারী। অর্থে সামর্থে প্রতিপত্তিতে এই সুবর্ণ বণিক সম্প্রদায়ের মানুষরা ছিলই সেরা। এই সম্প্রদায়ের মাথা শ্রীউদ্ধারণ দত্ত ছিলেন নিত্যানন্দের একান্ত ভক্তসেবক। নিতাই চাঁদের আদেশে উদ্ধারণ দত্তের ব্যবস্থাপনায় সপ্তগ্রামে খোলা হলো অন্নসত্র। হাজার হাজার নিরন্ন মানুষ সেখানে দুবেলা পেট ভরে খেতে পেতো। কত লোকের খাবার বন্দোবস্ত হতো প্রতিদিন তার হিসাব না পাওয়া গেলেও রান্নার জন্য ত্রিশ বিঘা জমির প্রয়োজন হয়েছিল। ত্রিশ বিঘা জমির উপরে গড়ে উঠেছিল রান্নাঘর। এবার আমরা অনুমান করতে পারি কত লোকের রান্না হতো। সুবর্ণ বণিক সমাজ উদার হস্তে অর্থ সাহায্য করেছিল এই অন্নসত্রে। দু বছর সময় ধরে এই বিশাল কর্মকাণ্ড চলেছিল সপ্তগ্রামে।

পর্ব–৬

আর সেই দুর্ভিক্ষের স্মৃতিকে বুকে ধরে ওই রান্না করার স্থানে পরবর্তী সময়ে গড়ে উঠেছিল রেল স্টেশন। তাই নাম ছিল ত্রিশবিঘা স্টেশন।

বল্লাল সেনের কোপে পড়ে সুর্বণ বণিকরা জাতিচ্যুত হয়। তার উল্লেখ আছে বল্লালচরিত গ্রন্থে– 'আমি যদি দাম্ভিক সুবর্ণদিগকে শূদ্রে পতিত না করি, বল্লভচন্দ্রের মতো দুরাত্মা সদাগরদের দণ্ড না দিই, তাহলে গোব্রাহ্মণ হত্যার যে পাপ আমারও সে পাপ হবে।' সেই থেকে সোনার বেনেরা জল–অচল জাতিতে পরিণত হয়। নিমাই সন্ন্যাস গ্রহণের পূর্বে নবদ্বীপে বিদ্বৎ সমাজের মাথা ছিলেন। তিনি সমাজকে জানতে বুঝতে নবদ্বীপের বিভিন্ন সম্প্রদায়ের পল্লিতে যেতেন। এই ভাবে একদিন তিনি সোনার বেনে পল্লিতে গিয়ে হাজির হন। গৌরাঙ্গকে দেখে তারা আপ্যায়ন করেন। গৌরাঙ্গও তাদের আপ্যায়ণ গ্রহণ করেন। গৌরাঙ্গের প্রেম ধর্মে পতিত উদ্ধারের সূচনার অঙ্কুর পর্ব ছিল তা।

পরে ফুলে ফলে শাখা প্রশাখায় সারা ভারতবর্ষে ছড়িয়ে পড়ে। আর নিত্যানন্দের অপার মহিমায় বাংলায় সেই প্রেম ধর্ম বিতরণে এবং পতিত উদ্ধারের জোয়ার এসেছিল সরস্বতীর খর স্রোতের মতো।

১৪৮১ খ্রিস্টাব্দে তৎকালীন সরস্বতী নদী তীরে সমৃদ্ধ বন্দর নগরে সুবর্ণ বণিক পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন এক শিশু। পিতা শ্রীকর দত্ত, মাতা ভদ্রাবতী দেবী। শিশুর নামকরণ হয় দিবাকর। সপ্তগ্রামেই বেড়ে উঠল দিবাকর। পিতামাতা ছেলেকে সংসারী করার জন্য সুন্দরী কন্যার সাথে বিবাহ দিলেন। কিন্তু ভাগ্যের পরিহাসে মাত্র ২৬ বছর বয়সেই তার পত্নী বিয়োগ ঘটে। নিত্যানন্দ প্রভু নাম প্রচারের উদ্দেশ্য বাংলার বিভিন্ন স্থানে যাতায়াত করতেন। দিবাকরের পত্নী বিয়োগের অবব্যহিত পরেই মনে হয় সপ্তগ্রামে নিত্যানন্দ প্রভু আসেন এবং দিবাকরের সঙ্গে তাঁর সাক্ষাৎ হয়। প্রথম সাক্ষাতেই দিবাকর নিত্যানন্দের প্রতি অত্যন্ত আকৃষ্ট হন। এবং নিত্যানন্দের চরণে শরণ নেন। তিনি এতোটাই নিত্যানন্দের স্নেহের পাত্র হয়ে উঠেছিলেন যে নিত্যানন্দ প্রভু তাঁর রান্না করা অন্ন গ্রহণ করতেন নির্দ্বিধায়।

'স্বর্ণ বণিক উদ্ধারণ দত্ত ভক্তোত্তম।/যাহার পক্কান্ন নিতাই করেন ভক্ষণ।''

সে যুগে দাঁড়িয়ে জল–অচল সোনার বেনের হাতের রান্না খাবার মতো বুকের পাটা নিত্যানন্দ ছাড়া আর কার থাকতে পারে? তাঁর সহজ সরল আপন মনকে সবার সামনে মেলে ধরতেন নিত্যানন্দ। কোনও লোকসংস্কার বা সমাজ বিধি তাঁকে দমাতে পারত না। তাই মহাপ্রভু একবার নিত্যানন্দকে বলেছিলেন ''লোক পেক্ষা ছাড় তুমি কৃষ্ণ কৃপা হইতে/আমি কিন্তু লোকাপেক্ষা না পারি ছাড়িতে/উদ্ধারণ দত্তের নিত্যানন্দের তন্ময়তা ব্যাখ্যার অতীত ছিল। আর নিত্যানন্দও সে ভাব বুঝেই উদ্ধারণকে বুকে টেনে নিয়েছিলেন। নিত্যানন্দ দিবাকরের নতুন নামকরণ করেছিলেন। দিবাকর নাম পাল্টে নাম দিলেন উদ্ধারণ। বাংলার সমগ্র স্বর্ণ বণিক সমাজকে যিনি উদ্ধার করবেন তাঁর নাম উদ্ধারণইতো হওয়া উচিত।

উদ্ধারণ দত্ত শুধু সোনার বেনে সম্প্রদায়কে টেনে এনে নিত্যানন্দের চরণে ফেললেন তা নয়। নিজ সম্প্রদায়ের বাইরের বহু মানুষকে উদ্ধার করে নিত্যানন্দ শরণে এনে ছিলেন। দক্ষিণ ২৪ পরগনার ছত্রভোগ থেকে এক তান্ত্রিক যুবক সপ্তগ্রামে এলে উদ্ধারণ তাঁকে নিত্যানন্দ–শরণগতির পরিসরে আবদ্ধ করেন। তারাচরণ চক্রবর্তী ছত্রভোগে ত্রিপুরাসুন্দরীর পূজক ছিলেন। সম্পূর্ণ ভিন্ন মতাবলম্বী হয়েও তিনি উদ্ধারণের উদারতায় মুগ্ধ হয়ে যান। উদ্ধারণ তাকে নিজ ব্যয়ে সপ্তগ্রামে বসতবাটি নির্মাণ করে দেন। তিনি আর ছত্রভোগে ফিরে যাননি। নিত্যানন্দের অধিনায়কত্বে সুবর্ণবণিক ও অন্যান্য ধনী সম্প্রদায়ের দানের অর্থে উদ্ধারণ দত্ত সরস্বতী নদীর তীরে এক মনোরম পরিবেশে চার শত বসত বাড়ি নির্মাণ করে দেন। নিত্যানন্দ প্রভু অনাথ আতুরদের খুঁজে এনে এখানে বাস করতে দিতেন। কথিত আছে যে ঢাকার জেল খাটা ১২০০ কয়েদি মুক্ত হলে নিত্যানন্দ তাদের হরিপ্রেমে অভিষিক্ত করে ওই সব বাড়িতে এনে রাখেন। প্রভু নিত্যানন্দ এই অঞ্চলের নাম দিলেন 'ভদ্রবন' এখন যা ভেদো নামে পরিচিত। নিত্যানন্দের বিয়ের ঘটক ছিলেন উদ্ধারণ দত্ত। বিয়েতে বহু অর্থ ব্যয় করেন।

দ্বাপরের কৃষ্ণসখা সুবাহু এবার নদিয়া লীলায় নিত্যানন্দ সহচর উদ্ধারণ দত্ত রূপে এসেছেন। তাঁর সতীর্থ বৃন্দাবন দাস শ্রী চৈতন্য ভাগবতে লিখেছিলেন, 'উদ্ধারণ দত্ত মহা বৈষ্ণব উদার/নিত্যানন্দের সেবায় যাঁহার অধিকার/'। শ্রীকৃষ্ণদাস কবিরাজ লিখেছেন– 'মহাভাগবত শ্রেষ্ঠ দত্ত উদ্ধারণ/সর্বভাবে সেবে নিত্যানন্দের চরণ/'।

রেলের ত্রিশবিঘা স্টেশনের পৌনে এক মাইল পশ্চিমে শ্রীউদ্ধারণ দত্তের পৈত্রিক ভিটায় উদ্ধারণ দত্ত দেবালয় নির্মাণ করে পাট স্থাপন করেন। পাট মন্দিরের সিংহাসনে ষড়ভুজ গৌরাঙ্গের দারু মূর্তি, ষড়ভুজের ডাইনে নিত্যানন্দ ও বামে গদাধর পণ্ডিত। উদ্ধারণ দত্তের পর তার পুত্র শ্রীনিবাস (নিত্যানন্দের দেওয়া নাম) পাটের দায়িত্ব নেয়। অনেক পরে সপ্তগ্রামের দেবালয় ভগ্নদশা অবস্থায় এলে সুবর্ণবণিক মণ্ডলী এক সম্মেলন করে শ্রীযুক্ত বলরাম মল্লিকের সভাপতিত্বে দেবস্থানের জীর্ণ উদ্ধার করা হয়। সেই থেকেই সমিতির হাতেই দেবালয়ের ভার অর্পিত হয়েছে। দেবমন্দিরের পাশেই আছে দত্ত উদ্ধারণের সমাধিস্থল। দত্ত ঠাকুরের হাতে তৈরি মাধবী কুঞ্জ। পাশে নূপুর পুকুর। এই পুকুরে সাঁতার কাটতে গিয়ে নিত্যানন্দের পায়ের নূপুর হারিয়ে যায়।

তুমি নব নব রূপে এসো প্রাণে

অমিতাভ সেন

শ্রীভগবানজী তাঁর চরমতম উত্তরণ; সুভাষ থেকে নেতাজি, তৎপরে অন্য পরিচয়ে গুমনামী বাবা প্রতিটি পর্যায়ে তাঁর অন্তঃশক্তির নতুন উৎকর্ষ দেখা গেছে। গান্ধীর কাছে শৌর্য–বীর্য ধর্মের কোনো মহত্ব ছিল না। সৈন্য বাহিনীর প্রতিও অনাগ্রহ ছিল। অহিংসা পরমো ধর্মঃ এতোটাই ছিল তাঁর ধারণার আওতায়। ধর্ম হিংসা তথৈবচ– এ মন্ত্র তার অধীত নয়। অথচ শ্রীগীতায় ভগবান শ্রীকৃষ্ণ বলছেন : অর্জুন, ওঠো কর্ম করো, যুদ্ধ করো এবং মামনুস্মর– আমাকে স্মরণ করো। শ্রীগীতার একটা গান্ধী ভাষ্য আছে। মহাভারতের ঐতিহাসিকতা মানা হয়নি। কুরুক্ষেত্রের লড়াইকে কাল্পনিক ভালোমন্দের যুদ্ধ বর্ণনা করা হয়েছে। তার মানসপুত্র জহর ছিল এক কাঠি বড়ো। সে মনে করতো সেনাবাহিনীর কোনো প্রয়োজন নেই। বিদেশের সঙ্গে যে কোনও রকমের বিরোধ সে লেকচার দিয়ে সামলে নেবে। ইন্টারন্যাল সিকিউরিটির জন্য পুলিশই যথেষ্ট। বড়লাট মাউন্টব্যাটেনের মেয়ে তার মা ও নেহরুর সম্পর্ক নিয়ে একটা বই লিখেছে। ১৯৪৮এ ভারতীয় বাহিনী পাক হানাদারদের মারতে মারতে অনেকদূর খেদিয়ে দিয়েছিল। নদীর ওপারে মুজফরাবাদ দেখা যাচ্ছে। তার পতন আর কয়েক ঘণ্টার মামলা। লেডি মাউন্টব্যাটেনের পরামর্শে নেহরু ইউনিলটর্যাল সিজ ফায়ার ঘোষণা করে দিল। আইএনএ সেনাদের নেহরু নিকম্মে বলতো। ১৯৬২ লড়াইয়ে প্রবল শীতে অনেক সৈন্য মারা যায়, মোজা ভিজে, সোয়েটারের দশা একই। গুলি বন্দুক নেই। ডিফেন্স্ প্রেডাক্সনের বারোটা বাজিয়ে দিয়েছিল নেহরু। কাশীপুর গান এন্ড সেল ফ্যাক্টরিতে বালতি, লণ্ঠন তৈরি হতো।

অথচ নেতাজি পর্বে আইএনএর জিওসি ইন সি বাহিনীকে তিন থেকে ষাট হাজার সংখ্যায় এনে ফেলেছেন। জার্মান জাপানের সহায়তায় বাহিনীর অবস্থা দুরন্ত করে তুলছেন। সিগনালস, এঞ্জিনিয়ারিং লজিস্টিকস, সাপ্লাই, কমব্যাটান্ট, আর্টিলারি, মেডিক্যাল সব কটি ইউনিটকে আত্মনিবেদনের জন্য উন্মুখ করে রেখেছেন— কেবা আগে প্রাণ করিবেক দান। সেনাবাহিনীতে প্রফেসন্যালিজমের এর সঙ্গে আইডিয়ালিজম এর মেলবন্ধন ঘটিয়েছেন। তার প্রথম প্রকাশ দেখা গেছে ১৯৪৫ সালের নৌবিদ্রোহে। ব্রিটিশ বুঝতে পেরেছিল অনেক হয়েছে আর নয়; ছেড়ে দে মা পালিয়ে বাঁচি। তাই ইউনিয়ন জ্যাক নামলো ৪৭ সালের ১৫ আগস্ট যদিও ঘটনাটা ঘটার দিন ছিল ৪৮এর জুন মাসে। শুধু কি নৌবিদ্রোহ ৬২ সালের রেজাংলাতে স্কিল ও মন্ত্রের মণিকাঞ্চন যোগ ঘটেছিল। কুমায়ু রেজিমেন্টের মেজর শৈতান সিং ১২৮ জন সঙ্গী নিয়ে ৬২ সালে এখানেই ৩২০০ জন চিনা সৈন্যের মুকাবিলা করেছিলেন। চিনা সৈন্যদের পোষাক আশাক সাব জিরো টেম্পারেচার মানিয়ে নেবার পক্ষে যথেষ্ট। সঙ্গে অনেক উন্নত হাতিয়ার ও আর্টিলারি কভার। মেজর সাহেব তাঁর বাহিনীকে প্রপার জায়গায় পজিশনিং করিয়ে দায়িত্ব বুঝিয়েছেন। দুজন সৈনিককে বেস ইউনিটে পাঠান রেইনসফোর্টমেন্টএর অনুরোধ জানিয়ে। তাঁর সোলজার ডিপ্লয়মেন্ট প্যাটার্ন এতই স্কিল ফুল ছিল যে দীর্ঘক্ষণ দুশমন মাহিনী বিশেষ এগোতে পারেনি, কারণ ওদের পক্ষে ক্যাজুয়ালটি বেড়েই চলছিলো। কিন্তু প্রকৃতি সেদিন হিন্দুস্তানী বীরদের পক্ষে ছিল না। হঠাৎ উঠলো প্রবল তুষার ঝড়। একে তো গরম বস্ত্রের ভয়ংকর অভাব তার ওপর দুরন্ত শৈত্যপ্রবাহ। কাজেই কুমায়ুঁ রেজিমেন্ট যারা ভানটেজ পজিসন থেকে ডাউন দ্য স্লোপ টার্গেট করে রয়েছেন তারাই হলেন তুষার পাতের প্রথম শিকার। সমগ্র রেজাংলা তুষার এর ঘন চাদরে ঢেকে গেল। কোনোও খবর সেই বীর সন্তানদের পাওয়া গেলনা। নেহরু পার্লামেন্টে রেজিমেন্টের এই টুকড়িকে ভাগোড়া ঘোষিত করে দিল। (আইএনএ সেনাদের সম্বন্ধেও এর বিখ্যাত উক্তি– এ লোগ নিকম্মে হ্যায়)। কিন্তু কুমায়ুঁ রেজিমেন্ট ইউনিট এই কথা বিশ্বাস করেনি। মেজর শৈতান সিং ও তার সঙ্গীরা প্রত্যেকের রেকর্ড খুব ভাল। সকলেই খুব ভালো খেলোয়াড়। ভয়ে পালিয়ে যাবার লোক তারা নয়। গড় বয়স ২৫ বছর। মার্চ মাসে তালাশ আরও জোরদার হলো। দিক সীমাচিহ্ন হীন পাহাড়ে কোনও বিশেষ একটা জায়গা নিরুপণ করা খুব কঠিন। সার্চ টিমে এড়ার ছিলেন সেই দুই সৈনিক যাদের মেজর সাহেব বেস ইউনিটে পাঠিয়েছিলেন। তারা দেখেন একটা গোটা পাউরুটি মুখে নিয়ে একটা পাহাড়ি কুকুর নেমে আসছে। অন্য একটি লোমশ সেই পথ ধরে ওপর দিকে ছুটছে। এর গতিপথ ফলো করে এরা যেখানে পৌঁছলেন, যে দৃশ্য দেখলেন তাতে চোখের জল ধরে রাখতে পারেন নি। কোল্ড ওয়েভ মুহূর্তে সৈনিকরা যে কাজ করছিলেন সেই ভঙ্গিতেই বিদায় নিয়েছেন। কারোর আঙুল টিগারে চেপে রয়েছেন। কেউ হ্যান্ড

গ্রেনেডের পিন খুলে বাম হাতে রেখে, ডান হাতে ছোড়ার মুহূর্তে শেষ শ্বাস ছেড়েছেন। ডেকাথেলন প্রোয়ার ৬ ২´´ উচ্চতার মেজর সাহেবের আশেপাশে গোটা ছয়েক চার ফুটিয়া চিনা হানাদারদের আছাড় খাওয়া দেহ পড়ে রয়েছে। প্রত্যেক জন বীর হরিয়ানা, রাজস্থানের গোমাতা সেবাকারী যাদব পরিবারের সন্তান। অটলজী রেজাংলাতে একটি ওয়ার মেনোরিয়ল বানিয়ে ছিলেন। নাম দিয়ে ছিলেন আহিরধাম– যাদব পরিবারের সন্তানদের স্মরণে।

এই রকম দেশভক্তি, আদর্শপ্রাণতা দেখা গেছিল আইএনএ সৈন্য বাহিনীর মধ্যে। ২৬ হাজার সৈনিক বীরগতি লাভ করার পরও আইএনএ–র কম্যান্ড কন্ট্রোল অটুট ছিল। এই চরম মূল্যবোধ আমাদের সমাজজীবনে, অর্থনৈতিক যুদ্ধে সকল ক্ষেত্রে প্রতিষ্ঠা করতে হবে। ২০১৪এর আগে আমরা দেখেছি নেভির এডমিরল এবং তাঁর পুত্র রণসম্ভার কেনার দুর্নীতিতে জেলে গেছে। ইউপিএ– পর্বে যিনি রক্ষামন্ত্রী ছিলেন তিনি একাধারে সৎ এবং সেই সঙ্গে অকর্মার ঢেঁকি। সমস্ত ডিফেন্স পারচেজ ফাইনাল স্টেজে এসে বাতিল করে দিতেন। অবস্থা এমন অবস্থায় পৌঁছেছিল যে সেনাপতি বলেছিলেন মাত্র ৭ দিনের মতো গুলি বারুদ গুদামে আছে। আজ উন্নত ইনফরমেশন টেকনোলজির মাধ্যমে টেন্ডারিং প্রসেস দুর্নীতি মুক্ত হয়েছে। সেই সঙ্গে ৬৮% প্রতিরক্ষা উৎপাদন মেক ইন ইন্ডিয়া স্কিমের এমএসএমই ইউনিটগুলি থেকে কেনা হবে। এবছর ক্যাপেক্স (১১.৫ লক্ষ কোটি) ও ইনফ্রাস্ট্রাকচারের ওপর জোর দেওয়া হয়েছে। তার সুযোগ যুব সমাজকে দিতে হবে। এটাও একটা যুদ্ধ আত্মনির্ভরতা লাভের যুদ্ধ। কোয়ালিফিকেশন নয় কোয়ালিটি হবে এক মাত্র অম্বিষ্ট, স্কিল ডেভলপমেন্ট করতে হবে। আজকে শতাধিক ইউনিকর্ন ক্রিয়াশীল ইনফ্রাস্ট্রাকচার ফিল্ডে। বার্ষিক টার্নওভার একশো কোটি টাকার ওপর হলে তাকে ইউনিকর্ণ বলা হয়। চিদাম্বরম লোকসভায় বলছে কেন্দ্রীয় দফতরে ৮ লক্ষ ৭৩ হাজার পদ পূরণ করা হয়নি। পদ তো ছিল কিন্তু করার মতো কাজ কি ছিল? রেলওয়ে ডিপার্টমেন্টে পেনসন দেবার জন্য ৪৭ হাজার কর্মী ছিল। এখন পেনসন ডিসবার্সমেন্ট করা হয় ব্যাঙ্কের মাধ্যমে অনলাইন। বহু সেকসন (যেমন এডমিনিস্ট্রেশন, অ্যাকাউন্টস) এ ক্লারিকল কাজ অত্যন্ত দক্ষতার সঙ্গে কম্পিউটার মাধ্যমে করা হয়। গ্রুপ ডি (সাব স্টাফ) পদ আর নেই, হয়েছে মাল্টি টাসকিং স্টাফ– সে কম্পিউটর চালাবে, ব্যাঙ্কে যাবে, ডিকটেশন টাইপ করবে– বহুবিধ যোগ্যতা চাই। সেই সব পরীক্ষা, রিক্রুটমেন্ট প্রসেস তো চলছেই। কাজেই করার মতো কিছু নেই কিন্তু ট্যাক্স পেয়ার দের পয়সা অপচয় করে পদপূরণ করার প্রস্তাব কোনো বুদ্ধিমানে করবে না। বর্তমানে আর্টিফিসিয়াল ইনটেলিজেনস/রোবোটিকস চলে এসেছে। বড়ো বড়ো কারখানায় ম্যানুফ্যাকচরিং ইউনিটে বেশি কর্মী লাগবে না। কিন্তু সেল, ডিস্ট্রিবিউসন প্রভৃতি সার্ভিস সেকটরে অনেক ম্যানপাওয়ার লাগবে। স্বাস্থ্য, হসপিটালিটি, ট্যুরস ট্রাভেলস প্রভৃতি সেকটরে অনেক সম্ভাবনা আছে। গত তিন বছর করোনার কালে উন্নতি হওয়া সত্ত্বেও কোনো বেনিফিট আমরা দেখতে পাচ্ছি না। ১৯১৮–১৯ একশো বছর আগেও এই রকম ডিপ্রেশন এসেছিল। বিশ্ব সেই পরিস্থিতি থেকে মুক্তি পেয়েছে। ভারতবর্ষে যেখানে ১৪০ কোটি কনজ্যুমার সেখানে যে কোনো প্রোডাক্ট বিক্রি হয়ে যাবে। শুধু অনুধাবন করতে হবে মানুষের প্রয়োজন কী। টেকোর কাছে চিরুনি, বা সাইবেরিয়ায় রেফ্রিজারেটর বিক্রি করতে গেলে চলবে না।

আমরা ছাত্রাবস্থায় কিছু রাস্তাঘাট, ব্রিজ তৈরি হতে দেখেছি। তখন এক ফসল চাষ হতো। হোলির পর থেকে তিন/চার মাস কোদাল ডেড়ো–বেলচা নিয়ে রাস্তাঘাট ইনফ্রাস্ট্রাকচারের কাজে লাইন লাগাতো গ্রামের মানুষ। তারা মজুরি ঠিকই পেতো, কিন্তু আষাঢ় মাস পড়তে না পড়তেই সেই প্রোজেক্ট সাময়িকভাবে রদ করা হতো। দুতিন মাসের প্রবল বর্ষণে কাঁচামাটি (যেখান থেকে কেটে আনা হয়েছিল) সেই উৎসস্থলেই পিছলে যেতো। সেদিন রোড রোলার ইত্যাদি রোড কনস্ট্রাকশন মেসিন মার্কেটে যে আসে নি তা নয়, বঙ্গে বামপন্থীরা সেই সব উন্নত যন্ত্র আসতে দেয় নি। কাজেই একটা গোটা প্রোজেক্ট ফলদায়ী হতে ৫/৬ বছর সময় লেগে যেতো। প্রোজেক্ট কস্ট দশ গুণ বেড়ে যেতো। পশ্চিমবঙ্গে ক্ষমতায় আসার পর প্রথমে যুক্ত ফ্রন্ট পরে বাম ফ্রন্ট কৃষি প্রসঙ্গে যা যা সিদ্ধান্ত নিয়েছিল তাতে উৎপাদনের পরিমাণ কমে গিয়েছিলো। তার মধ্যে একটা ছিল ল্যান্ড রিফর্ম। আমার একটা ঘটনা খুব মনে আছে। সে সব দিনে (মূলতঃ) শনিবার কলকাতার বিভিন্ন হলে পণ্ডিত মানুষরা অর্থনীতি রাজনীতি সমস্যার ওপর বক্তৃতা দিতেন। আমার কলেজের প্রিন্সিপাল অধ্যাপক হরিপদ ভারতী এইসব অমূল্য আলোচনা শুনতে যাবার উৎসাহ দিতেন। এই রকম এক শনিবারে অধ্যাপক জ্যোতি ভট্টাচার্যের বক্তৃতা ছিল। পরের সপ্তাহে কলেজে যখন আমার স্যারের দর্শন হলো, জিজ্ঞেস করলেন– নতুন কি শিখলে? আমি বললাম– 'ল্যান্ড টু দ্য টিলর্স'। স্যার বললেন– অধ্যাপক জ্যোতি ভট্টাচার্য ইংরেজি সাহিত্যের প্রকৃত পণ্ডিত। তোমার ঝুলিতে শুধু একটা ফ্রেজ্ জুটলো, না ঝুলিতে আরও কিছু ঢুকেছে। কৃষি সংস্কার বলতে বামপন্থীরা কি বোঝেন সেটা নিবেদন করলাম। লেফটিস্টদের বক্তব্য ''লাঙ্গল যার জমি তার''। হরিপদবাবু একটু হেসে বললেন– তাহলে পালকি যার বউ তার। পড়াশুনো শেষ করে তুমি চাকরিবাকরি কিছু একটা করবে। তোমার মা–বাবা তোমার একটা বিয়ে দেবেন। পালকি চেপে বউ নিয়ে তুমি ধরো বাড়ি ফিরছো, পথিমধ্যে পালকিওয়ালা বলে উঠলো– খুব হয়েছে, খোকা এবার নামো, এই পালকিটা আমার, বউও আমার– তখন কী হবে? অধ্যাপক ভারতী বোঝালেন এক খণ্ড জমির মালিকানাই কৃষি সমস্যার আনফলিং প্যানাসিয়া নয়। কৃষি উৎপাদন এবং সামাজিক অর্থনীতিতে তারা ফুট প্রিন্ট রাখার পেছনে আরও অনেক ফ্যাক্টর কাজ করে।

আজকে অর্থনৈতিক প্রোগ্রামে সেই ফ্যাক্টর গুলোকেই অ্যাড্রেস করা হচ্ছে। কোভিড পরিস্থিতিতে ইউরিয়া ইত্যাদি সার আমদানী করতে ৪৬০০০ কোটি টাকা বেশি খরচ করতে হয়েছে। কিন্তু সেই বাড়তি খরচ চাষিদের ওপর চাপানো হয় নি। কৃষিতে প্রায় সতেরো কিসিম কা সাবসিডি, ছয় হাজার টাকা অনুদান রয়েছে। কৃষি সমাজও ইমানদারী দেখিয়েছে। মা ধরিত্রী এত বাম্পার ক্রপ উপজাউ করেছেন যে গত তিন বছর ৮০ কোটি মানুষকে বিনা মূল্যে খাইয়েও কৃষি এক্সপোর্ট ৪৩% বেড়েছে।

ফ্রেট করিডোর– সীপোর্ট– গ্রাম সড়ক যোজনা যদি ইনফ্রাস্ট্রাকচার এর অঙ্গীভূত না হতো তা হলে ফসল কি লোকাল মার্কেট কিম্বা রপ্তানীর জন্য পোর্টে পৌঁছে দেওয়া সম্ভব হতো? ইনফ্রাস্টাকচার ডেভেলপমেন্টর এই সুযোগ প্রত্যেকে যুবককে নিতে হবে। কৃষি, ক্ষুদ্র শিল্প যে কোনো ক্ষেত্রে নিজের স্কিলের বিকাশ ঘটাতে হবে। স্বোপার্জনের পথ নিতে হবে। চাকরি একমাত্র সমাধান নয়।

ভগবান শ্রীকৃষ্ণ পিতামহ ভীষ্মকে বলছেন : জীবনে শিক্ষা নিতে হয় অতীত ইতিহাস থেকে, কিন্তু নির্ণয় নিতে হয় বর্তমান পরিস্থিতি বুঝে। অর্থনীতির গতিপথ দেখে মনে হচ্ছে নির্ণয়ে কোনেও চুক নেই। মেঘ কেটে যাচ্ছে।

লেখক কলিকাতা হাইকোর্টের অ্যাডভোকেট।

বাওয়ালী গুপ্ত বৃন্দাবন ধামে দোল উৎসব

নিজস্ব প্রতিনিধি : আগামী ১৮ মার্চ দক্ষিণ ২৪ পরগনা জেলার নোদাখালী থানা এলাকার বাওয়ালীতে হবে দোল উৎসব। একদা বাওয়ালীকে বলা হতো গুপ্ত বৃন্দাবন। মণ্ডল জমিদারদের প্রায় ৩৬০ বছরের প্রাচীন মন্দির গুলো ধ্বংস হয়ে যাচ্ছিল। স্থানীয় গ্রামবাসীবৃন্দ বাওয়ালী মন্দির উন্নয়ন কমিটি গড়ে মন্দিরগুলোর সংস্কার শুরু করেছেন। গত বছর এই মন্দির প্রাঙ্গণে দোল উৎসবে প্রায় ৩০ হাজার মানুষ যোগদান করে ছিলেন।

মন্দির উন্নয়ন কমিটির সম্পাদক সুমন পাড়ুই জানান, আগামী ১৮ মার্চ সকালে নগর পরিক্রমা করবে হরিনাম সংকীর্তনের মাধ্যমে। তারপর মন্দির প্রাঙ্গণে ভেষজ আবির নিয়ে রং খেলা হবে। মন্দির চত্বরে উৎসবে ধুমপান এবং মদ্যপান কঠোরভাবে নিষিদ্ধ। থাকবে বাউল গান। সকলের জন্য থাকবে খিচুড়ি ভোগ। বিকাল ৪টায় শ্রীকৃষ্ণের অভিষেক হবে মহা সমারোহে। সকলকে সাদর আমন্ত্রণ জানান সুমনবাবু।

মোটা টাকায় বিক্রি

প্রথম পাতার পর

বিধায়ক পরেশরাম দাস বলেন, রাজ্য সরকারের ভাবমূর্তি নষ্ট করতেই কিছু অসাধু মানুষ আমার জাল সই করা প্যাড দিয়েছে বেশ কিছু বাংলাদেশি মানুষদের কাছে। পুলিশকে আইনানুগ ব্যবস্থা নিতে বলা হয়েছে অভিযুক্তের বিরুদ্ধে।

মূলত আধার কার্ড এবং ভোটার কার্ড তৈরী করতে গেলে বিধায়কের প্যাডে রেসিডেন্সিয়াল সার্টিফিকেট নিতে হয়। মূলত সেই রেসিডেন্সিয়াল সার্টিফিকেটের জন্যই বিধায়কের প্যাড জাল করা এবং নকল সই করা হয়েছে। বাঁশড়া গ্রাম পঞ্চায়েত এলাকা তে বেশ কিছু বাংলাদেশিরা অবৈধভাবে ভারতের নাগরিকত্বের বিভিন্ন প্রমাণপত্র জোগাড় করে ফেলার কারণে ওই এলাকায় দীর্ঘদিন ধরে ভোটার কার্ড সংশোধনের কাজ স্থগিত রাখা হয়েছে প্রশাসনের তরফ থেকে। এই ঘটনায় আর কে বা কারা জড়িত তা ও তদন্ত করে দেখছে ক্যানিং থানার পুলিশ।

ম্যানগ্রোভ ধ্বংস করে

প্রথম পাতার পর

নামখানার দক্ষিণ চন্দ্রনগর, হরিপুর সহ একাধিক এলাকায় বিঘের পর বিঘে জমি থেকে নির্বিচারে ম্যানগ্রোভ কেটে চলছে এই বেনামি ব্যবসা। রাতের অন্ধকারে সাফ করে দেওয়া হচ্ছে বনাঞ্চল।

কিন্তু কারা চালাচ্ছে এই বনাঞ্চল ধ্বংসের কাজ?এর পেছনে কাদের মদত রয়েছে?স্থানীয় বাসিন্দারা জানান, প্রতিবাদ করতে গেলেই মিলছে হুমকি। তাঁরা আরও জানান, প্রতিবছর একটার পর একটা প্রাকৃতিক বিপর্যয় হচ্ছে, তার উপর এই ভাবে যদি ম্যানগ্রোভ কেটে বনাঞ্চল ধ্বংস করা হয়। তাহলে একটা সময়ে নামখানা সহ গোটা সুন্দরবন আর থাকবে না।

স্থানীয় সূত্রে জানা যায়, নামখানায় ম্যানগ্রোভ কেটে দীর্ঘদিন ধরে ভেড়ি তৈরি করে চলছে ভেনামি চিংড়ি মাছের ব্যবসা। ইদানিং জেসিবি দিয়ে ম্যানগ্রোভ কেটে নতুন করে বেশ কয়েকটি ভেড়ি আবার গজিয়ে উঠেছে। এ বিষয়ে নামখানার বিজেপি ও কংগ্রেস নেতারা অভিযোগ করেন, শাসক দলের ছত্রছায়ায় থাকা মানুষরাই প্রশাসনের সহযোগিতায় দিনের-পর-দিন ম্যানগ্রোভ ধ্বংস করে চলেছেন। প্রতিবাদ করতে গেলেই সাধারণ মানুষকে হুমকির মুখে পড়তে হচ্ছে। প্রশাসন সব জেনেও নিশ্চুপ। আম্ফান ইয়াস পরবর্তী সময়ে সুন্দরবন জুড়ে কয়েক কোটি নতুন ম্যানগ্রোভের চারা রোপণ করা হয়েছে। বনদপ্তর এর সহযোগিতায় ১০০ দিনের কাজ প্রকল্পের মাধ্যমে স্বনির্ভর গোষ্ঠীর মহিলাদের দিয়ে নামখানার বিভিন্ন জায়গায় ম্যানগ্রোভ লাগানোর কাজ করা হয়েছে। এর মধ্যেই নামখানায় ম্যানগ্রোভ ধ্বংস চলছে নির্বিচারে। ফলে প্রাকৃতিক বিপর্যয়ের ক্ষয়ক্ষতির আশঙ্কাও বাড়ছে। নামখানার বিডিও শান্তনু ঠাকুর জানান, যদিও ম্যানগ্রোভ কেটে এইরকম বেআইনি কাজ কেউ করেন,তার বিরুদ্ধে বিরুদ্ধে আইনি পদক্ষেপ নেওয়া হবে। প্রাকৃতিক বিপর্যয় রুখতে ম্যানগ্রোভ এর ভূমিকা কতটা তা সুন্দরবনের মানুষের চোখে আঙুল দিয়ে দেখিয়ে দিয়েছে। সেই জায়গায় দাঁড়িয়ে রাতের অন্ধকারে জেসিবি দিয়ে নির্বিচারে ধ্বংস করা হচ্ছে সুন্দরবনের নামখানার ম্যানগ্রোভ।

ধর্মঘটের পথে

প্রথম পাতার পর

সেই সঙ্গে পুলিশী হয়রানির ব্যাপারেও জনপ্রতিনিধিদের সহযোগিতা চায় সংগঠন। জেলা পরিষদের সদস্য সেখ বাপী বিষয়টি দেখবেন বলে আশ্বাস দেন।

দক্ষিণ ২৪ পরগনার সংগঠনের সম্পাদক অসিত চন্দ্র ঘোষ বলেন, অসংগঠিত শ্রমিক হিসাবে আমরা স্বীকৃতি চাই। সেই সঙ্গে আমাদের জন্য কোনো ভাতা, জব কার্ড, স্বাস্থ্যসাথী কার্ডের ব্যবস্থা করা হোক। করোনার সময়ে অনেক মালিক সুদে টাকা নিয়ে শ্রমিকদের জীবিকার ব্যবস্থা করেছে। অনেকে আবার অভাবের জ্বালা সহ্য করতে না পেরে আত্মহত্যা করেছে। জেলায় ২০ হাজার লাইট-সাউন্ডের দোকান আছে। আমাদের শিল্পের ওপর প্রায় জেলায় ১ লক্ষ মানুষ নির্ভর করে জীবিকা অর্জন করে।

আগামী দিনে আমাদের দাবি সরকার না মানলে রাজ্য ব্যাপী লাইট-সাউন্ড ধর্মঘট ও আমরা অনশনের পথে যেতে বাধ্য হবো।

মদ্যপদের মারধরে প্রতিবাদীর মৃত্যু পুরভোটের মুখে ক্ষোভে ফুঁসছেন কাটোয়াবাসী

নিজস্ব প্রতিনিধি : পার্থপ্রতিম ওরফে গৌড় ঘোষ। কাটোয়ার একটি প্রতিবাদী চরিত্রের নাম। মাত্র ৩৩ বছর বয়সী এই প্রাণচঞ্চল যুবককে শুক্রবার গভীর রাতে সংসারের যাবতীয় বন্ধনকে ছিন্ন করে পৃথিবীর সমস্ত মায়া কাটিয়ে অকালেই চিরতরে চলে যেতে হল না ফেরার দেশে। পুরভোটের মুখে এই একটি নামই এখন কাটোয়াবাসীর মুখে মুখে ফিরছে। পার্থর নাম উঠলেই এখন কাটোয়ার শত শত শোকার্ত জনতার চোয়াল শক্ত হয়ে ওঠে। কারও কারও চোখের কোণগুলি ভরে ওঠে অশ্রুজলে। অমিত মণ্ডল, সৌমিত্র পণ্ডিত, অপূর্ব চক্রবর্তীদের পাশাপাশি ক্ষুব্ধ হাজারো মানুষ পার্থর অকালমৃত্যুর জন্য এই ঘৃণধরা সমাজ ব্যবস্থার দিকে আঙুল তোলার পাশাপাশি প্রশাসনের ব্যর্থতা সহ সরকারি একাধিক সিদ্ধান্তকেও কাঠগড়ায় তুলেছেন। এককথায়, এক প্রতিবাদী যুবককে

নৃশংসভাবে খুন করার ঘটনাকে ঘিরে সামগ্রিক পরিস্থিতিতে এই মুহূর্তে কাটোয়া ও পার্শ্ববর্তী দাঁইহাট শহরজুড়ে রাজনৈতিক দলগুলির পুরভোটের প্রচার ক্ষুব্ধ জনতার নজর টানতে কার্যত ব্যর্থ।

ঘটনার সূত্রে জানা গেছে, পূর্ব বর্ধমান জেলার কাটোয়া শহরের বাসিন্দা পার্থপ্রতিম ঘোষ এবারে সরস্বতী পুজোর রাতে কয়েকজন সশস্ত্র মদ্যপের হাতে আক্রান্ত হন। নিজের বাড়ির কাছাকাছি বেলতলা এলাকায় কয়েকজন মদ্যপকে একাধিক বাড়ি ও দোকানে তাণ্ডব চালাতে দেখে পার্থ প্রতিবাদ করেছিলেন। তারপরই ওই মদ্যপরা তাঁর ওপর লাঠিসোঁটা, লোহার রড, ফুলের টব প্রভৃতি নিয়ে ঝাঁপিয়ে পড়েছিল। অতর্কিত ওই আক্রমণে পার্থ গুরুতরভাবে আহত হন। শেষমেশ চিকিৎসকদের সব রকমের চেষ্টা ব্যর্থ হয়ে গেল। বর্ধমানে একটি বেসরকারি হাসপাতালে তাঁর মৃত্যুর খবরটা শুক্রবার সকালে কাটোয়ায় এসে পৌঁছাতেই কার্যত শোকস্তব্ধ হয়ে পড়েছিল গোটা শহর। পরদিন বিকেলে শহরের দু'টি এলাকা থেকে মোমবাতি, প্ল্যাকার্ড হাতে অসংখ্য শোকার্ত মানুষের মৌন মিছিল বের হয়। শহরবাসী দোষীদের দৃষ্টান্তমূলক শাস্তির দাবিতে সোচ্চার হয়েছেন। একইসাথে বিভিন্ন জায়গায় মদের ঠেক উচ্ছেদ সহ সমাজবিরোধীদের বিরুদ্ধে কঠোর পদক্ষেপ করার জন্য পুলিশ-প্রশাসনের কাছে দাবি জানিয়েছেন। পুলিশ এই খুনের ঘটনার তদন্তে নেমে ১২ জন অভিযুক্তকে গ্রেপ্তার করেছে।

পার্থপ্রতিম ঘোষ কাটোয়া পুরসভার অস্থায়ী কর্মী রূপে ছিলেন। তবে, ক্রিকেটের মাঠেও তাঁর নামডাক বেশ ছিল। এলাকার জনপ্রিয় এমন একজন যুবককে অসামাজিক কাজের প্রতিবাদ করতে গিয়ে মদ্যপদের হাতে নৃশংসভাবে খুন হতে হল। পুরভোটের মুখে এই মর্মান্তিক ঘটনায় অসংখ্য শহরবাসী ক্ষোভে ফুঁসতে থাকায় পুলিশ প্রশাসনের কার্যত মাথাব্যথা বেড়েছে।

শুভবুদ্ধি সম্পন্ন মানুষের অনেকেরই অভিমত, রাজ্যজুড়ে সরকারি বদান্যতায় ও ক্রেতা-বিক্রেতাকে নানাবিধ সুবিধা প্রদান সহ যেভাবে মদের কারবার বৃদ্ধির প্রতি নানা গুরুত্ব দেওয়ার কাজ চলছে তাতে বিভিন্ন বয়সী মদ্যপরা আরও উৎসাহিত হয়ে পড়ছে। বিশেষ করে নবীন প্রজন্মের মধ্যে মদ্যপের সংখ্যা ক্রমশ বেড়েই চলেছে। এর ফলে তাল মিলিয়ে পাড়ায় পাড়ায় মদের ঠেকের সংখ্যা বাড়ছে। এই ঠেকগুলিতে প্রায়শই বিভিন্ন কারণে মদ্যপদের মধ্যে অশান্তির কারণে এলাকার পরিবেশ কলুষিত হয়। এমনকি, মদ্যপদের তাণ্ডবে এলাকায় আতঙ্ক ছড়ায়। বিভিন্ন এলাকায় ওইসব মদের ঠেক চালানোর পিছনে রাজনৈতিক দলের প্রভাবশালী নেতাদের অনেকেরই হাত থাকে বলে অভিযোগ ওঠে। পুলিশ অবশ্য বিভিন্ন জায়গায় বেআইনি মদের কারবার সহ সমাজবিরোধী বিভিন্ন কার্যকলাপ বন্ধ করতে ধারাবাহিক অভিযান চালানো হয় বলে প্রতিনিয়ত দাবি করে। তা সত্ত্বেও এখনও যে বিভিন্ন এলাকায় মদ্যপদের দৌরাত্ম্যে সাধারণ মানুষ কতটা অসহায় সেটা নিজের জীবন দিয়ে প্রমাণ করে দিয়ে গেলেন পার্থপ্রতিম ঘোষ।

প্রচারে জন সংযোগে অনেক এগিয়ে তৃণমূল

নিজস্ব প্রতিনিধি : মহেশতলা পুরসভার ৩১ নম্বর ওয়ার্ডে কার্যত শাসক দলের প্রার্থী সুকান্ত বেরা অনেক এগিয়ে আছেন। বিরোধী কংগ্রেস ভাস্কর দাস কিংবা বিজেপি প্রার্থী মোহন মণ্ডলের প্রচার সেভাবে চোখে পড়ছে না। দাপিয়ে প্রচার ও জনসংযোগে ব্যস্ত তৃণমূল প্রার্থী। গত বৃহস্পতিবার তৃণমূল ইন্দিরা ভবনে দেখা হয়ে হল সুকান্ত বাবুর সঙ্গে। তিনি জানালেন, ২০১৫ সাল থেকে তিনি জিতে আসছেন। স্বাস্থ্য দপ্তর দক্ষতার সঙ্গে সামলেছেন। তিনি বলেন, ওয়ার্ডের সব রাস্তাই এখন ঢালাই হয়ে গেছে। মোট ৪টি পার্ক হয়েছে। নতুন চিকিৎসাক্ষেত্রের জন্য জমি চিহ্নিত হয়ে গেছে। পাড়ায় পাড়ায় করোনার

ভ্যাকসিন দেওয়া সম্পন্ন হয়েছে। লক ডাউনের সময় বাড়ি বাড়ি খাদ্য সামগ্রী পৌঁছে দেওয়া হয়েছে। ৩টি বাতিস্তম্ভ ও ২টি টয়লেট করা হয়েছে। নেতাজি ও গান্ধিজির মূর্তি করা হয়েছে। নতুন কর্মসংস্থানের ক্ষেত্রে সুকান্তবাবু বলেন, ওয়ার্ডের ১২৫ জন যুবক যুবতীকে সরকারী ও বেসরকারী ক্ষেত্রে চাকরি দেওয়া হয়েছে। বন্ধ কলকারখানা খোলার উদ্যোগ নেওয়া হচ্ছে। তবে ওয়ার্ডে জল নিষ্কাষণের সমস্যা রয়েছে। সেই প্রসঙ্গে তিনি বলেন, এইবার আমার মূল লক্ষ্য হল নিষ্কাষণের সমস্যার স্থায়ী সমাধান করা। সুকান্ত বেরা বলেন, জয়ের ব্যাপারে আমি একশ শতাংশ নিশ্চিত। সারা বছর মানুষের পাশে আছি থাকব। বিরোধীদের অভিযোগ শাসক দলের সন্ত্রাসের কারণে তারা প্রচার করতে পারছেন না। এই প্রসঙ্গে সুকান্তবাবু বলেন, বিরোধীদের সঙ্গে লোকজন নেই তাদের এই অভিযোগ ভিত্তিহীন।

স্ত্রীকে ঘুম পাড়িয়ে স্বামী পলাতক

নিজস্ব প্রতিনিধি : আক্রা কৃষ্ণনগর শেখ পাড়ার ২০ নম্বর ওয়ার্ডের বাসিন্দা সোনিয়া স্কুল যাওয়ার পথে আক্রা ডাক্তার পাড়ার ২১ নম্বর ওয়ার্ডের বাসিন্দা আব্দুল করিম ওরফে রোশানের সাথে প্রেমের সম্পর্কে লিপ্ত হয়। সম্পর্ক গভীর হওয়ার কিছুদিনের মধ্যেই তারা পালিয়ে বিয়ে করে। দু বছরের বিবাহিত সম্পর্ক তাদের। সোনিয়াকে ভাড়া বাড়িতে এনে রেখেছিল রোশন। সোনিয়ার বাড়ির অবস্থা অসচ্ছল হওয়ার কারণে রোশানের উপর সম্পূর্ণ নির্ভরশীল হয়ে পড়ে সোনিয়া। গত এক মাস যাবত দিনের বেশিরভাগ সময়ে ফোনে ব্যস্ত থাকার

দরুণ সোনিয়ার সন্দেহ হয় স্বামীর ওপর। সে জানতে চাইলে তার ওপর অকথ্য অত্যাচার করে রোশন। লোকনিন্দার ভয়ে কাউকে জানায় নি সোনিয়া। ইতিমধ্যেই আট মাসের অন্তঃসত্ত্বা হয়ে পরে সে । সোনিয়া সন্দেহ করলে আর কিছু না করার আশ্বাস দেয় রোশন। অবশেষে হঠাৎ কদিন আগে স্ত্রী অর্থাৎ সোনিয়াকে দুধের সাথে ঘুমের ওষুধ খাইয়ে পালিয়ে যায় সোশ্যাল নেটওয়ার্কিং সাইটে আলাপ হওয়া মহিলার সাথে। জ্ঞান ফেরার পর সোনিয়া বহু জায়গায় খোঁজ করলেও রোশনের খোঁজ না পেয়ে মহেশতলা থানায় অভিযোগ জানায়। পুলিশ যথাযথ শাস্তির দাবি করলেও সোনিয়া তার স্বামীকে নিয়েই ঘর করতে চায় তার আগত সন্তানের জন্য। তাই মহেশতলা থানার ভারপ্রাপ্ত অফিসার খুঁজ পেতে তৎপর রোশনকে।

আটক ৮৮ বাংলাদেশি মৎস্যজীবী

প্রথম পাতার পর

মঙ্গলবার রাতেই ট্রলারে থাকা মৎস্যজীবীদের আটক করে উপকূল রক্ষী বাহিনীর ফ্রেজারগঞ্জ ঘাঁটিতে আনা হয়। এবং তিনটি ট্রলার আনার জন্য নামখানা ফ্রেজারগঞ্জ মৎস্য বন্দর থেকে একটি ট্রলার ও ১০ জন মৎস্যজীবীকে পাঠানো হয়।

বুধবার দুপুরে এফবি আলরাফি, এফবি সোনার মদিনা, এফবি শাহ আমানত নামের তিনটি বাংলাদেশের ট্রলার কে আনা হয় ফ্রেজারগঞ্জ মৎস্য বন্দরে। বর্তমানে ওই তিনটি ট্রলার রয়েছে নামখানার ফ্রেজারগঞ্জ মৎস্য বন্দরে। বুধবার দুপুরে তিনটি বাংলাদেশের ট্রলার যখন ফ্রেজারগঞ্জ বন্দরে পৌঁছয় তখন সেখানে উপস্থিত ছিলেন ভারতীয় উপকূল রক্ষী বাহিনীর ফ্রেজারগঞ্জ ঘাটির কমান্ডিং অফিসার এমপি সিং ও ফ্রেজারগঞ্জ কোস্টাল থানার ওসি শুভেন্দু দাস সহ অন্যান্য আধিকারিকরা। প্রশাসন সূত্রে জানা গিয়েছে, ওই তিনটি ট্রলারে থাকা ৮৮ জন মৎস্যজীবীর বাড়ি বাংলাদেশের কক্সবাজার ও চট্টগ্রাম এলাকায়। বুধবার রাতে ওই ৮৮ জন মৎসজীবীকে আটক করে ফ্রেজারগঞ্জ কোস্টাল থানার হাতে তুলে দেওয়া হয়। বৃহস্পতিবার বাংলাদেশি মৎস্যজীবীদের কাকদ্বীপ আদালতে তোলা হলে বিচারক ১৪ দিনের জেল হেফাজতের নির্দেশ দিয়েছেন।

রাজ্যে কি অর্থ সংকট আসন্ন?

প্রথম পাতার পর

রাজ্যের বিরোধীদের দাবী কেন্দ্র বরাদ্দের হিসাব চাইছে, তা সময়মত না দিলে বরাদ্দ মিলবে কি করে। রাজ্য তথ্য গোপন করলে তার ফল ভুগতেই হবে, দাবী তাদের। বিরোধীদের তীর মুখ্যমন্ত্রীর নানা চটকদারি প্রকল্পের দিকে, তাদের দাবী খেলা-মেলা ও দান খয়রাতিতে নিজের ইচ্ছামতো টাকা ওড়ালে অর্থসংকট অবশ্যম্ভাবী হতে বাধ্য। এখন কোনও দিশা না পেয়ে কেন্দ্রের ঘাড়ে দোষ চাপানোর চেষ্টা করছে শাসক দল। এতোদিন মুখ্যমন্ত্রী বলতেন, কেন্দ্র না দিলেও আমরাই প্রকল্প চালাবো এখন সেই দম ফুরিয়ে এসেছে আসলে কেন্দ্রের সঙ্গে পাল্লা দিয়ে গিয়ে রাজ্যবাসীকে বঞ্চিত করছেন মুখ্যমন্ত্রী।

এই আবহে রাজ্যের মানুষ ফের সিঁদুরে মেঘ দেখতে শুরু করেছে। বাম আমলে বেশ কয়েকবার অর্থ সংকটে ভুগেছে পশ্চিমবঙ্গ। সরকারি খরচে ও কর্মচারীদের পাওনাগণ্ডায় তখন প্রায়শই চালু হতো 'এমবার্গো'। এমন এমবার্গো ফের সরকারি খরচে আগামী দিনে লাগাম পরাতে পারে বলে আশঙ্কা অর্থমহলের। ধারের পর ধার নিয়ে সামাল দেওয়া অর্থনীতি সেই বাম আমল থেকেই নড়বড় করছে। সরকার পরিবর্তনেও তার বদল হয়নি। সরকারী কর্মীদের ডিএ বাকি দীর্ঘদিন, পুরকর্মীদের পেনশনে হাত পড়েছে, বিপুল নিয়োগের দাবী নিয়ে পথে পথে চিৎকার করছেন বেকার যুবক যুবতীরা। এই বিপুল চাহিদার চাপ সামলে রাজ্যের অর্থনীতি কিভাবে চলবে সেটাই এখন অর্থ দফতরের মাথাব্যথা। সঙ্গে ফের চালু হতে চলেছে দুয়ারে সরকার। সেখানে নানা সরকারি সুবিধা চাইবেন রাজ্যবাসী। এসব সামাল দেওয়ার মতো অর্থনীতি বানাতে চাই শিল্প ও কৃষির উন্নতি। শিল্প আনতে গত ১০-১১ বছর ধরে অমানুষিক পরিশ্রম করেছেন মুখ্যমন্ত্রী। তবুও তেমন কোনো আশার আলো মেলেনি। ফলে অর্থনীতির পঙ্গুতা রাজ্যবাসীকে নতুন সঙ্কটে ফেলবে কিনা সেই আশঙ্কায় ভুগছে বঙ্গবাসী।

ভাড়া বেশি : বিক্ষোভ কলেজ পড়ুয়াদের

নিজস্ব প্রতিনিধি : ভাড়া বেশি নেওয়া এবং ছাত্রীদের সঙ্গে দুর্ব্যবহার করার প্রতিবাদে রাস্তা অবরোধ করে বিক্ষোভ দেখালেন কলেজের ছাত্র-ছাত্রীরা। ঘটনাটি ঘটেছে নামখানার শিবানী মন্ডল মহাবিদ্যালয়ের সামনে। বিক্ষোভকারী ছাত্র-ছাত্রীদের অভিযোগ দীর্ঘদিন ধরে কলেজে আসা ছাত্রছাত্রীদের কাছে কলেজের পরিচয় পত্র থাকা সত্ত্বেও সম্পূর্ণ ভাড়া চাইতো কিছু বাসের কন্ডাকটর।ভাড়া বেশি নেওয়ার প্রতিবাদ করতে গেলে ছাত্রছাত্রীদের সঙ্গে দুর্ব্যবহার করত তারা। মঙ্গলবার দুপুর নাগাদ একটি বাসের কন্ডাকটর এক ছাত্রের পুরো ভাড়া দেওয়ার জন্য বলেন। শিবানী মন্ডল মহাবিদ্যালয়-এর ওই কলেজ ছাত্রের কাছে কলেজের পরিচয়পত্র থাকা সত্ত্বেও পুরো ভাড়া দিতে বলেন বাসের কন্ডাক্টর। তখন ওই কলেজ ছাত্র পুরো ভাড়া দিতে অস্বীকার করে। এর পরেই বাসের কন্ডাক্টর

ওই ছাত্রের সঙ্গে দুর্ব্যবহার করে বলে জানা যায়। পাশাপাশি অন্যান্য ছাত্র-ছাত্রীদের ও গালিগালাজ করে বলে অভিযোগ।আর তাতেই গন্ডগোল বেঁধে যায়। বাস বন্ধ করে প্রায় দু'ঘন্টা কলেজের সামনে চলল পথ অবরোধ। ঘটনাস্থলে আসে নামখানা থানার পুলিশ। পুলিশের গাড়ি ঘিরে বিক্ষোভ দেখায় শিবানী মন্ডল মহাবিদ্যালয়-এর ছাত্র ছাত্রীরা। কলেজের ছাত্র-ছাত্রীদের অভিযোগ বিক্ষোভ চলাকালীন পুলিশও তাদের সঙ্গে দুর্ব্যবহার করেছে। প্রায় দু'ঘন্টা ধরে রাস্তা অবরোধ করে কলেজের সামনে স্লোগান দিয়ে চলে বিক্ষোভ।

নামখানা পুলিশের হস্তক্ষেপে প্রাথমিক পর্যায়ে কোনওরকম ভাবে বিক্ষোভ ওঠানো সম্ভব হয় নি। দীর্ঘ সময়ে পথ অবরোধ থাকার ফলে ব্যাপক যানজটের সৃষ্টি হয় কলেজের সামনে। অবশেষে প্রশাসন ৪৮ ঘন্টার মধ্যে স্থায়ী সমাধানের আশ্বাস দিলে বিক্ষোভ তুলে নেন ছাত্রছাত্রীরা। তবে ৪৮ ঘন্টার মধ্যে যদি স্থায়ী সমাধান না হয় তাহলে আরও বৃহত্তর আন্দোলনে যাবে বলে হুঁশিয়ারি দেন নামখানার শিবানী মন্ডল মহাবিদ্যালয়ের ছাত্রছাত্রীরা।

কবর খুঁড়ে গৃহবধূর দেহ উদ্ধার

নিজস্ব প্রতিনিধি : ঘটনাটি ঘটেছে শুক্রবার দুপুরে দক্ষিণ ২৪ পরগনা জেলার জয়নগর থানার অন্তর্গত ঘোষা-চন্দনেশ্বর গ্রাম পঞ্চায়েতের তিলপি'র কুলবেড়িয়া গ্রামে। ম্যাজিস্ট্রেটের উপস্থিতিতে তিলপির লস্করপাড়ার কবরস্থান থেকে বছর আঠাশ বয়সের গৃহবধূ মোফিজা লস্করের দেহ টি তুলে ময়না তদন্তের জন্য পাঠানো হয়। স্থানীয় সূত্রে জানা গিয়েছে গত ৯ বছর আগে ফোনে আলাপ হয় ক্যানিংয়ের গোপালপুর গ্রাম পঞ্চায়েতের ধর্মতলা গ্রামের মোফিজার সাথে জয়নগরের তিলপির কুলবেড়িয়ার সাদ্দাম লস্করের। পরে ধর্মীয় নিয়ম মেনেই বিয়ে হয়। দম্পতির সাড়ে আট বছরের এক পুত্র ও সাড়ে চার মাসের এক কন্যা রয়েছে। অভিযোগ বিয়ের পর থেকে এলাকার এক মহিলার সাথে অবৈধ সম্পর্ক গড়ে ওঠে সাদ্দামের । এমনটাই জানতে পারেন গৃহবধূ মোফিজা। এরপর মোফিজার সাথে সাদ্দামের মনোমালিন্য বাড়ে। আচমকা গত ২৪ জানুয়ারি সাদ্দামের ভাই ইসরাফিল লস্কর ফোন করেন মোফিজার বাপের বাড়ির লোকজনকে জানায় মোফিজা গলায় দড়ি দিয়ে আত্মহত্যা করেছে। এরপর পরিবারের লোকজন শোকে কান্নায় ভেঙে পড়েন। গৃহবধূর ভাই সরিফুল সরদার জানিয়েছেন, আমার দিদি আত্মহত্যা করেনি। তাকে খুন করে নাটক করছে স্বামী ও শ্বশুর বাড়ির লোকজন। দিদি মারা গিয়েছে। দিদির দুই নাবালক নাবালিকা সন্তানদের মুখ চেয়ে আমরা পুলিশ প্রশাসন কে জানাইনি। দিদির ছেলে-মেয়েদের নামে সাদ্দাম তার পাঁচ কাঠা সম্পত্তি লিখে দেওয়ার শর্ত জানায়। আমরা সেই আশায় ছিলাম। সম্পত্তি লিখে দিতে বেশকিছু দিন সময় গড়িমসি করে। পরে ১৬ ফেব্রুয়ারি সম্পত্তি লিখে দেবে বলে জানায়। সেই মতো আমাদের জয়নগর থানার অন্তর্গত বারাসাত এলাকায় মৌরির কাছে যেতে বলে সাদ্দাম। আমরা যাচ্ছিলাম। সাদ্দাম তার লোকজনও বেশকিছু বোম নিয়ে রওনা দিয়েছিল বারাসাতের দিকে। উদ্দেশ্য ছিল আমাদের খুন করার। আমরা বরাত জোরে প্রাণে বেঁচে গিয়েছি। করাবেগ এলাকায় আচমকা ওদের ব্যাগের মধ্যে রাখা বোম ফাটে। ওরা পালিয়ে যায়। পরে আমরা ওই দিনই জয়নগর থানায় বিচার চেয়ে একটি অভিযোগ জানাই। সরিফুল সরদার আরো অভিযোগ করে বলেন, আমার দিদিকে ওরা যেভাবে খুন করে ধামাচাপা দেওয়ার চেষ্টা করছিল ওদের যেন দৃষ্টান্ত মূলক শাস্তি হয়, সেই আবেদন জানিয়েছি প্রশাসনের কাছে।' অন্যদিকে অভিযুক্ত জয়নগরের তিলপি গ্রামের সাদ্দাম সহ তার পরিবার পরিজন পলাতক। ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে জয়নগর থানার পুলিশ।

মানুষ মানুষের জন্য
প্রয়াত রমজান আলী
সেখের স্মরণে

রক্তদান শিবির

তারিখ : ২৭শে ফেব্রুয়ারি, ২০২২ রবিবার
সময় : সকাল ৯টা
স্থান : বিবিরহাট SD৪ বাসস্ট্যান্ড, দক্ষিণ ২৪ পরগনা

সকলকে জানাই সাদর আমন্ত্রণ

মহানগরে

মেডিকেলের সার্কুলার প্রত্যাহারের দাবি

বরুণ মণ্ডল : ক্যালকাটা ন্যাশনাল মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতালের আউটডোর ও ইমার্জেন্সি থেকে অপ্রতুল ওষুধ সরবরাহের বিষয়ে সার্কুলার জারি হয়েছে। এই সার্কুলার জারি হয়েছে, তাতে আউটডোর থেকে ৭ দিন এবং ইমার্জেন্সিতে ৩ দিনের মেডিসিন দেওয়ার কথা বলা হয়েছে। আমরা মনে করছি, এই সার্কুলার প্রকারান্তে গরিব সাধারণ

প্রসঙ্গে কলকাতার ক্রিক রোস্থিত (শ্রী নীলরতন সরকার সরণিস্থিত) মেডিকেল সার্ভিস সেন্টারের রাজ্য সম্পাদক ডা.অংশুমান মিত্র বলেন, গত ৪ ফেব্রুয়ারি ক্যালকাটা ন্যাশনাল মেডিকেল কলেজ এক সার্কুলার (মেমো নং সিএনএমসিএইচ/৩২৯/১ (৮), তারিখ : ০৪/০২/২০২২) ৭ দিনের মেডিসিনে কী হবে? যেখানে ক্রনিক মেডিসিন রোগীর ফলো আপ অনেক ক্ষেত্রেই ৩ – ৪ সপ্তাহ অন্তত হয়। এটা আসলে ফ্রিতে চিকিৎসার প্রচারের মধ্যেই সাধারণ মানুষকে ওষুধ হাসপাতালের বাইরে থেকে কিনতে বাধ্য করার জন্যই এই ধরনের সার্কুলার। এর ফলে প্রতি সপ্তাহে ওষুধ সংগ্রহের জন্য যেমন হাসপাতালের আউটডোরে ক্রনিক রোগের রোগীর ভিড় অত্যধিক মাত্রায় বাড়বে ও ডাক্তার – নার্স – স্বাস্থ্যকর্মীদের উপর অযথা চাপ বাড়বে; তেমনই দূরদূরান্তের রোগীদের হয়রানি বাড়বে।

আমরা অবিলম্বে এই সার্কুলার প্রত্যাহারের দাবি করছি এবং সকলের জন্য স্বাস্থ্যের দাবিতে আউটডোর ও ইমার্জেন্সি থেকে ওষুধের সরবরাহ নিরবচ্ছিন্ন করার দাবি জানাচ্ছি। এই সার্কুলার প্রত্যাহার না করা হলে রাজ্য জুড়ে তীব্র আন্দোলনের ডাক দেওয়া হবে বলে জানিয়েছেন মেডিকেল সার্ভিস সেন্টারের রাজ্য সম্পাদক ডা. অংশুমান মিত্র।

মানুষের চিকিৎসার অধিকার কেড়ে নেওয়ারই নামান্তর। সরকারি হাসপাতালে চিকিৎসার মান যেভাবে তলানিতে ঠেকছে তারই প্রমাণ এই সার্কুলার। ডায়াবিটিস, হাইপার টেনশন, হার্টের রোগ, অ্যানিমিয়া, কিডনির রোগ, ক্যান্সার, নিউরোলজি, সাইকায়াট্রি ইত্যাদি ক্রনিক রোগের চিকিৎসায়

পেনশনের দাবিতে জোকা আইআইএমে বিক্ষোভ

নিজস্ব প্রতিনিধি : ঘড়িতে তখন দুপুর তিনটে ছুই ছুই। সুদীর্ঘ ডায়মন্ড হারবার রোডের জোকায় দেখা গেল আইআইএম ক্যালকাটার দুয়ারে বিক্ষোভ সমাবেশ। দীর্ঘ ৩৫ বছর এই ম্যানেজমেন্ট শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের অধীনে শুধু মাসিক বেতনভোগী কর্মচারী হিসাবে নয়, পাশাপাশি শিক্ষার্থীদের দক্ষ পরিচালক তথা প্রশাসক তৈরি করার নেপথ্যে যাদের শ্রম অনস্বীকার্য, মূলত তাদের মধ্যে থেকেই বেশ কিছু অধ্যাপকসহ প্রশাসনিক অবসরপ্রাপ্ত কর্মীদের এই সমাবেশে দেখা গেল। আইআইএম ক্যালকাটার রিটায়ার্ড সি পি এফ (কন্ট্রিবিউটারি প্রভিডেন্ট ফান্ড) এমপ্লয়িজ অ্যাসোসিয়েশন নামক সংগঠনের ডাকে আয়োজিত এই সমাবেশে সভাপতি শ্যামলেন্দু দাস, সম্পাদক বিজন সরকারের নেতৃত্বে ড. সান্তনা চৌধুরী, কাজল চৌধুরী, শ্যামল ঘোষ, ড. তড়িৎ কুমার দত্ত, শর্মিলা পাল, পাপিয়া চক্রবর্তী, কাশীনাথ সরকারসহ বহু অবসরপ্রাপ্ত কর্মচারী তাদের ন্যায্য পেনশন চালুর দাবিতে এদিন সরব

হন। তাদের বক্তব্যে উঠে আসে, যে কেন্দ্রীয় সরকারের এই প্রতিষ্ঠানের বর্তমান প্রধান আধিকারিক অধ্যাপক উত্তম কুমার সরকার ছাড়াও তাদের কর্মজীবনকালে বিভিন্ন সময়ে প্রশাসনিক স্তরে তারা আবেদন জানালেও কর্তৃপক্ষের পক্ষ থেকে কোনও আশানুরূপ সদুত্তর না পাওয়ায় তারা সুবিচারের আশায় আদালতের দ্বারস্থ হন। তাদের সুস্পষ্ট অভিযোগ যে ১৯৮৭ ফলে এই প্রতিষ্ঠানে ১১০ জনের পেনশন চালু হলেও পরবর্তী সময়ে সি পি এফ কর্মচারীদের জন্যে ২০১১ সালে পেনশন চালুর প্রস্তাবটি পাশ হলেও শুধুমাত্র কর্তৃপক্ষের উদাসীনতার জন্য তা কার্যকর হয়নি। বিক্ষোভ অবস্থানে সংগঠনের সভাপতি শ্যামলেন্দুবাবু বলেন যে, বেঙ্গালুরু, কোঝিকোরসহ ভারতের অন্যান্য ম্যানেজমেন্টে এই পেনশন স্কিম চালু হলেও জোকা ম্যানেজমেন্ট এখনও এই বিষয় নীরব। যা এই প্রতিষ্ঠানের বিমাতৃসুলভ আচরণের একটি পরিণতিমাত্র। ইতিমধ্যেই আন্দোলনকারীগণ কেন্দ্রীয় শিক্ষা প্রতিমন্ত্রী সুভাষ সরকারের কাছে তাদের দাবিগুলি জানিয়ে আবেদন করেন। এছাড়াও এদিন তারা জানান, আগামীদিনে পেনশন চালু না হলে বেশ কিছু মানুষ আত্মহননের পথ বেছে নেবেন বলে তার মত প্রকাশ করেন। যার ফলস্বরূপ, কালিমালিপ্ত হতে পারে বিশ্বের অন্যতম শ্রেষ্ঠ এই বিজনেস স্কুলের নাম।

লেন্স বার্তা

মাঝ রাস্তায় উঠে এসেছে ঠাকুরপুকুর বাজার, বেড়েছে যানজট।

'স্নেহের হাত' খুলেছে স্কুল খুদে পড়ুয়াকে কাছে টেনে নিচ্ছেন শিক্ষিকা।

প্রস্তুতি, মাছ ধরতে যাওয়ার আগে। ছবি : অভিজিৎ কর

আর নয় বাল্য বিবাহ, দেওয়াল লিখনে নারী দিবসের আহ্বান।
ছবি : অরুণ লোধ

যুব সমাজ গঠনে নেতাজি শীর্ষক সেমিনার

নিজস্ব প্রতিনিধি : নেতাজি সুভাষচন্দ্র বসু বাঙালি তথা বিশ্বের নায়ক। তাকে আধার করেই পথ চলা সকলের। নতুন ভবিষ্যতদের প্রতি তিনি বারবারই উন্মুক্ত ভাবনার নিদর্শন তুলে ধরেছেন। এই সব যুব সমাজের কর্তব্যকে তিনি বারবারই বিভিন্ন বক্তৃতা এবং বইয়ের মাধ্যমে পৌঁছে দিয়েছেন। যুব সমাজকে কিভাবে ভারতের পথিক হয়ে উঠতে হবে তার রূপরেখাও তিনি তৈরি করে দিয়েছেন। শুধু যুব সমাজ নয় ভারতকে কীভাবে এগিয়ে নিয়ে যাওয়া যায় তাও তিনি অঙ্কন করেছেন তাঁর ভাবনায়। ভারত সরকারের যুব ও ক্রীড়া দফতরের অধীনস্থ নেহেরু যুব কেন্দ্র দক্ষিণ কলকাতা এবং ভারত সরকারের সাংস্কৃতিক দফতরের ন্যাশনাল লাইব্রেরির যৌথ উদ্যোগে যুবদের নিয়ে একটি কনভেনশনের আয়োজন করা হয়েছিল ন্যাশনাল লাইব্রেরির কনফারেন্স হলে ১৫

ফেব্রুয়ারিতে। এদিন এনসিসি, স্কাউট এবং দক্ষিণ কলকাতার বিভিন্ন ওয়ার্ড থেকে প্রায় শতাধিক যুব যুবারা অংশগ্রহণ করেন। এই কনভেনশন পুরোটাই নেতাজির ওপর আলোচনার মাধ্যমে যুব সমাজকে সেই রাস্তায় নিয়ে যাওয়ার জন্য। উপস্থিত ছিলেন নেতাজি বিশেষজ্ঞ তথা আলিপুর বার্তার সম্পাদক ড. জয়ন্ত চৌধুরী। তিনি যুব সমাজকে নেতাজির ভাবধারণা এবং তাঁর চলার পথের কাহিনী তুলে ধরেন। নেতাজির ওপর মিথ্যাচার বন্ধ করে সত্য নিয়ে আসবার জন্য দাবি করেন। স্বাধীনতা সংগ্রামের রণক্ষেত্রে নেতাজির বিচরণের নানান দিক ধর্ম নিরপেক্ষতাকে মাথায় রেখে তাঁর এগিয়ে চলার প্রাধান্য পায় তার কথায়। ভারত সরকারের প্রতিরক্ষা এবং অর্থ দফতরের প্রাক্তন আধিকারিক অ্যাডভোকেট অমিতাভ সেন নেতাজির দ্বারা গঠিত হওয়া আজাদ হিন্দ সরকারের প্রসঙ্গ তুলে এনে নেতাজির অর্থনৈতিক ভাবধারাকে তুলে ধরেন সকলের কাছে। তিনি বলেন, অর্থনীতি নিয়ে নেতাজি যেভাবে ভেবেছিলেন সেভাবে যদি এগিয়ে যাওয়া যায় তাহলে অর্থনৈতিক ব্যবস্থাপনা আরও উন্নত করা যাবে। স্বাধীনতা সংগ্রামে ওতপ্রোতভাবে অলক্ষ্যে জড়িয়ে ছিল ভারত সেবাশ্রম সংঘ। নেতাজির সঙ্গেও এক নিবিড় যোগাযোগ ছিল সংঘের সন্ন্যাসীদের। বিভিন্ন বই বা ফাইল ঘেঁটে তার প্রমাণ মিলেছে। স্বামী প্রণবানন্দজি মহারাজের তত্ত্বাবধানে থাকা ভারত সেবাশ্রম সংঘ তখন বিপ্লবীদের আশ্রয় স্থল। অল্প বয়স থেকেই স্বামী প্রণবানন্দজী মহারাজ বিপ্লবীদের অস্ত্রশস্ত্র আগলে রাখতেন তাঁর বাড়িতে। স্বাধীনতা সংগ্রামে নিদর্শন রেখেছেন তিনিও। গোয়েন্দাদের তীক্ষ্ণ নজরে ছিলেন মহারাজ। এ বিষয়ে সকলের কাছে তুলে ধরেন স্বামী সংযুক্তানন্দজী মহারাজ। এছাড়াও এদিন ন্যাশনাল লাইব্রেরির পক্ষ থেকে উপস্থিত ছিলেন অতিরিক্ত লাইব্রেরি ইনফর্মেশন আধিকারিক ওসমান গানি এবং ড. পার্থসারথী দাস। নেহেরু যুবকেন্দ্র দক্ষিণ কলকাতা আধিকারিক অন্তরা চক্রবর্তী তাঁর স্বাগত ভাষণের মাধ্যমে নেতাজি সুভাষচন্দ্র বসুর ত্যাগতিতিক্ষাকে মনে করিয়ে দেন।

গীতশ্রীর নামে সরণি

নিজস্ব প্রতিনিধি : দক্ষিণ কলকাতার একটি রাস্তা গীতশ্রী সন্ধ্যা মুখোপাধ্যায়ের নামে রাখা হচ্ছে। মহানায়িকা সুচিত্রা সেনের পর তাঁরই গান ভুবন মাতিয়েছে সেই গীতশ্রী মুখোপাধ্যায়ের নামে দক্ষিণ কলকাতার একটি রাস্তার নামকরণ করা হচ্ছে। ১৬ ফেব্রুয়ারি কেওড়াতলা মহাশ্মশানের অন্ত্যেষ্টিতে হাজির থাকা মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় প্রয়াত সঙ্গীতশিল্পীর একমাত্র কন্যা সৌমি সেনগুপ্তকে তাঁর মায়ের নামে দক্ষিণ কলকাতার একটি রাস্তার নামকরণের কথা জানিয়েছেন। লেক গার্ডেন্সের রাস্তার একাংশ সন্ধ্যাতারা সন্ধ্যা মুখোপাধ্যায়ের নামে করা হবে। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য, সেই ১৯৬০ সাল থেকে লেক গার্ডেন্সের ডি- ৬১৩ বাড়িতে আমৃত্যু বসবাস করেছেন 'গানে মোর ইন্দ্রধনুর' সঙ্গীতশিল্পী।

মাধ্যমিক অ্যাডমিট

নিজস্ব প্রতিনিধি : সংশ্লিষ্ট ক্যাম্প অফিস থেকে ২৩ ফেব্রুয়ারি বুধবার সকাল ১১ টা থেকে ২০২২ সালের মাধ্যমিকের অ্যাডমিট কার্ড বিতরণ শুরু হবে। চলবে বিকেল ৫ টা পর্যন্ত। আর কোনও ভুলত্রুটি থাকলে ৪ মার্চ শুক্রবারের মধ্যে সংশোধনের আবেদন করতে হবে। ১৭ ফেব্রুয়ারি পশ্চিমবঙ্গ মধ্যশিক্ষা পর্ষদ রাজ্যের বিদ্যালয় গুলিকে এ বিষয়ে নির্দেশিকা দিয়েছে। আগামী ৭ মার্চ সোমবার থেকে ১৬ মার্চ বুধবার পর্যন্ত এবারের মাধ্যমিক পরীক্ষা চলবে। এবং আগের মতোই অন্য ভেনুতে এবারের মাধ্যমিক পরীক্ষা হবে। আর আগামী ২ এপ্রিল শনিবার সকাল ১০ থেকে এবারের ২০২২ সালের উচ্চ মাধ্যমিক পরীক্ষা শুরু হবে। চলবে দুপুর ১ – ১৫ পর্যন্ত। লিখিত পরীক্ষা শেষ হবে ২০ এপ্রিল বুধবার। তবে এবার নিজের নিজের বিদ্যালয়েই এবারের উচ্চ মাধ্যমিক পরীক্ষা হবে। এরই সঙ্গে আগামী ২ এপ্রিল শনিবার দুপুর ২ টে থেকে এবারের একাদশ শ্রেণির বার্ষিক পরীক্ষা শুরু হবে। উচ্চ মাধ্যমিকের অ্যাডমিট কার্ড আর একাদশ শ্রেণির রেজিস্ট্রেশন সার্টিফিকেট সময় মতো উচ্চ মাধ্যমিকে শিক্ষা সংসদ বিতরণ করবে। সেবিষয়ে পরীক্ষার্থীদের কোনও চিন্তা করতে হবে না। তারা পড়াশোনায় মন দিক।

আকাশের অন্তরাগে হারিয়ে গেলেন সন্ধ্যা মুখোপাধ্যায়

অভিমন্যু দাস

মাত্র ৯ দিনের ব্যবধানে ভারতীয় সঙ্গীত জগতে মা সরস্বতীর সৃষ্টি দুই কন্যা না ফেরা ঘুমের দেশে চিরকালের জন্য হারিয়ে গেলেন। প্রথম জন সুর সম্রাজ্ঞী লতা মঙ্গেশকর এবং অপরজন গীতশ্রী সন্ধ্যা মুখোপাধ্যায়। দুজনেই প্রায় সমসাময়িক বয়সের ছিলেন। দুজনের সঙ্গীত সাধনা, সঙ্গীতের প্রতি প্রেম ও ভালবাসা চিরস্মরণীয়, দুজনের প্রস্থানেই শেষ হয়ে গেল দুটি বর্ণময় সঙ্গীত যুগের।

সমাজ সংস্কৃতিতে শিল্পীর যাওয়া আসা চিরন্তন, কিন্তু সবাই যুগ সৃষ্টি করে যান না। কিন্তু ব্যতিক্রম সন্ধ্যা মুখোপাধ্যায়, তিনি সেই উন্নত মার্গের শিল্পী। যিনি তাঁর কণ্ঠ লাবণ্যে যুগ তৈরি করে গিয়েছেন। তাঁর প্রয়াণ যুগাবসানই। ইতিহাস তৈরি হয়ে ওঠা সুনির্দিষ্ট উপাদানের সাপেক্ষেই। সে উপাদান ছিল বলেই সন্ধ্যা মুখোপাধ্যায় কালজয়ী।

কলকাতার ঢাকুরিয়ায় জন্ম। ১৯৩১ সালের ৪ অক্টোবর। মা হেমপ্রভা মুখোপাধ্যায়, বাবা নরেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় ভাই বোনের মধ্যে তিনিই ছিলেন সর্বকনিষ্ঠা, তাঁর মায়ের হাতে পূর্ণতা পেত নিধুবাবুর টপ্পা। যা শুনে সঙ্গীতের প্রতি আকর্ষণ জন্মায় সন্ধ্যার। জন্মের পর একরত্তি মেয়েটিকে ডাকা হতো দুলদুল নামে। সন্ধ্যা নামটি দিয়েছিলেন খুড়তুতো দিদি অপর্ণা। প্রথম স্কুল ঢাকুরিয়া বালিকা বিদ্যালয়। তারপর সপ্তম শ্রেণীতে ভর্তি হন বিনোদিনী গার্লস হাই স্কুলে, মা বাবার কাছে গানের হাতে খড়ি। বড় দাদা রবীন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়ের হাত ধরেই যামিনী গঙ্গোপাধ্যায়ের কাছে তালিম শুরু। তারপর দাদার মাধ্যমেই পণ্ডিত জ্ঞান প্রকাশ ঘোষের সাহায্যে উস্তাদ বড়ে গুলাম আলি খাঁয়ের কাছে শাস্ত্রীয় সঙ্গীতের তালিম শুরু। উস্তাদজির মৃত্যুর পরেও গানের পাঠ অব্যাহত রেখেছিলেন তাঁর পুত্র উস্তাদ মুনাবর আলি খানের কাছে। মাত্র ১৪ বছর বয়সে ১৯৪৫ সালে বাংলা বেসিক গানের প্রথম রেকর্ড। ১৯৪৮ সালে ছায়াছবিতে গানের সুযোগ পান। ছবির নাম 'অঞ্জনগড়' সঙ্গীত পরিচালক রবীন চট্টোপাধ্যায়। গানের ভেলায় লাগল জোয়ার। এই বছরেই প্রকাশিত হয়েছিল তিনটি বেসিক গানের রেকর্ডও। ১৯৪৬ সালে 'গীতশ্রী' পরীক্ষায় প্রথম হয়েছিলেন। ১৯৪৮ সালেই সন্ধ্যার কাছে শচীনকর্তার তরফ থেকে মুম্বই যাওয়ার প্রস্তাব আসে। অবশেষে ১৯৫০ সালে মুম্বই যাত্রা। প্রথম হিন্দি ছবির প্লেব্যাক করার সুযোগ এল অনিল বিশ্বাসের সুরে 'তারানা' ছবিতে। ডুয়েট গান 'বোল পাপিয়ে বোল রে' গাইতে গিয়েই আর এক মা সরস্বতীর কন্যা লতা মঙ্গেশকরের সঙ্গে পরিচয় হয়। তৈরি হয় এক নিবিড় বন্ধুত্ব। যা অটুট ছিল সারাজীবন। তাঁর ঢাকুরিয়ার বাড়িতেও এসেছিলেন লতা।

হিন্দি গানের জগতে প্রতিষ্ঠা পেতে চলেছেন ঠিক তখনই আচমকাই কোনও এক অজ্ঞাত কারণে কলকাতায় ফিরে আসেন সন্ধ্যা। ১৯৫২ সালে যখন তিনি পাকাপাকিভাবে কলকাতায় ফিরে আসেন তখন তার ঝুলিতে ছিল

১৭টি হিন্দি গান। তাঁর অবশ্য ক্ষতি কিছু হয় নি। বরং বলা যেতে পারে বাংলার সুরের ঝরনার উপকারই হয়েছে।

১৯৬৬ সালে কবি গীতিকার শ্যামল গুপ্তের সঙ্গে বিয়ে হয়। দীর্ঘ ৭০ বছরের সঙ্গীত জীবনে নানা ধরনের গান গেয়েছেন তিনি। রবীন্দ্রনাথ এবং রবীন্দ্র সমসাময়িকদের কাব্যগীতি রেকর্ড করেছেন যেমন তেমনই ভজনে অন্যমাত্রা এনেছেন। বিভিন্ন বঙ্গ সংস্কৃতির জলসা বা সম্মেলনে শ্রোতারা আলাদা আলাদা কনসার্টে তাঁর গলায় শুনেছেন উচ্চাঙ্গ সঙ্গীত এবং আধুনিক বাংলা গান। তবে শ্রোতাদের মনে চিরকালীন আসনপাতা বাংলা বেসিক রেকর্ড এবং চলচ্চিত্রের জন্য তাঁর অবিস্মরণীয় সব গানের ডালিতে।

তাঁর কেরিয়ারের অন্যতম মাইল ফলক 'মহিষাসুর মর্দিনী'। পঙ্কজকুমার মল্লিক, বাণীকুমার, বীরেন্দ্র কৃষ্ণ ভদ্রের সঙ্গে সন্ধ্যার কণ্ঠে 'বিমানে বিমানে আলোকের গানে জাগল ধ্বনি'।

মুম্বই কলকাতা মিলিয়ে বহু সুরকারের সঙ্গে কাজ করেছেন। যাঁদের মধ্যে রয়েছেন শচীন দেব বর্মণ, অনিল বাগচি, মদনমোহন, সলিল চৌধুরী, অনুপম ঘটক, নচিকেতা ঘোষ, রবীন চট্টোপাধ্যায়, মানবেন্দ্র মুখোপাধ্যায় প্রমুখ।

তবে ইতিহাস তৈরি হল হেমন্ত মুখোপাধ্যায়ের সঙ্গে তাঁর জুটিতে। উত্তম-সুচিত্রা এবং হেমন্ত-সন্ধ্যা। দুটি পরস্পর পরিপূরক হয়ে উঠেছিল। বাঙালি সন্ধ্যা মগ্ন হয়ে পড়ল। সন্ধ্যা-সুচিত্রা জুটির পথচলা শুরু 'অগ্নিপরীক্ষা' ছবিতে। শুরুতেই সুপার হিট। প্লে ব্যাকের সব থেকে গুরুত্বপূর্ণ দিন অভিব্যক্তি এবং মডিউলেশন। কানন দেবীর রেখে যাওয়া লিগ্যাসিকে সম্মান জানিয়েই সন্ধ্যা খুলেছিলেন এক নতুন দিগন্ত। সমান্তরালভাবে তখন কুন্দনলাল সায়গল, পঙ্কজ মল্লিকদের ধারা ভেঙে হেমন্ত-মান্না, শ্যামল-মানবেন্দ্ররা অন্য ধারার সৃষ্টি করে প্লেব্যাকের সামগ্রিক ধারণাটাই বদলে দিয়েছিলেন। এক কথায় বাংলা ছবির ইতিহাস 'রেনেসাঁ' বলে যদি কিছু থাকে, তা হলে এটিই হল সেই যুগ। যার অন্যতম প্রধান কাণ্ডারী হলেন সন্ধ্যা।

তাঁর গানের প্রতি ডেডিকেশন ছিল মারাত্মক। গান আর ঈশ্বর তাঁর কাছে ছিল সমার্থক। এই প্রসঙ্গে ভগ্নীসম সঙ্গীত শিল্পী হৈমন্তী শুক্লা স্মৃতি চারণায় জানান, 'বেশ কয়েকবার এখনকার বাংলা গানের দুরাবস্থার প্রসঙ্গে তুলে ধরেছিলাম, তাঁর কাছে, তিনি শুনতেন, শুধু একবারই কেবল বলেছিলেন, গান তো ঈশ্বরের সাধনা। ঈশ্বরের ইচ্ছাতেই আবার স্বাভাবিক হবে।''

বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধে সন্ধ্যা অবতীর্ণ হলেন অন্য ভূমিকায়, শরণার্থীদের পাশে দাঁড়াতে গানকেই মাধ্যমে করে তুলেছিলেন তিনি। তিনি এবং সমর দাসের যৌথ প্রয়াসে কলকাতায় গড়ে উঠেছিল 'স্বাধীন বাংলা বেতার কেন্দ্র'।

১৯৭০-৭১ সালে 'জয়জয়ন্তী' ছবিতে 'আমাদের ছুটি ছুটি' এবং 'নিশিপদ্ম' ছবির 'ওরে সকল সোনা মলিন' গান দুটির জন্য পেয়েছিলেন সেরা সঙ্গীত শিল্পীর জাতীয় পুরস্কার। এছাড়া দীর্ঘ কেরিয়ারে পেয়েছেন বহু সম্মান ও পুরস্কার। তার মধ্যে উল্লেখযোগ্য- 'বঙ্গভূষণ', এইচএমভি-র গোল্ড ডিস্ক ও প্ল্যাটিনাম ডিস্ক, ইন্দিরা গান্ধি স্মৃতি পুরস্কার রাজ্যসঙ্গীত আকাদেমির আলাউদ্দিন পুরস্কার। বর্ধমান, কল্যাণী, রবীন্দ্রভারতী, যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয় থেকে সম্মানিক ডিলিট। গত মঙ্গলবার সন্ধ্যায় আকাশের অন্তরাগে হারিয়ে গেলেন সন্ধ্যা মুখোপাধ্যায়। আর আক্ষেপের সুরে অগণিত গুণমুগ্ধ শ্রোতারা বলছেন, 'কিছুক্ষণ আরও না হয় রহিলে কাছে...'।

রাজ্যের অভূতপূর্ব সফল উদ্যোগ ফের জনতার দরবারে

মাননীয়া মুখ্যমন্ত্রী
মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের
ঐকান্তিক উদ্যোগে

১৫ ফেব্রুয়ারি ২০২২ থেকে পুনরায় শুরু হল
‘দুয়ারে সরকার’

‘দুয়ারে সরকার’-এর দৃষ্টান্তমূলক জনকল্যাণকর উদ্যোগের এই পর্যায়ের কর্মসূচিতে ধারাবাহিকভাবে উন্নত পরিষেবা পৌঁছে দেওয়ার লক্ষ্যে থাকছে:

• স্বাস্থ্য সাথী • কন্যাশ্রী • রূপশ্রী • খাদ্যসাথী (রেশন কার্ড সংক্রান্ত) • শিক্ষাশ্রী • জাতিগত শংসাপত্র • তপশিলি বন্ধু • জয় জোহার
• মানবিক • ১০০ দিনের কাজ • ঐক্যশ্রী • লক্ষ্মীর ভাণ্ডার • স্টুডেন্ট ক্রেডিট কার্ড • কৃষকবন্ধু (নতুন)
• বিনামূল্যে সামাজিক সুরক্ষা যোজনা • ব্যাঙ্ক (নতুন অ্যাকাউন্ট খোলা) ও আধার সংক্রান্ত সহায়তা
• কৃষিজমির মিউটেশন, জমির রেকর্ডের ছোটখাটো ভুলের সংশোধন ও জমি সংক্রান্ত অন্যান্য বিষয়ে সহায়তা

নতুন প্রকল্প / পরিষেবা

• কিষান ক্রেডিট কার্ড (কৃষকদের জন্য) • মৎস্যজীবী ক্রেডিট কার্ড • আর্টিজান ক্রেডিট কার্ড • উইভার ক্রেডিট কার্ড
• কিষান ক্রেডিট কার্ড (প্রাণীপালন) • স্বনির্ভর গোষ্ঠীদের ব্যাঙ্কের ঋণের অনুমোদন

‘দুয়ারে সরকার’-এ এখনও পর্যন্ত প্রায় সাড়ে চার কোটি রাজ্যবাসীকে বিভিন্ন পরিষেবা দেওয়া হয়েছে।

দুয়ারে সরকারের কর্মসূচি:

১৫–২১ ফেব্রুয়ারি ২০২২ (রাউন্ড ১)
১–৭ মার্চ ২০২২ (রাউন্ড ২)

দুয়ারে সরকার
আপনার দরকার

‘দুয়ারে সরকার’-এর ক্যাম্পে সকল প্রকল্প / পরিষেবার **ফর্ম বিনামূল্যে** পাওয়া যাবে। ক্যাম্প থেকে প্রাপ্ত ফর্ম ছাড়া অন্য কোনও ফর্ম গৃহীত হবে না। পরিষেবার জন্য নিজেরা ক্যাম্পে আসুন।
সহায়তার জন্য (১০৭০/২২১৪–৩৫২৬) নম্বরে সরাসরি ফোন করুন অথবা আপনার নিকটতম ‘বাংলা সহায়তা কেন্দ্র’-এ যোগাযোগ করুন।

ঘরে ঘরে, পাড়ায় পাড়ায়
সব সময়ে সবার সেবায়

পাড়ার প্রয়োজনে, পাড়ার পাশে

এলাকার জরুরি সমস্যাগুলির দ্রুত সমাধান

স্থানীয় স্তরে পরিকাঠামোর শূন্যতাপূরণ ও পরিষেবার ঘাটতি চিহ্নিতকরণ ও পরবর্তীতে তার আশু সমাধান।

@egiye_bangla **পশ্চিমবঙ্গ সরকার** | আপনার পাশে, আপনার সাথে

প্রতিটি ক্যাম্পে কোভিডবিধি অবশ্যমান্য

ডায়মন্ড দত্তদের বড়ই অভাব গড়ের মাঠে

অরিঞ্জয় মিত্র

কলকাতার বুকে একটা সময়ে কিছুদিনের হেরফেরে নেমে এসেছিল ডায়মন্ড বা হিরে। না, আকাশ থেকে হিরে বৃষ্টি হয়নি, কোথাও থেকে উড়ে এসে জুড়েও বসেনি এই হিরা। তাও বাঙালি তথা তিলোত্তমাবাসীর মননকে বেশ ছুঁয়ে গিয়েছিল এই হিরের ঝলকানি। যাকে আমরা হীরক দ্যুতি বলেও অভিহিত করতাম সেইসময়টা। প্রথম যে ডায়মন্ড হঠাৎ করেই কলকাতার বুকে নেমে এসেছিল তা হল প্রাকৃতিক এক অত্যাশ্চর্য ঘটনার মাধ্যমে। পোশাকি ভাষায় একে আমরা অভিহিত করে থাকি ডায়মন্ড রিং নামে। আসলে সূর্যগ্রহণের অব্যাবহিত পরে সূর্যর দ্যুতি এমনভাবে ঠিকরে বেরিয়েছিল যাতে অভিভূত হয়ে উঠেছিলাম আমরা প্রত্যেকেই।

সেটা হল নব্বইয়ের দশক। আরও এক ডায়মন্ড নেমে এসেছিল কলকাতার বুকে। এই হীরক কোনও রাজার দেশ থেকে আমদানি হয়নি। এই হিরের দ্যুতি ছড়িয়ে পড়েছিল গড়ের মাঠে, কলকাতা ময়দানে। কোনও প্রাকৃতিক ক্রিয়াকলাপ থেকে এই ডায়মন্ডের উৎপত্তি হয়নি। এই হিরের উদ্ভব ঘটিয়েছিলেন এক রক্তমাংসের মানুষ। তিনি আর কেউ নন, সর্বকালের বিচারে দেশের অন্যতম সেরা কোচ। তিনি প্রয়াত অমল দত্ত। প্রদীপ বন্দ্যোপাধ্যায় বা পিকে ব্যানার্জির সঙ্গে যার ডুয়েল আজও আলোচিত হয় বঙ্গ ফুটবল সমাজে। ফুটবলার হিসাবে খুব যে অসাধারণ ছিলেন তা নয়। কিন্তু কোচিংয়ের ক্ষেত্রে অমল দত্তের নিত্যনতুন থিওরি আমাদের হৃদয়ের চিলেকোঠায় সবসময়ই ঠাঁই করে নেয়। এই অমলবাবুর জীবনটাই ছিল বির্তকে ভরপুর। কখনও ক্লাব কর্তাদের তোপ দাগছেন আবার কখনও বা দেশের ফুটবল ফেডারেশনকে একহাত নিচ্ছেন। আসলে তিনি ছিলেন স্পষ্টবাদী। কর্তাদের সঙ্গে গলা মিলিয়ে চলার পাবলিক নন। ফুটবল অভিধানের কিছু বাঁকা-ট্যারা দেখলেই তিনি প্রতিবাদ করতেন। ফলে লেগেও যেত কর্মকর্তাদের সঙ্গে। এই জন্য ইস্টবেঙ্গল-মোহনবাগান সহ দেশের বিভিন্ন বড় ক্লাবে কোচিং করালেও কোথাও বেশিদিন টিকে থাকতে পারেন নি তিনি। তাও ফুটবলার তৈরির নিরিখে তিনি যেন ছিলেন কুমারটুলির কারিগর। কতো যে নতুন ফুটবলারের অভিষেক তাঁর হাত ধরে হয়েছে তার ইয়ত্তা নেই। এহেন অমল দত্ত আর নেই। পিছনে পড়ে রইল ময়দানে তাঁর ছেড়ে যাওয়া অগণিত স্মৃতি। তাঁর মতো উঁচু মানের প্রশিক্ষক তো আর আসবেন না। তাও মননে-স্মরণে-ফুটবল বিলাসে অমলবাবু অক্ষয় থেকে যাবেন। এর প্রেক্ষিতে অমল দত্তের জীবনের আরও একটা বড় অধ্যায় চোখের সামনে ভেসে উঠছে।

আজ থেকে ১৯ বছর আগে চলে যেতে হবে ফ্ল্যাশব্যাকে। বছরটা ১৯৯৭। ফেড কাপ সেমিফাইনালের মোক্ষম লড়াইয়ে মুখোমুখি চিরপ্রতিদ্বন্দ্বী ইস্টবেঙ্গল এবং মোহনবাগান। তার আগের পটভূমিকার কথা একটু তুলে ধরি। এর ২-৩ বছর আগে থেকেই কলকাতা ফুটবলের সেই চার্ম বা উত্তেজনা অনেকটা ফিকে হয়ে উঠেছিল। বড় ম্যাচ থাকলেও সেভাবে সমর্থকদের হেলদোল লক্ষ্য করা যাচ্ছিল না আগের মতো। এই সময়তেই অমল দত্তের হাত ধরে ময়দানে আবির্ভাব ঘটে ডায়মন্ড সিস্টেমের। সেবার গড়ের মাঠের মরা গাংয়ে নিঃসন্দেহে জোয়ার এনে দিয়েছিল ডায়মন্ড সিস্টেম। এই সিস্টেমে তখন স্থানীয় লিগ খেলেছিল মোহনবাগান। বেশ খেলছিলও দলটা। আপাদমস্তক এক আক্রমণাত্মক মনোভাব সঞ্চারিত হয়েছিল পুরো টিমের মধ্যে।একটা কথা সবাই স্বীকার করেন ডায়মন্ড সিস্টেম বহুদিন পর আবার নতুন করে বাংলার ফুটবলকে জীবনী শক্তি প্রদান করেছিল। তাই অমল ডায়মন্ড দত্ত চির অমর হয়ে থাকবে ফুটবলগাঁথায়।

অমল দত্ত ছিলেন ভারতের সবচেয়ে আধুনিক মনস্ক কোচ। বিদেশি ফুটবলের নতুন ধারা বা বিবর্তন সবসময় সঞ্চারিত হয়েছে এই বড় মাপের কোচের প্রশিক্ষণে। পিকে ব্যানার্জিও বড় কোচ ছিলেন ভারতকে সাফল্য এনে দিয়েছেন। মহম্মদ নইমুদ্দিনও দেশকে একটা স্তর পর্যন্ত (পড়ুন সাফ গেমস) সফল করেছেন। কিন্তু তার বাইরে এগোতে পারেন নি। শুরুর দিকে পিকে-অমল দত্তরা কোচ হিসাবে যে রহিম সাহেবকে পেয়েছিলেন তিনিও কারও যে কম ছিলেন না। বস্তুত, তখন ছিল ভারতীয় ফুটবলের সোনার দিন। সে আজ অতীত হলেও রহিম সাহেব লোকগাঁথা হয়ে থেকে গিয়েছেন ভারতীয় ফুটবলে। তিনি যেন এক ফেয়ারি টেল বা রূপকথার ছবি তুলে ধরেছেন। পরবর্তীকালে আশির দশকে যুগোস্লাভ চিরিচ মিলোভান ভারতীয় ফুটবলকে আন্তর্জাতিক মঞ্চে ফের একবার প্রতিষ্ঠা দেন।

বাগান জিতলে এগোবে বাংলা স্লোগান হোক আইএসএলে

পারঙ্গম শাস্ত্রী

আইএসএল জমজমাট হতে পারত বাংলার জন্য তখনই যদি মোহনবাগানের সঙ্গে সমানে পাল্লা দিত তাদের চিরকালের এভারগ্রিন প্রতিপক্ষ ইস্টবেঙ্গল। অথচ সেই ঝলকানিই ম্লান হয়ে গিয়েছে এই মুহূর্তে। যা মোটেই বাংলার ফুটবলের জন্য ইতিবাচক পোস্টার নয়।

এতদিন টিম মোহনবাগানের মধ্যে সবচেয়ে যেটা মিসিং ছিল সেটা হল সুনির্দিষ্ট পরিকল্পনার অভাব। মনে হচ্ছিল সবুজ-মেরুন জার্সিধারীদের যেন কোনও লক্ষ্যই নেই। প্ল্যান এ আটকে গেল প্ল্যান বি খাটানো। বা সেটাও আটকে গেলে প্ল্যান সি নামানো কোনও তাতেই সড়গড় থাকছিল না বাগান বাহিনি। এজন্য সবার আগে যার দিকে আঙুল উঠত তিনি হলেন তৎকালীন কোচ। অনেকেই বলতেন, এভাবে স্টপগ্যাপ কোচের ওপর ভরসা করলে এমন পরিণতিই হয়। সেজন্য বাগান ম্যানেজমেন্টের কাছে তাঁদের পরামর্শ একজন বড় মাপের কোচ (সে দেশি বা বিদেশি যাই হোক না কেন) আনার। কারণ, এই জায়গা থেকে ঘুরে দাঁড়াতে হলে প্রয়োজন একজন বড় মাথার। যার হাতে পুরো দলটা ঠিকভাবে এগোতে পারবে। বড় কোম্পানির দক্ষ সিইও-র মতো যিনি বা যাঁরা টেনে নিয়ে যাবেন পালতোলা নৌকাকে।

ইস্টবেঙ্গলে আবার অনেক বেশি আধুনিক পরিবেশ, ডাকসাইটে স্পনসর ও স্প্যানিশ কোচ থাকা সত্ত্বেও পারফরমেন্সে কোনও উন্নতি নেই। দল বাছাই তথা বিদেশি আনার ক্ষেত্রেও পরিষ্কার বোঝা যাচ্ছে লাল-হলুদ কর্তারা ব্যর্থ। ইস্টবেঙ্গলের এই খারাপ অবস্থা মনে করাচ্ছে মহমেডান স্পোর্টিংয়ের ভাঙা সময়টাকে। আই লিগ জয়ের স্বাদ থেকে তারা এক যুগেরও বেশি বঞ্চিত। তারওপর আইএসএলে খেলতে নেমেও কিছুতেই জুত করতে পারছে না লাল-হলুদ ব্রিগেড। এই জায়গায় টেক্কা দিয়ে গিয়েছে চিরপ্রতিদ্বন্দ্বী মোহনবাগান। এখন তো আবার সবুজ-মেরুনের সামনে আইএসএল বিজয়ী হওয়ার সুবর্ণ মওকা। মোহনবাগান কলকাতার দলগুলির মধ্যে গত ৪-৫ বছর অনেক ধারাবাহিক একথা বিভিন্ন লেখালেখির মাধ্যমে বারংবার গোচরে এসেছে ফুটবলপাগল পাঠকদের। বিশেষ করে কলকাতার মোহন সমর্থকদের কাছে এই বার্তা অনেক আগেই পৌঁছে গিয়েছে। যে জার্সির ঝলকানির জন্য হারা ম্যাচও বের করে নিত চিরপ্রতিদ্বন্দ্বী ইস্টবেঙ্গল তারা পর্যন্ত এই কবছরে বাগানের থেকে পারফরমেন্সের নিরিখে অনেকটা পিছিয়ে। তা সত্ত্বেও এই পর্বে মাত্র একবার আই লিগ জেতা ছাড়া বাগানের পক্ষে উল্লেখ্যযোগ্য কিছু ঘটেনি। তাই ইস্টবেঙ্গলের থেকে এই ল্যাপে যতই এগিয়ে থাকুক না কেন, সবুজ-মেরুনের ট্রফিহীন থাকা অবশ্যই এক বিড়ম্বনা। কারণ 'ভালো খেলিয়াও ট্রফি অধরা' এই লাইনটা শিরোনামে যাওয়া যে অত্যন্ত হতাশাজনক। আগে ডেম্পো, চার্চিল, স্পোর্টিং ক্লাব দ্য গোয়া, সালগাওকর প্রভৃতি গোয়ার ক্লাবের দাপটে দিনের পর দিন খালি হাত থাকতে হয়েছে ইস্টবেঙ্গল-মোহনবাগানকে। সেই নব্বইয়ের দশকের গোড়ায় প্রথমদিকে দু-একবার আই লিগ (তখন অবশ্য জাতীয় লিগ) জেতা ছাড়া লাল-হলুদ আর সবুজ মেরুন একেবারে ছিটকে গিয়েছিল ভারতীয় ফুটবলের বৃত্ত থেকে। তার খানিক আগে অবশ্য মূলস্রোতকে সরে গিয়েছে মহমেডান স্পোর্টিংয়ের মতো একসময়ের বাঘা টিম।

ফুটবলের মক্কা বাংলা নামে থাকলেও একটা বিশাল সময় ধরে ভারতীয় ফুটবলে আধিপত্য মেলে ধরে গোয়া। তার পাশাপাশি মহারাষ্ট্র ও দক্ষিণ ভারতের কয়েকটি দলও সমানে সমানে টক্কর দিতে শুরু করে কলকাতার ঐতিহ্যশালী ক্লাবগুলিকে। এমন যখন পরিস্থিতি তখন ঘুরে দাঁড়াবার অনেক প্রচেষ্টা চালায় কলকাতার তারকা ক্লাবগুলি। কিন্তু কোনওভাবে গোয়ার দাপটের সঙ্গে তারা পেরে উঠছিল না। কালের নিয়মে গত ৪-৫ ধরে ভাটা এসেছে গোয়ার ফুটবলে। কিন্তু গোয়ার সূর্য ডুবল মানে কলকাতার গোড়াপত্তন তা কিন্তু হচ্ছে না মোটেই। বরং কলকাতার সাধের আই লিগ, ফেডারেশন কাপ সহ বিভিন্ন টুর্নামেন্টে ভাগিদার হিসেবে আবির্ভাব ঘটে বেঙ্গালুরু এফসির। কলকাতার দুই প্রধানের সামনে দিয়ে অভিষেকের মাত্র কিছুদিন পরেই ড্যাং ড্যাং করে আই লিগ নিয়ে ঘরে তোলে বেঙ্গালুরু। একবার মাত্র বেঙ্গালুরুর রথ এর মধ্যে আটকাতে সক্ষম হয়েছিল বাগান। কিন্তু তারপর যেই কে সেই। এর মধ্যে আবার ফুটবলের রঙ্গমঞ্চে আগমন ঘটেছে আইজল এফসির মতো মতো পাহাড়ি দল। এদের সঙ্গে তাল মিলিয়ে এবার মণিপুরের দল নেরোকা ও লাজং এফসিও এসে গিয়েছে ফুটবল রণক্ষেত্রে। এসেছে পাহাড়ের দুই গিরিসম লাজং ও নেরোকা রূপে। আর সবাইকে ঠেলে সরিয়ে একসময়ের নিচের সারির দুর্বল টিম পাঞ্জাব মিনার্ভা আই লিগ চ্যাম্পিয়ন হয় । সেসব ছবি অবশ্য আইএসএল জমানায় মেলানো যাবে না। বিশেষ করে উত্তর-পূর্বাঞ্চল (মণিপুর, মিজোরাম, সিকিম, নাগাল্যান্ড ইত্যাদি রাজ্য) উত্তর ভারতের পাঞ্জাব, দিল্লি, কাশ্মীর, পশ্চিমে গোয়া, মহারাষ্ট্র ও দক্ষিণ ভারতের কেরালা, তামিলনাড়ু ও কর্ণাটকে ফুটবলের এহেন প্রসার শুধু ইতিবাচক নয়, নয়া দিগন্তের উন্মোচনও করছে বটে। কিন্তু তার মধ্যে একটা জিনিস অবশ্য ঠিক দেশে যাদের ফুটবল সমর্থন সব থেকে বেশি সেই কলকাতাই যেন পিছিয়ে পড়ছে ক্রমশ। যা মোটেই ভালো চিত্র বহন করছে না। এমনিতে আইএসএল নিয়ে চাপে থাকা কলকাতার ফুটবল তথা গড়ের মাঠের সংস্কৃতি এতে কিছুটা হলেও অবক্ষয়ের দিকে চলে যাচ্ছে। যা মোটেই শহর তথা রাজ্যের তামাম ফুটবল ভক্তের পক্ষে মোটেই আশাব্যাঞ্জক নয়। সেজন্যই দরকার এবারের আই লিগ অন্ততপক্ষে কলকাতায় আসার। সে মোহন হোক আর ইস্টবেঙ্গল শিবির যে কোনও একটা জায়গায় এই ঐতিহ্যমণ্ডিত জাতীয় ট্রফি শোভা পাওয়া বিশেষ জরুরি। তাহলে কলার তুলে অন্তত বলা যাবে, দেখো দেখো, বাংলার ফুটবল কিন্তু এখনও স্বমহিমায় বিরাজ করছে। তারপর আই লিগের কক্ষপথ ছেড়ে আইএসএলেও অনেক কিছু প্রমাণ করার তাগিদ থেকে যাচ্ছে। মোটের কথা বাংলার ফুটবলের গরিমা ফিরে পাওয়ার জন্য এবারের আই লিগের মঞ্চ এক বিশাল পরীক্ষার জায়গা। সেজন্যই মোহনবাগানকে এবার নিশ্চিতভাবে আইএসএল জয়ী হতে দেখিয়ে দিতে হবে দেশের ফুটবল ব্যাটন এখনও বাংলার হাতে। আর তারপর উঠে আসতে হবে ইস্টবেঙ্গলকে। অন্তত, আগামীর নিরিখে এখন থেকেই ম্যারাপ বাঁধতে হবে।

প্রয়াত সুরজিত

নিজস্ব প্রতিনিধি : মৃত্যুর মিছিলে সামিল হলেন বাংলার আন্তর্জাতিক হয়ে ওঠা তারকা ফুটবলার সুরজিত সেনগুপ্ত। বৃহস্পতিবার দীর্ঘ রোগভোগের জ্বালাযন্ত্রণা কাটিয়ে ইহলোক ত্যাগ করেন তিনি। বয়স হয়েছিল ৭১। দুরন্ত ফুটবলারের বাইরেও তিনি ছিলেন সাহিত্যপ্রেমী, শাস্ত্রীয় সঙ্গীত চর্চাকারী, তবলচি এবং সুলেখক। কদিন আগেই আমরা হারিয়েছে সুভাষ ভৌমিককে। এবার ইন্দ্রপতন সুরজিতের মাধ্যমে। বস্তুত, নামের আগে 'সু'ধারী এই দুজনেই ছিলেন বিশ্বমানের ফুটবলার। নিশ্চিতভাবেই বাংলা তথা ভারতের ফুটবল রিক্ত হল সুরজিতের এই প্রয়াণে। নশ্বর দেহের ওপর প্রাণের দুই ক্লাব মোহন-ইস্টের পতাকা জ্বলজ্বল করছে দুই দল মিলে মিশে একাকার।

টেস্ট এখনও বেস্ট, আর সেরা টিম ইন্ডিয়া

যুধিষ্ঠির নস্কর

যে ফরম্যাটের খেলাই হোক না কেন, এখনও টেস্ট ক্রিকেটের গুরুত্বই আলাদা। এর কৌলিন্য ধুয়েমুছে যাওয়ার মতো সময় বা প্রেক্ষাপট এখনও তৈরি হয়নি। এটা ঠিক সীমিত ওভারের ক্রিকেট আর টি-২০ দুটোরই আলাদা রকমের ফ্রেজ রয়েছে। কখনও কখনও এমনও একটা প্রচার বা ভাবমূর্তি তৈরির চেষ্টা হয় যেন ক্রিকেট মানেই এগুলি। কিন্তু দিনের শেষে এখনও টেস্ট ক্রিকেট ইজ দ্য বেস্ট স্লোগান শোনা যায় সকল ক্রিকেটানুরাগীর কণ্ঠে। কিছু টেস্ট সিরিজ সব সময়ইম কাঠেকপাটে লড়াই হিসেবে চিহ্নিত হয়। যেমন অস্ট্রেলিয়া বনাম ইংল্যান্ডের অ্যাসেজ সিরিজ মানেই ধুন্ধুমার যুদ্ধ বেঁধে যাওয়া। ওয়েস্ট ইন্ডিজ যখন ক্রিকেট আঙিনায় রীতিমতো শক্তিশালী দল হিসেবে রাজত্ব চালাত তখন সেই ক্যারিবিয়ানদের সঙ্গে ইংল্যান্ডের টেস্ট সিরিজ বা ক্যারিবিয়ান ভার্সাস অস্ট্রেলিয়া সিরিজ হয়ে উঠত উপভোগ্য ও নাটক-অতিনাটকীয়তায় ভরপুর। ভারত ও পাকিস্তানের মতো যুযুধান দুই দেশের মধ্যে টেস্ট সিরিজ সবসময়ই আকর্ষণীয় হয়ে ওঠে। এখন যদিও রাজনৈতিক ও কূটনৈতিক কারণে দুদলের লড়াই আর হয় না। যার ফলে এই টানটান উত্তেজনা থেকে দূরে থেকে যাচ্ছে নবীন প্রজন্ম। ভারত-পাক লড়াই অবশ্য জমজমাট হয়েছে ওয়ান ডে ক্রিকেটেও। বিশেষ করে শারজার দিনগুলিতে পাকিস্তান তো একেবারে অপ্রতিরোধ্য হয়ে উঠত। পাকের সেই আধিপত্য খর্ব হয়েছিল অবশ্য বিশ্বকাপের ম্যাচগুলিতে ভারত একটানা কর্তৃত্ব করায়।

ভারতীয় ক্রিকেট দলের জন্য নিশ্চিতভাবে বড় পরীক্ষা হতে চলেছে আসন্ন বিদেশ সফর। ঘরের মাটিতে বাঘ আর বাইরে গেলেই ল্যাজগোটানো বিড়াল এই অপবাদ দূর করার আরও একটা সুযোগও বটে। কিছুদিন দক্ষিণ আফ্রিকার মাটিতেও প্রোটিয়াদের কাছেও টেস্ট সিরিজে হার মানতে হয়েছিল টিম ইন্ডিয়াকে। সেই জায়গা থেকে এই সুযোগটা পুরোদমে কাজে লাগাতে চাইবে রোহিত বাহিনী, এটা একেবারে জলের মতো পরিস্কার। নিশ্চিতভাবে ভারতীয় দলকে অনেকটাই মাইলেজ দেবে এই লড়াই।

এই সময়ে টিম ইন্ডিয়ার পেস অ্যাটাক যথেষ্ট ভালো। মহম্মদ সামি , বুমরাহ, ইশান্ত শর্মা, ওয়াশিংটন সুন্দর, মহম্মদ সিরাজ ও উমেশ যাদবদের বোলিং অ্যাটাকে যে বৈচিত্র আছে তা দুনিয়ার যে কোনও ব্যাটিং বিভাগকেই নাস্তানাবুদ করতে পারে। তাছাড়া

দক্ষিণ আফ্রিকা ও ইংল্যান্ডের মাটিতে ভারতীয় দলের বিপর্যয় ঘটিয়েছে ব্যাটসম্যানদের খারাপ পারফরমেন্স। বোলাররা সেদিক থেকে অনেকটাই উজ্জ্বল হয়ে থেকেছেন তাঁদের দুর্দান্ত বোলিংয়ের জন্য। দক্ষিণ আফ্রিকা ও ইংল্যান্ডের ব্যাটসম্যানরা রীতিমতো কেঁপে উঠেছিল ভারতীয় বোলিং অ্যাটাকের এই সাঁড়াশি আক্রমণে। তার ওপর কুলদীপ যাদব, রবিচন্দ্রন অশ্বিন ও রবীন্দ্র জাদেজার স্পিন অ্যাটাকও কোনও অংশে কম নয়। মনে রাখতে হবে বিদেশের মাটিতে পেস সহায়ক উইকেট হলেও কিছু কিছু জায়গায় উচ্চমানের স্পিন আক্রমণ আলাদা জায়গা গড়ে তোলে। পৃথ্বী শ ও হনুমা বিহারীর মতো খেলোয়াড়দের উপস্থিতি যে কোনও দলের বিরুদ্ধে খেলায় রঙ পালটে দিতে পারে। গাভাসকারের পর যেমন তেন্ডুলকর এসেছিলেন, ঠিক তেমনই শচীনের জুতোয় পা গলানোর আরও এক মহাতারকাকে পেয়ে গিয়েছে ভারত। নিঃসন্দেহে তিনি হলেন উইকেটকিপার ব্যাটসম্যান ঋষভ পন্থ। যাঁর মধ্যে আবার আগামী ভারতীয় অধিনায়ককে দেখছেন বহু প্রাক্তন তারকা তথা ক্রিকেট বিশেষজ্ঞ। তবে এই মুহূর্তে তাকে গাইড করার জন্য রয়েছেন আরও এক মেগা তারকা রোহিত শর্মা। যিনি আবার একাধারে ভারত অধিনায়কও। এটা নিশ্চিতভাবে ভারতীয় ক্রিকেটের জন্য অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ। তার ওপর যেখানে বছর পেরোলেই আবার ধুম উঠবে আরও এক বিশ্বকাপের।

কে বলতে পারে সেই বিশ্ব তারকাদের মাঝে পৃথ্বী শাহ-রাই হয়ে উঠল মধ্যমণি। যদিও এসব ভাবনা, মানে বিশ্বকাপের স্কোয়াডে পৃথ্বীর শামিল হওয়া সবই একটা প্রাথমিক পর্যায়ে রয়েছে। তার আগে পৃথ্বীকে অনেক পরীক্ষা নিরীক্ষার মধ্যে দিয়ে এগোতে হবে। দলে নিজের জায়গাটা সর্বাগ্রে পাকা করতে হবে। কারণ, এমন উদাহরণ ভুরি ভুরি রয়েছে যেখানে কেরিয়ারের শুরুটা বর্ণোজ্জ্বলভাবে শুরু করেও অনেকেই হারিয়ে গিয়েছেন আস্তাকুড়ে। তেমন কিছু যাতে না ঘটে, অতিরিক্ত প্রচারের আলো যাতে তাকে ভাসিয়ে নিয়ে যেতে না পারে সেসব দিকে খেয়াল রাখতে হবে সকলকেই।

www.alipurbarta.org facebook.com/alipur.barta.5 6291206675 alipurbarta1966@gmail.com alipur_barta@yahoo.co.in

Printed by Sudhir Nandi Published by Sudhir Nandi on behalf of Nikhil Banga Kalyan Samity and Printed at Nikhil Banga Prakasani, Vivek Niketan, Vill- Samali, P.O.- Nahajari, P.S.-Bishnupur, South 24 Parganas and Published at 57/1A, Chetla Road, Kolkata- 27. Editor: Dr. Jayanta Choudhuri.

নিখিলবঙ্গ কল্যাণ সমিতি-র পক্ষে সুধীর নন্দী কর্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত এবং নিখিলবঙ্গ প্রকাশনী, বিবেক নিকেতনে, গ্রাম-সামালি, পোস্ট-ন'হাজারি, থানা-বিষ্ণুপুর, দক্ষিণ ২৪ পরগনা হইতে মুদ্রিত এবং ৫৭/১এ, চেতলা রোড, কলকাতা-৭০০ ০২৭ (ফোন-২৪৭৯-৮৫৯১) হইতে প্রকাশিত। সম্পাদক : ড. জয়ন্ত চৌধুরী। সহ সম্পাদক : কুণাল মালিক। ফ্যাক্স নং : ০৩৩-২৮৩৯-১৫৪৪, ই-মেল-alipur_barta@yahoo.co.in/alipurbarta1966@gmail.com